উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

গার্হস্থ্য হিংসায় অভিযুক্ত ভিক্টর ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩০° / ১৫°	৩০° / ১৪°	৩০° / ১৩°	২৭° / ১৬°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

হেডফোন ছাড়া গানে শান্তি বিমানে ৭

শফিকুর ও নাহিদের বাড়ি গেলেন তারেক ৭

শপথের আগে সৌজন্য

শিলিগুড়ি ৩ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 16 February 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 268

ঈশান শোয়ে সহজ জয়

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বোয় পাকিস্তানের দর্পচূর্ণ

ঈশান কিষানের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত পাকিস্তান। কলম্বোয় রবিবার। -পিটিআই

ভারত-১৭৫/৭
পাকিস্তান-১১৪ (১৮ ওভারে)

কলম্বো, ১৫ ফেব্রুয়ারি : প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের প্রেস বক্সের ডানদিকের গ্যালারিতে তখন খেলা শেষের অপেক্ষা। হঠাৎ চোখ পড়ল ভারতীয় জার্সি পরা এক সমর্থকের হাতের পোস্টারে- 'বাপ বাপই হোতা হ্যায়!'

পরিস্থিতি ও পারফরমেন্সের বিচারে রবিবারের ইন্দো-পাক 'ব্লকবাস্টার' মহারণ নিয়ে এর চেয়ে বড় বাস্তব আর কিছু হতে পারে না। ক্রিকেটীয় স্কিল, গেমপ্ল্যান, ইনটেন্ট- সব দিক থেকেই পাকিস্তানকে আক্ষরিক অর্থে 'নিঃস্ব' করে দিয়ে ৬১ রানে জিতল টিম ইন্ডিয়া। কলম্বোয় বসে মনে হচ্ছে, দুই দলের যা ফারাক, তাতে আগামীদিনে ভারত যদি 'অযোগ্য' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রিকেট বয়কটের ডাক দেয়, পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি কি খুব অবাক হবেন?

'চললে চম্পা, না চললে পাঁচু' কলকাতা ময়দানের এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটাই যেন ছিল রবিবারের পাকিস্তান দলের স্ট্র্যাটেজি। বাবর আজমদের নীল নকশায় ছিল শুধুই চমক। আর সেই চমক বুমেরাং হয়ে ফিরল। টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়ে প্রথম ওভারেই বল হাতে সলমন আলি আঘা! শুধু তাই নয়, ভারতের বিরুদ্ধে ১৮ ওভার করালেন স্পিনারদের দিয়ে, আর দলের সেরা পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি পেলেন মাত্র দুই ওভার! এমন অদ্ভুতুড়ে স্ট্র্যাটেজি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কবে দেখা গিয়েছে, মনে করা দায়।

কলম্বোর পিচ ছিল প্রত্যাশিতভাবেই মন্থর। বল পড়ে ব্যাটে আসছিল না। পাকিস্তানের স্পিনাররা বলের গতি আরও কমিয়ে ফাঁস পরাতে চেয়েছিলেন। শুরুতেই অভিষেক শর্মা (০) আউট। তিলক বর্মাও (২৫) স্বস্তিতে ছিলেন না। কিন্তু সব হিসেব উলটে দিলেন 'পকেট রকেট' ঈশান কিষান।

ভারতীয় সেনার 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় পাকিস্তান যেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, আজ ঈশানের (৪০ বলে ৭৭) ব্যাটের তলায় তেমনই পিষল পাক বোলিং। পাক ঘূর্ণির বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে উইকেটের চারদিকে শটের ফুলঝুরি ছোটালেন তিনি। ২৭ বলে হাফ সেঞ্চুরি করে ভেঙে দিলেন যুবরাজ সিংয়ের রেকর্ডও। পাওয়ার প্লে-তে ভারত তুলে নিল ৫২ রান। ঈশান ফেরার পর অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (৩২), শিবম দুবে (১৭ বলে ২৭) এবং শেষে রিঙ্কু সিংয়ের (৪ বলে ১১) ক্যামিও ভারতকে পৌঁছে দেয় লড়াকু ১৭৫-৭ স্কোরে।

পাকিস্তান যে পিচে ১৮ ওভার স্পিন করাল, সেই মন্থর বাইশ গজেই আগুন ঝরালেন জসপ্রীত বুমরাহ (২-১৭) আর হার্দিক পান্ডিয়া (২-১৬)। পাক টিম ম্যানেজমেন্ট যে ছিদ্রটা দেখতে পায়নি, সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন ভারতীয় পেসাররা। *এরপর দশের পাতায়*

ধৃত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সহ ৫

গোষ্ঠী সংঘর্ষে আগুন, মারপিট

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : সিন্ডিকেটের তাণ্ডব। বচসা, হাতাহাতি তো বটে, অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটল। বালি, পাথর সরবরাহ নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে শনিবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শিলিগুড়ি সংলগ্ন পোড়াঝাড়। পুলিশ অবশ্য চটজলদি পদক্ষেপ করে। পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়েছে রবিবার।

ঘটনাটিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব। থানা-পুলিশ, হাসপাতাল হয়ে যাওয়ায় অস্বীকার করার উপায় নেই। শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল নেতা গৌতম দেব বলেন, 'পুলিশকে বলেছি যথাযথ ব্যবস্থা নিতে। পোড়াঝাড়ে এর আগে দখলদারি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

ওই ঘটনায় চারজনকে শনিবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে তৃণমূলের স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাজু মণ্ডল ছিলেন। তাঁকে রবিবার মেডিকেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ রাজুকেও গ্রেপ্তার করেছে। তৃণমূলের এই বিড়ম্বনাকে অস্ত্র করে পালটা প্রচারে নেমে পড়েছে বিজেপি।

দলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূলের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে রাজ্যজুড়ে এরকম সংঘর্ষ হচ্ছে। চাকরি তো সরকার দিতে পারছে না। তাই জমি দখল করে বিক্রি, সিন্ডিকেট বানিয়ে টাকা তোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই টাকার ভাগ শীর্ষস্থানীয় নেতারাও পান।'

শনিবার রাতে তৃণমূলেরই নেতা জ্যোতিষ বর্মনের মুদি দোকানে ভাঙচুর করে আগুন ধরানোর অভিযোগে নাম জড়ায় একই দলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাজু ও তাঁর শাগরেদদের। দোকানের সমস্ত সামগ্রী পুড়ে যায়। তারপর শুরু হয় রাজু ও জ্যোতিষ অনুগামীদের হাতাহাতি-মারামারি। তাতেই কয়েকজন আহত হলে মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছিল।

ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই সেখানে যায় দমকল ও পুলিশ। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি রাকেশ সিং (পূর্ব) বলেন, 'দুই পক্ষই অভিযোগ করেছে। তার ভিত্তিতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' ধৃতদের সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

- বালি, পাথর সরবরাহ নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে শনিবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পোড়াঝাড়
- তৃণমূলের এক নেতার মুদি দোকানে ভাঙচুর করে আগুন ধরানোর অভিযোগ
- নাম জড়িয়েছে দলেরই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাজু ও তাঁর শাগরেদদের বিরুদ্ধে
- এরপর শুরু হয় দুজনের অনুগামীদের হাতাহাতি-মারামারি

বিবাদের ঘটনাটি ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড় এলাকায় ঘটে। তিস্তা প্রকল্পের জন্য অধিগৃহীত জমি দখল করে বিক্রির অভিযোগ ওই এলাকায় অনেকদিনের। সেই অভিযোগ তৃণমূলের স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে নেতাদের বিরুদ্ধে। তাছাড়া বিক্রি করে দেওয়া জমিতে নির্মাণের জন্য বালি-পাথর সরবরাহের কারবার একচেটিয়া করতে সিন্ডিকেটও গড়ে উঠেছে। *এরপর দশের পাতায়*

সময়ের কথা

হিংসা আর দ্বেষের সংস্কৃতিতে আত্মঘাতী বাঙালি

অনির্বাণ নাগ

গণতন্ত্রে হিংসার স্থান নেই- একথা সকলে জানি। কিন্তু মানি কি? অন্তত এই বঙ্গে? গত কয়েক দশকের নির্বাচনে বঙ্গবাসী শুধু দেখেছে লাগামহীন হিংসা, দ্বেষ, পেশিশক্তির আস্ফালন। কী নির্বাচন কমিশন, কী দেশের সর্বোচ্চ আদালত- হিংসা রোধে ব্যর্থ দুই প্রতিষ্ঠানই।

'বাসের হাতল কেউ দ্রুত পায়ে ছুঁতে এলে, আগে তাকে প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দলে/ ভুখা মুখে ভরা গ্রাস তুলে ধরবার আগে, প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দলে/ আত্মঘাতী ফাঁস থেকে বাসি শব খুলে এনে, কানে কানে প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দল/ রাতে ঘুমোবার আগে ভালোবাসার আগে, প্রশ্ন করো কোন্ দল তুমি কোন্ দল...'- শঙ্খ ঘোষের এই 'তুমি কোন্ দল' কবিতাটি স্পষ্ট করে দেয় বাংলার নির্বাচনি প্রচারে শান্তি ক্রমশ অপপ্রিয়মাণ, বাতাসে হিংসার প্রবল দাপট।

শঙ্খ ঘোষ কবিতাটি লিখেছিলেন নয়ের দশকের মাঝামাঝি। বামেদের অঙ্গুলিহেলন ছাড়া তখন গাছের একটি পাতাও নড়ে না। তারপর তিন দশক পার। সরকার বদল হয়েছে। হিংসার বদল হয়নি। বস্তুত ১৯৭২ থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ভোট মানে রক্তস্নাত অধ্যায়। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস আরও ব্যাপক হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জীবনে পার্টি বা পার্টি-রাজনীতি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের রসায়নও যখন নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক রঙের সূত্রে, তখন গ্রামীণ জীবন শুধু নয়, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজও গোপন হিংসার ছুরিতে শান দেয় মুখে হাসি রেখে। এভাবেই রাজনৈতিক হিংসার বিষে নীল হয়ে যাচ্ছে বঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

কিন্তু কেন পশ্চিমবঙ্গেই রাজনৈতিক হিংসা এত বেশি? কেন ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় রাজনীতি ও নির্বাচন এত বেশি রক্তাক্ত? কেন নেতারা হিংসায় শান্তির জল না ঢেলে উলটে উসকে দেন বিদ্বেষের আগুন? শিক্ষিত, মার্জিত, সংস্কৃতিমান বলে যে বাঙালির পরিচয় বিশ্বজুড়ে, তারা রাজনীতিতে এত হিংস্র কেন? প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেক। তার মধ্যে জোরালো উত্তরটা হল, রাজনীতি এখন একশ্রেণির মানুষের আবেগ বা নেশা নয়, পেশায় পরিণত হয়েছে।

তাই ক্ষমতা দখলের জন্য যে কোনও প্রশ্নচিহ্নকে উপড়ে ফেলার তাগিদ ভয়ংকর। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রে কোনও কোনও নেতা তাঁকে ভোট না দেওয়ার জন্য কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। অথচ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর যাঁরা তাঁকে ভোট দেননি, তিনি তাঁদেরও প্রতিনিধি, তাঁদেরও স্বার্থের রক্ষক। তাঁরাও তাঁর বৃহত্তর পরিবারের অংশ। *এরপর দশের পাতায়*

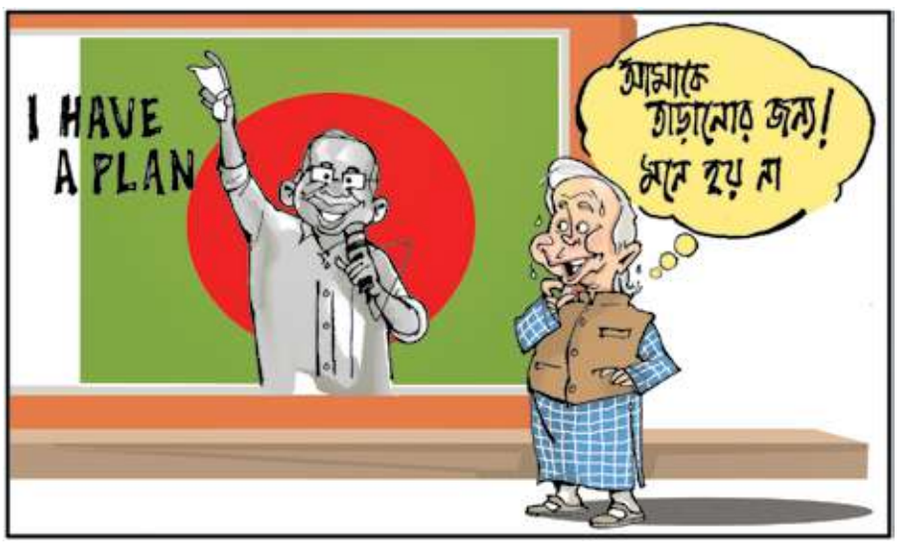

মেডিকেলেও নেই ইটিপি

ওটি'র তরল বর্জ্যে দূষণ ছড়ানোর আশঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম তো বটেই, খোদ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের (ইটিপি) ব্যবস্থা নেই। যার ফলে অপারেশন থিয়েটার থেকে শুরু করে ডায়ালিসিস ওয়ার্ডের সমস্ত তরল বর্জ্য সাধারণ নিকাশিনালা দিয়েই বাইরে চলে যাচ্ছে। আর একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ সমস্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে যাতে দ্রুত এই পরিষেবা চালু করা হয় সেই দাবি জোরালো হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের

অবশ্য দাবি, অধিকাংশ সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালেই এই ব্যবস্থাটি চালু রয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের বিষয়টি তাঁর জানা নেই বলে তিনি জানান। মেডিকেল সুপার তথা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক অবশ্য বলেন, 'এই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অনেক পুরোনো। সেইজন্য এখানে এই ব্যবস্থা চালু নেই। এটা চালু করা গেলে ভালো হয়।'

এই ইটিপি ব্যবস্থাটি কী? স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, এটি একটি তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা। হাসপাতালের সাধারণ অপারেশন থিয়েটার (ওটি) থেকে শুরু করে ডায়ালিসিস, প্যাথলজি, প্রসূতি বিভাগের লেবার রুম সহ সমস্ত ওটি থেকে যে রক্ত এবং জল সহ অন্যান্য তরল বর্জ্য বের হয় তা একটি নির্দিষ্ট প্ল্যান্টে নিয়ে গিয়ে পরিশোধন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেই পরিশোধিত জল পুনরায় হাত ধোয়া বা ফ্লাশ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পরিশোধনের পরে সেই জল সাধারণ নিকাশিনালার মাধ্যমে বের করে দেওয়া হয়।

কিন্তু উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় মেডিকেলেই এখনও এই তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (ইটিপি) নেই। অথচ প্রতিদিন এই মেডিকেলে সমস্ত ওটি মিলিয়ে শতাধিক অপারেশন করা হয়। কিন্তু কেন এখনও এই মেডিকেলে এই ব্যবস্থা চালু হয়নি? হাসপাতাল সূত্রের খবর, *এরপর দশের পাতায়*

কাল শপথ তারেকের, ঢাকায় যাবেন বিড়লা

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : অপেক্ষা আর একদিনের। বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণ করতে চলেছেন তারেক রহমান। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ওই কর্মসূচিতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির (বিএনপি) রেকর্ড জয়ের পর জল্পনা ছিল, ভারতের খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত হতে পারেন তারেকের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে।

শেষপর্যন্ত অবশ্য ভারতের বিদেশমন্ত্রক রবিবার জানিয়েছে, লোকসভার অধ্যক্ষই উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায়। তাঁর সঙ্গে থাকবেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, 'গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের অংশগ্রহণ ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বকে তুলে ধরবে এবং যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আমাদের দুই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, তার প্রতি ভারতের অবিচল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করবে।'

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতকে করা হয়েছিল। যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নির্দিষ্টভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট করেনি ঢাকা। অন্যদিকে, শপথগ্রহণের দিন মোদির মুম্বইয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট

ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে বৈঠক পূর্বনির্ধারিত আছে। ঠিক কী কারণে মোদি যাচ্ছেন না, তা আবার ভারতের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়নি।

মোদি না গেলে তারেকের শপথে উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণান কিংবা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর উপস্থিত থাকতে পারেন বলে খবর ছড়িয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ ওম বিড়লাকে দেশের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানোর মধ্যে ভারত সরকারের ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছে লোকসভায়। যে কারণে তিনি অধিবেশন থেকে দূরে ছিলেন। মার্চে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দফায় প্রস্তাবটির ওপর ভোটাভুটি হবে বলে রবিবারই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

তার আগে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে বিড়লাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে ভারত সরকার দেশের বিরোধীদের বার্তা দিল বলে মনে করা হচ্ছে। লোকসভার অধ্যক্ষের ওপর আস্থা, বিশ্বাস স্পষ্ট করল কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এধরনের কথা কেউ বলেনি। বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দিয়ে খালেদা-পুত্রকে রবিবার ফুল-মিষ্টি পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঢাকার গুলশানে বিএনপি-র দলীয় কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো *এরপর দশের পাতায়*

ডাবগ্রামে মিরাকলের ভরসায় তৃণমূল

ভোটের অঙ্ক

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : তিনবাত্তির আরওবি থেকে সামনে বা পেছনে তাকালেই দেখা যায় বড় বড় ইমারত। কোনওটায় নার্সিংহোম, কোনওটায় বহুজাতিক সংস্থার দপ্তর। ঝাঁ চকচকে বহুতল জানান দেয়, শিলিগুড়ি শহর এগিয়ে যাচ্ছে জলপাইগুড়ির দিকে। উন্নয়নের ছোঁয়া যে লেগেছে তা এলাকায় ঘুরলেই টের পাওয়া যায়। বিধানসভা ভোটে সেই উন্নয়নের ফসল কার ঘরে উঠবে তা নিয়েই কাটাছেঁড়া চলছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকাজুড়ে।

তিস্তা ও মহানন্দার জলতলের চোরাস্রোত আর শিলিগুড়ির হিমেল হাওয়ার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে

ফুলবাড়ি ইমিগ্রেশন রোডে ট্রাকের সারি। ছবি : সূত্রধর

বিচিত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। সেখানে উন্নয়নের ইমারত আর বঞ্চনার বনবস্তি সহাবস্থান করছে। এখানে রাজবংশী-নেপালি-বাঙালি আর হিন্দিভাষী মানুষের মিশ্র আবেগের রসায়ন ভোটের সমীকরণ নির্ধারণ করে। ফলে এই বিধানসভায় আসন্ন নির্বাচনের দামামা এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সংঘাতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

জলপাইগুড়ি জেলার প্রশাসনিক সীমানা আর শিলিগুড়ি পুরসভার নগরজীবনের সংকর ভূমিতে থাকা বিধানসভায় গত কয়েক বছরে রাজনীতির যে পট পরিবর্তন ঘটেছে, তা কেবল পরিসংখ্যানের নিরিখে বিচার্য নয়; বরং তাকে ক্ষমতার অলিন্দে থাকা দর্প আর প্রান্তিক মানুষের নীরব ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। ২০২১ সালের নির্বাচনে পদ্ম শিবিরের শিখা চট্টোপাধ্যায়ের জয় এই জনপদে যে নতুন মেরুকরণের সূচনা করেছিল, আজ তা এক পরিণত মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই বিধানসভা এলাকার চরিত্র বড়ই অদ্ভুত। একদিকে ডাবগ্রাম ও ফুলবাড়ির গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ধু-ধু প্রান্তর ও জঙ্গলে ঘেরা জনপদ, *এরপর দশের পাতায়*

খেলায় মত্ত শৈশব। রানীচেরা চা বাগানে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

নেশামুক্ত গ্রামের লক্ষ্যে লড়াই

শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে দেদারে চোলাই ও হাঁড়িয়া বিক্রি হচ্ছে। সেই নেশায় বুঁদ গ্রামের পুরুষরা। অতিরিক্ত লাভের আশায় চোলাই ও হাঁড়িয়ার কারবারে নাম লেখাচ্ছেন অনেকে। নেশামুক্ত গ্রাম গড়ার লক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়াই হাতিয়ার এক আদিবাসী বধূর। খোঁজ নিলেন রাজু সাহা

আলোর সারথি

শামুকতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : একদিকে স্বামী-সন্তানকে নিয়ে ভরা সংসার। অন্যদিকে চাষের কাজ। সবকিছু সামলে গ্রামকে নেশামুক্ত করার পণ নিয়েছেন বাসন্তী ওরাওঁ। আর এই কাজে তাঁর হাতিয়ার সোশ্যাল মিডিয়া। একের পর এক নেশাবিরোধী রিল তৈরি করে তিনি সাধারণ মানুষকে সচেতন করছেন। সাড়াও পাচ্ছেন বেশ ভালো। তবে এখন আর বাসন্তী একা নন, তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন গ্রামের আরও জনাত্রিশ মহিলা।

২৪ বছর বয়সি বাসন্তীর জন্ম পাটকাপাড়ায়। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। সেই সূত্রেই এখন থাকেন শামুকতলা থানার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম জয়ন্তীটোলায়। শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় দেদারে চোলাই ও হাঁড়িয়া বিক্রি হয়। আর সেই নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন গ্রামের বিবাহিত পুরুষরা।

বাসন্তী ওরাওঁ।

ফলে সংসারে অশান্তি বাড়ছে। নেশা করতে গিয়ে রোজগারের অধিকাংশ টাকা উড়ে যাচ্ছে। যুবসমাজও নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। অতিরিক্ত লাভের আশায় চোলাই ও হাঁড়িয়ার কারবারে নাম লেখাচ্ছেন অনেকে।

এই গোটা বিষয়টিই ভাবিয়ে তোলে বাসন্তীকে। তিনি গ্রামের কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে থানায় অভিযোগ জানান। পুলিশের অভিযানে কিছুদিন চোলাই ও হাঁড়িয়ার কারবার বন্ধ থাকে। কিন্তু আবার শুরু হয়ে যায়। বাসন্তী বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও চোলাইয়ের কারবারিরা সরে আসেনি। উলটে বাসন্তীকে তারা হুমকি দিয়েছে। ফলে বাসন্তী বুঝতে পারেন, এভাবে হবে না। তাই তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সচেতনতামূলক ছোট ছোট ভিডিও অর্থাৎ রিল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। বাসন্তীর রিল সাড়া ফেললেও তাঁর আক্ষেপ, 'এখনও গ্রাম থেকে চোলাই ও হাঁড়িয়ার কারবার পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি।'

> মানুষকে সচেতন করার যে কাজ আদিবাসী বধূ বাসন্তী ওরাওঁ করছেন, সেটা খুবই ভালো। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। এর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষ সচেতন হচ্ছে।
>
> **নিমা শেরিং শেরপা**
> বিডিও, আলিপুরদুয়ার-২

শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আজেন মিঞ্জ বাসন্তীকে চেনেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সম্পর্কেও তিনি অবগত। আজেনের কথায়, 'চোলাই ও হাঁড়িয়ার নেশা থেকে গ্রামকে মুক্ত করতে হলে সবার আগে মানুষকে সচেতন হতে হবে। সেই কাজটা একজন আদিবাসী বধূ করছেন। এটা সত্যিই প্রশংসনীয়।' আলিপুরদুয়ার-২'এর বিডিও নিমা শেরিং শেরপা বলেন, 'মানুষকে সচেতন করবার যে কাজ আদিবাসী বধূ বাসন্তী ওরাওঁ করছেন, সেটা খুবই ভালো। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। এর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষ সচেতন হচ্ছে।'

বাসন্তীর সঙ্গে শামিল হয়েছেন জয়ন্তীটোলা গ্রামের নমি সোরেন, বাসন্তী টুডু, মরিয়ম হাঁসদা, তার্সিমালা টুডু, বালোন্দিনী মারান্ডির মতো আরও এক ঝাঁক মহিলা। কিন্তু কেন সোশ্যাল মিডিয়াকেই বেছে নিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বাসন্তী বললেন, 'এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। আরও বেশি মহিলাকে আমার সঙ্গে পেতে এবং নেশামুক্ত সমাজ তৈরির লক্ষ্যেই সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছি। তবে গ্রামের পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে একত্রিত না হলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না।' দীপক নাগেশিয়া, অনিল মুর্মুর মতো তরুণরা বাসন্তীর পাশে দাঁড়িয়েছেন।

দীপক বলেন, 'গ্রামের বেশ কিছু মানুষ চোলাই ও হাঁড়িয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বাসন্তী সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন বার্তা দিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করছে। এটা একটা দারুণ ব্যাপার। আশা করছি আরও অনেক মানুষ শামিল হবে।'

আনন্দময়ের সঙ্গে কথা

শিলিগুড়িতে ফের মধ্যস্থতাকারী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : পাহাড় নিয়ে কেন্দ্র নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিং ফের এলেন শিলিগুড়িতে। রবিবার বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে তিনি যান কদমতলায় বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তরে। সেখানেই তিনি রয়েছেন। এদিন তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক দলগুলি ডাক না পেলেও, ডুয়ার্সের দুটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মন মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে দেখা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, ভোটের মুখে মধ্যস্থতাকারী পাঠিয়ে বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে। এই ফাঁদে তাঁরা পা দেবেন না বলে স্পষ্ট করেন কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিক। এদিকে, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪৫ মিনিট কথা হয়েছে স্বীকার করে আনন্দময় বলছেন, 'শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এইমস ধাঁচের হাসপাতাল, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় না থাকার কথা তাঁকে বলেছি। কামতাপুর, গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের পাশাপাশি কেন্দ্রশাসিত যে অঞ্চলের দাবি রয়েছে, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।' আনন্দময়ের দাবি, চিকেন নেকের গুরুত্ব বুঝে এই অঞ্চলকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলে আখেরে ভালো হবে বলে মন্তব্য করেছেন মধ্যস্থতাকারী।

অক্টোবরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজতে একজন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আমলাকে দায়িত্ব দিয়েছে। তিনি গত ২৪ জানুয়ারি পাহাড়ে এসে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) অতিথিনিবাসে উঠেছিলেন। সেখানে দু'দিন থেকে বিজেপি, জিএনএলএফ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সহ বিজেপির সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখান থেকে তিনি কালিম্পংয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেও দু'দিন থেকে গোর্খা রাজ্য নির্মাণ মোর্চার নেতৃত্ব, প্রবীণ রাজনীতিবিদ ডঃ হরকাবাহাদুর ছেত্রী সহ অন্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখান থেকে শিলিগুড়িতে ফিরে পরদিনই তিনি দিল্লি ফিরেছিলেন। দ্বিতীয় দফায় রবিবার তিনি ফের শিলিগুড়িতে এসেছেন। এদিন ডুয়ার্সের সংগঠন আদিবাসী গোর্খা সংযুক্ত সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের বক্তব্য, 'রাজ্য সরকারকে কিছু না জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে। আমরা এই মধ্যস্থতাকারীকে মানছি না। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' মধ্যস্থতাকারীকে নিয়ে উৎসাহিত নয় সিপিএমও। দলের দার্জিলিং জেলা

বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের সঙ্গে পঙ্কজকুমার সিং।

সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'আমরা রাজ্যের মধ্যে থেকে পাহাড়কে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার পক্ষপাতী। এজন্য বাম আমলে সুবাস ঘিসিংয়ের সঙ্গে ষষ্ঠ তফশিলের চুক্তি সই হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি আসার পর থেকে পাহাড়বাসীকে গোর্খাল্যান্ডের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বারবার ভোট নিয়ে যাচ্ছে। ভোট এলেই বিজেপির পাহাড়ের কথা মনে পড়ে। মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ এবং ভোটের মুখে তাঁকে এখানে পাঠানোর মধ্যেও বিজেপির ভোট রাজনীতি রয়েছে।' তবে তিনি জানান, মধ্যস্থতাকারী চিঠি দিয়ে বৈঠকে ডাকলে, অবশ্যই তাঁরা দলে আলোচনা করবেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করে সিপিএমের বক্তব্য তুলে ধরবেন। দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্ট বলছেন, 'মধ্যস্থতাকারী কাকে বৈঠকে ডাকবেন সেটা তাঁর বিষয়। এখানে বিজেপির বলার কিছু নেই।'

শিবরাত্রিতে জল্পেশমেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী

সূর্যাস্তের পর পুণ্যার্থীর ঢল

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ঘড়ির কাঁটায় বিকেল ৫টা ৪ মিনিটে চতুর্দশী তিথি শুরু হতেই ছবিটা বদলাতে শুরু করল। জল্পেশ সুবর্ণকুণ্ডের ঘাটে সকালের দিকে গুটিকয়েক লোক স্নান করলেও সন্ধ্যা হতেই ঘাটে ভিড় জমতে শুরু করে। চতুর্দশী শুরুর কিছু সময়ের মধ্যেই কয়েকশো পুণ্যার্থী জল্পেশ মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালেন। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ জল ঢালতে আসা পুণ্যার্থীদের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। বিকেলে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ পরিচালিত জল্পেশমেলার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক।

এবছর সকাল থেকে জল্পেশে মানুষের ঢল কম ছিল। পুণ্যার্থীদের প্রত্যেকেরই বক্তব্য, চতুর্দশী যেহেতু বিকেলে, তাই সকালের দিকে শিবের মাথায় জল ঢালতে আসা মানুষের সংখ্যা ছিল কিছুটা কম। সন্ধ্যা সাতটা থেকে জল্পেশ মন্দিরের গর্ভগৃহে শুরু হয় শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ পুজো। সেসময় মন্দিরের ভেতর পুণ্যার্থীদের প্রবেশ বন্ধ রাখা হয়। ফলে মন্দিরের বাইরে পুণ্যার্থীদের লম্বা লাইন পড়ে যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যার্থীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সোমবার বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিট

শিবরাত্রিতে জল ঢালার জন্য পুণ্যার্থীদের লাইন। (নীচে) রাতে আরও রঙিন জল্পেশ মন্দির। রবিবার।

পর্যন্ত শিবচতুর্দশী তিথি রয়েছে। একে সোমবার, তার ওপর সারাদিন চতুর্দশী তিথি থাকায় ভিড় অনেকটাই বেশি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে পুলিশ ও মন্দিরের ভলান্টিয়াররা সতর্ক রয়েছেন। জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ভালো ভিড় হয়েছে জল্পেশে।'

এদিকে, জল্পেশমেলার উদ্বোধন হওয়ার পর সরকারি বিভিন্ন স্টল উদ্বোধন করা হয়। মেলায় ঢোকার পর ডান পাশে সরকারি স্টলের সামনে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে অস্থায়ী বড় শিবলিঙ্গ বসানো হয়েছে। এছাড়া রাজ্য সরকারের যুবসাথী প্রকল্পের প্রচারে আলাদা স্টল তৈরি করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'এবছর জল্পেশমেলাকে প্লাস্টিকমুক্ত মেলা করার চেষ্টা চলছে। মেলা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মেলা চত্বরে অন্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি ডাস্টবিন বসানো হয়েছে।'

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ বলছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মেলায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের স্টলের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি তুলে ধরা হয়েছে।' মেলা উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল যথেষ্ট জোরদার।

জলপাইগুড়ি থেকে আগত দেবাশিস কর্মকার নামে এক পুণ্যার্থী বলেন, 'জল্পেশমেলার সঙ্গে অন্যরকমের আবেগ জড়িয়ে আছে। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে প্রতিবছর জল্পেশমেলায় আসতাম। এখন নিজের সন্তানকে হাত ধরে মেলায় ঘোরাই।'

ঝুড়ি বুনতে জানলে তবেই বিয়ে যে গ্রামে

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : 'মা, তুমি রান্নাবান্না পারো? কতদূর পড়াশোনা করেছ? ঘরকন্নার কাজ কী কী জানো?' কনে দেখতে এলে বরপক্ষের মুখে এমন প্রশ্ন বেশ পরিচিত। তবে রায়গঞ্জ থানার শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকসা গ্রামের বৈশ্যপাড়া এব্যাপারে খানিকটা আলাদা। পাত্রপক্ষ এখানকার মেয়ের রূপ বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মেয়ে কি আদৌ ঝুড়ি বুনতে পারে, সেটাই হয় তাদের মূল প্রশ্ন। সম্বন্ধ দেখতে এসে হাতেকলমে দেখে নেওয়া হয়, মেয়ে কেমন ঝুড়ি বুনছেন। না পারলে বিয়ে নাকচ। ফলে এলাকার অভিভাবকরাও মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে ভাবেন না। তার চেয়ে অল্প বয়স থেকেই মেয়েদের ঝুড়ি বোনার তালিম দিতে তাঁরা বেশি আগ্রহী। কারণ ঝুড়ি বুনে তা বিক্রি করেই সংসারের হাল কিছুটা ফেরান বাড়ির মেয়েরা।

স্কুল থেকে ফিরে মায়ের সঙ্গে ঝুড়ি বোনার কাজে এক কিশোরী।

শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি বর্মন বলেন, 'কন্যাশ্রী ক্লাবের মাধ্যমে বৈশ্যপাড়ায় একাধিকবার সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়েছে। তবে অনেক অভিভাবকই ১৮ বছর না হতেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন।' অন্যদিকে, হেমতাবাদ এলাকার বিধায়ক তথা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন জানান, বৈশ্যপাড়া গ্রামে মেয়েরা যাতে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয় সেই কারণে এই পাঁচ বছরে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলে মোটামুটি পড়াশোনা করলেও বাড়ির অদূরের হাইস্কুলে এইট কিংবা নাইন পাশ করে সুযোগ্য পাত্রের আশায় মেয়েরা ঝুড়ি বোনা শিখতে শুরু করে দেয়। রায়গঞ্জ শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে কুলিক নদী পার হলেই শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ওই গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা রাধিকা বৈশ্যর কথায়, 'আমাদের যখন বিয়ে হয় তখনও ঝুড়ি বুনতে পারি কি না দেখা হয়েছিল। এখনও সেই চল রয়েছে। মেয়ে ঝুড়ি না বুনতে পারলে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। কারণ শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তাকে ঝুড়ি বুনেই রোজগার করতে হবে।'

শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকসা গ্রামের বৈশ্যপাড়ায় ১০০টি পরিবার রয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা জানালেন, একটা ঝুড়ি বুনতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগে। মোহিনীগঞ্জ হাট, কমলাবাড়ি হাট কিংবা শেরপুর হাটে ছোট ঝুড়ি ৫০ টাকা ও বড় ঝুড়ি ৯০ টাকায় বিক্রি হয়। এখন বাঁশের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা দিয়ে বাঁশ কিনতে হয় বলে জানালেন এলাকাবাসী। কিন্তু সেই হারে ঝুড়ির দাম বাড়েনি। তাছাড়াও ঝুড়ির বিকল্প হিসেবে প্লাস্টিকের সামগ্রী ব্যবহারের চল এখন বেশি। তাই বিকল্প হিসেবে বেতের কুলো ও অন্যান্য সামগ্রীও তৈরি করেন গ্রামের লোক।

তবে গ্রামের মেয়েদের একটাই আক্ষেপ, বেতের তৈরি নানা জিনিস তৈরি করতে পারলেও তাঁদের কপালে জোটেনি কোনও ভাতা। পঞ্চায়েত, ব্লক কিংবা জেলা প্রশাসন একবারের জন্যও গ্রামে আসে না। গ্রামের আরেক মহিলা চাঁদমণি বৈশ্যর কথায়, 'ঝুড়ি বিক্রি করে কোনওমতে সংসার চলে। তাই মেয়েরা ঝুড়ি বুনতে না শিখলে চলবে কীভাবে। আর্থিক কারণে ছেলেমেয়েদের আমরা ঠিক করে পড়াশোনা শেখাতে পারি না। এখন অবশ্য কিছু ছেলেমেয়ে হাইস্কুলে যাচ্ছে। তবে যাই হোক, আমাদের ঝুড়ি বুনতেই হবে।' খোকসা বীণাপাণি তপশিলি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শোভন মৈত্র বিষয়টি মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'অভিভাবকরা অসচেতন হলেও পড়ুয়ারা পড়াশোনায় আগ্রহী।'

ভুলতে দেবে না মেধা

নিউজ ব্যুরো

১৫ ফেব্রুয়ারি : বাবা-মায়েরা সবার প্রিয়। আমাদের ভালোর জন্য তাঁদের সবকিছুই মনে থাকে। কিন্তু ডিসলেক্সিয়া (ভুলে যাওয়ার রোগ) নিঃশব্দে তাঁদের মস্তিষ্কে থাবা বসানোয় আমাদের অত্যন্ত এই প্রিয়জনদের অনেকেই আজ অসহায়। এই রোগের প্রকোপ এতটাই যে, কেউ বাইরে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার ঠিকানা ভুলে যান, কেউবা নিজের সন্তানসন্ততিকে। সেদিকে তাকিয়েই বয়স্কদের জন্য স্যালিকল সংস্থার নিবেদন, 'মেধা'। ওষুধটি ব্রাহ্মী ও শঙ্খপুষ্পির পাশাপাশি মস্তিষ্ককে পুষ্টি প্রদানকারী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন কিছু আয়ুর্বেদিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত। ছোটদের জন্য সকাল ও বিকেলে খাবার পর এক চামচ করে এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে দুপুরে ও রাত্রে খাবার খাওয়ার পর দু'চামচ করে ওষুধটি খেতে হবে। মেধা নিশ্চিত করে দুশ্চিন্তাহীন, বিস্মৃতিহীন, সুস্থ ও মনোযোগী এক মস্তিষ্ক।

অ্যাফিডেভিট

আমি Jubair Alom S/o Late Mosleuddin Ahammed গ্রাম Salekkuri P.O.-Mahipal, P.S-Kushmandi, আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে Rejis: No 2014/6673 আমার নাম Jabair Alam ও গ্রাম Salekkuri-র পরিবর্তে ভুল করে Karadar, P.O. Mahipal ছাপা হয়। ১৩/০২/২৬ তারিখে J.M 1st Class গঙ্গারামপুর এট বুনিয়াদপুর থেকে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Jubair Alom ও Jabair Alam একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

E-Tender Notice

Sealed online tender are invited for NIT No-13/RIDF-XXXI/SSM/APD/25-26 Dated :-13.02.2026. construction Innovative Science Lab under Alipurduar District. Last Date & Time of Submission of Bid. 04.03.2026 Time 18.00 Hours. The details are available at website : **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
District Education Officer, SSM, Alipurduar

Notice

E-Tender is being invited from the bonafide contractors vide NIT. No.**76/PS/PHD/2025-26, Date-09/02/2026**, NIT. No. **77/DEV/PHD/APAS/GHP/2025-26, Date-10/02/2026,** NIT.No.**78/DEV/PHD/APAS/BDN-II/2025-26, Dated:13/02/2026,** NIT. No.**79/DEV/PHD/APAS/GHP GP /2025-26, Dated: 13/02/2026,** NIT. No.**80/BDO/PHD/APAS/HSGP/2025-26 (3rd Call), Dated-13.02.2026 and Last date for Submission of Bids - 09/02/2026 up to 06.55pm, 16.02.2026 up to 3.00pm, 11/02/2026 up to 05.00pm, 18/02/2026 up to 06.00pm, 13/02/2026 up to 06.00pm, 20/02/2026 up to 01.00pm, 13/02/2026 up to 06.00 pm, 20/02/2026 up to 01.00pm, up to 23.02.2026.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer, Phansidewa Development Block

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে লজের জন্য অভিজ্ঞ রুম বয় চাই। বায়োডাটা সহ যোগাযোগ করুন। 6296065171 (C/120451)

•

সিকিউরিটি গার্ড -এর কাজের জন্য লোক চাই, বেতন (9-12,000), স্পট জয়েনিং (M) 9593264413. (C/120733)

Food Labour

শিলিগুড়ির ফুড ফ্যাক্টরিতে জরুরি ভিত্তিতে শ্রমিক দরকার। নিশ্চিত কাজ ও মাসে ১৪,০০০ টাকা বেতন। যোগাযোগ করুন : (M) : 9593739822, 9641732263.

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ড নং 5430 9703 1199 আমার নামের পরিবর্তে আমার মার নাম Safiya Bibi এবং আমার জন্মের তারিখ 26.01.2004-এর পরিবর্তে মার জন্মের তারিখ 20-01-1975 এবং লিঙ্গের স্থানে আমাকে 'Female' নথিবদ্ধ করেছে। গত 10-02-26, J.M. (1st Class), 3rd Court, সদর, কোচবিহার, আমার নাম Sahanur Hossain, জন্মের তারিখ 26.01.2004 এবং লিঙ্গ 'Male'আমার আধার কার্ডে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম: খারিজা নলধোল্রা, পো: পাটছড়া, থানা: কোতোয়ালি, জেলা: কোচবিহার, প: ব:। (C/119569)

আজ টিভিতে

মহাভারত রাত ৯.০০ **কালার্স বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, দুপুর ১.০০ ঘাতক, বিকেল ৪.০০ মন মানে না, সন্ধে ৭.০০ শিব পার্বতী কথা-১, রাত ৯.৪৫ শিব পার্বতী কথা-২

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ঘরের লক্ষ্মী, দুপুর ১.০০ শুভ দৃষ্টি, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধে ৭.৪৫ বিদ্রোহ, রাত ১০.৪৫ ভিলেন

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আপন আমার আপন, বেলা ১১.৩০ মামা ভাগ্নে, দুপুর ২.৩০ সুন্দর বউ, বিকেল ৫.০০ চৌধুরী পরিবার, রাত ৮.০০ বাবা তারকনাথ, ১১.০০ জীবন যৌবন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মাল্যদান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কর্তব্য

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পথ

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.২৪ মা বেটি, দুপুর ১২.১৫ টারজান দ্য ওয়ান্ডার কার, বিকেল ৩.২৮ সৈনিক, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ১০.০৬ গুলাম ই মোস্তাফা

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০২ ইজ্জত কি রোটি, দুপুর ১.৫৯ কারোবার : দ্য বিজনেস অফ লভ, বিকেল ৫.৫৮ কর্তব্য, সন্ধে ৭.৫০ আগ, রাত ১১.০৪ শ্রীমান আশিক

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৩১ রাম সেতু, দুপুর ১.১৫ মিরাই, বিকেল ৫.০৪ গব্বর ইজ ব্যাক, সন্ধে ৭.৫০ দঙ্গল, রাত ১১.১৩ আর ...রাজকুমার

স্টার গোল্ড টু : সকাল ৯.২৯ শশশ..., দুপুর ১২.৪৩ কেয়া ক্যাহেনা, বিকেল ৩.১৭ গার্ডিয়ান, ৫.৩৭ চমৎকার, রাত ৯.০০ জলি এলএলবি-টু

মিরাই দুপুর ১.১৫
স্টার গোল্ড

ভিলেন রাত ১০.৪৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। দীর্ঘদিনের কোনও আশাপূরণ হতে পারে। প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িতদের পদোন্নতি ও বদলির সম্ভাবনা। বৃষ : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে পরিবারের বিড়ম্বনার শিকার হতে পারেন। পথেঘাটে খুব সাবধানে চলুন। মিথুন : কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। জমি বা সম্পত্তিগত মামলা নিয়ে জেরবার হতে পারেন। শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। কর্কট : অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কর্মপ্রার্থীদের চাকরির যোগ। সিংহ : সংসারের আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। সপরিবার বেড়াবার পরিকল্পনা সার্থক হবে। কন্যা : নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পেরে অনুশোচনা হবে। নৃত্য-চারুকলায় বিশেষ খ্যাতি, সম্মানলাভ। তুলা : কথার গুণে পরিবারে সকলের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। কর্মসূত্রে বাইরে যেতে হতে পারে। বৃশ্চিক : ব্যবসায় উন্নতি হলেও অর্থপ্রাপ্তিতে বাধা। প্রেমে মান-অভিমান চলবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের ইঙ্গিত। ধনু : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাগজ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। লটারি, ফাটকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির যোগ। দৈবকর্মে শুভফল লাভ। মকর : না জেনে কাউকে কোনও বিষয়ে কথা দেবেন না। সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। কুম্ভ : নিজের বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে শত্রুদের পরাজিত করতে সক্ষম হবেন। বুক, পেট ও বাতের সমস্যায় ভোগান্তি। মীন : পেশাদারি শিক্ষায় সাফল্যের সূত্রে নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ। সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় আপনার জয় নিশ্চিত। দূরের কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ মাঘ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, ৩ ফাগুন, সংবৎ ১৪ ফাল্গুন বদি, ২৭ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৫, অঃ ৫।২৯। সোমবার, চতুর্দশী সন্ধ্যা ৫।৩৪। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ৯।১০। বরীয়ানযোগ রাত্রি ২।৩১। শকুনিকরণ সন্ধ্যা ৫।৩৪ গতে চতুষ্পাদকরণ শেষরাত্রি ৫।৪০ গতে নাগকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৯।১০ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী – পশ্চিমে, সন্ধ্যা ৫।৩৪ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।৩৯ গতে ৯।৩ মধ্যে ও ২।৪০ গতে ৪।৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৬ গতে ১১।৫২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১।৫৮ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৩৪ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। সন্ধ্যা ৫।৩৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমাবস্যার নিশিপালন। সন্ধ্যা ৫।৩৪ গতে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। গোস্বামীমতে শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত ও পুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২৬ মধ্যে ও ১০।৩৫ গতে ১২।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ২।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৮ গতে ৪।৫২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

‘জংলিবাবা’র কাছে হাতি, মনস্কামনা পূরণের ভিড়

নিউজ ব্যুরো

১৫ ফেব্রুয়ারি : শিবের মাথায় জল ঢালতে শনিবার গভীর রাত থেকেই মাটিগাড়ার চাঁদমণি মন্দিরে আসতে থাকেন ভক্তরা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই নেপাল, ভুটান থেকেও অনেকে আসেন। রবিবার মন্দিরের দরজা খুলতেই পুজো দিতে উপচে পড়ে ভিড়। শিবরাত্রিকে ঘিরে গোটা মন্দির চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এদিকে, বিকেলের দিকে বাগডোগরার জংলিবাবা মন্দিরের কাছে হাতি চলে আসায় হুলুস্থুল পড়ে যায়। হাতিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠিয়ে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন পুলিশ ও বনকর্মীরা।

এদিন বিকেল ৩টে নাগাদ বাগডোগরার জংলিবাবা মন্দিরের কাছে তিনবাত্তি মোড়ে একটি পূর্ণবয়স্ক মাকনা চলে আসে। সেসময় পুলিশ ও বনকর্মীরা পুণ্যার্থীদের নিরাপদ দূরত্বে আটকে দেন। রিসাবাড়ি ব্লক জঙ্গল থেকে রাস্তা পার হয়ে হুরুলিয়া ব্লকের দিকে চলে যায় হাতিটি। হাতি রাস্তা পার হয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করার পর সেখানে আটকে থাকা ভক্তদের নিরাপদে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেল ৪টের পর মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলছেন, ‘আজ একবার মন্দিরের সামনে চলে আসে হাতিটি। একবার তিনবাত্তি মোড়ে চলে আসে। আমাদের নজরদারি থাকায় ভক্তদের নিরাপদে বের করা গিয়েছে।’ কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘বনকর্মীরা গার্ড করে হাতিটিকে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেন। কারও কিছু হয়নি বলে রক্ষে।’

এদিকে, চাঁদমণি মন্দিরে চার প্রহরে পুজো হয়। প্রথম প্রহর চলে রবিবার বিকেল ৫টা ৪ মিনিট থেকে রাত ৯টা ২৩ মিনিট পর্যন্ত, দ্বিতীয় প্রহরের পুজো হয় রাত ৯টা ২৩ মিনিট থেকে ১২টা ৩৭ মিনিট পর্যন্ত, তৃতীয় প্রহরের পুজো মধ্যরাত ১২টা ৩৭ মিনিট থেকে সোমবার ভোর ৩টে ৪৭ মিনিট পর্যন্ত, চতুর্থ প্রহরের পুজো ভোর ৩টে ৪৭ মিনিট থেকে সকাল ৬টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এখানে মেলাও বসেছে। চলবে ১৮ তারিখ পর্যন্ত। মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত সরোজকুমার মিশ্র বলেন, ‘এখানে জংলিবাবা নামে একজন থাকতেন। তাঁরই বংশের প্রশান্তকিশোর থাপা এখন মন্দির কমিটির অধ্যক্ষ। শিবপার্বতীর যুগল মূর্তি রয়েছে এখানে। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পুলিশি ব্যবস্থা রয়েছে। ভলান্টিয়ারও আছেন।’

চাঁদমণি মন্দিরে পুণ্যার্থীদের লাইন। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

শনিবার প্রথম প্রহর শুরু হতেই পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকে। পাপিয়াপাড়া থেকে প্রতি বছর এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন অঞ্জলি রায়। দুপুর ১২টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক পর পুজো দেন। তাঁর কথায়, ‘১০ বছর ধরে এখানে পুজো দিতে আসছি। ছোটবেলায় দেখেছি, মা এখানে শিবরাত্রিতে জল ঢালতে আসতেন। মা বলেন, তাঁর অনেক মনস্কামনা পূরণ হয়েছে। সেই বিশ্বাস থেকে আমিও প্রতি বছর আসছি। শিবের মাথায় জল ঢেলে বললাম, আমি যেন একটা ভালো চাকরি পাই।’

আবার শিবের মাথায় জল ঢেলে ফাঁসিদেওয়া থেকে আসা অণিমা সরকার বললেন, ‘চাকরিটা পেয়েছি। এখন একটা ভালো মনের মানুষ চাই। শিবের কাছে সেটাই চাইলাম।’

১৭ বছর ধরে মেলায় জিলিপি, শিঙাড়ার দোকান দিচ্ছেন শিলিগুড়ির কাঞ্চন ঘোষ। বললেন, ‘বাবা এই মেলায় দোকান দিতেন, এখন বাবার বয়স হয়েছে। তাই আমি আসছি।’

মাটির খেলনা, বেলুন কিনে এককোণে দাঁড়িয়ে চপ খেতে খেতে বাবা-মায়ের কাছে আগামীকাল ফের মেলায় আসার আবদার করতে দেখা গেল এক খুদেকে।

এদিকে, বাগডোগরা রূপসিংজোতের মমতানগরের বাবা লোকনাথের মন্দিরেও বহু মানুষ পুজো দেন। অন্যদিকে, রবিবার ইসলামপুরে শহরের একাধিক মন্দিরে শিবভক্তদের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন পুর টার্মিনাস, শান্তিনগর রেলগেট সংলগ্ন মন্দির সহ বিভিন্ন মন্দিরে সন্ধ্যা নামতেই পুজো দিতে লম্বা লাইন পড়ে।

তথ্য সহায়তা : প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস, অরুণ ঝা ও খোকন সাহা।

আঠারোখাইয়ের সূর্য সেনপল্লিতে নর্দমার জল চলে এসেছে রাস্তায়। রবিবার।

নর্দমার জল উপচে রাস্তায়

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : নর্দমা উপচে রাস্তায় জল থইথই করছে। ঘরে ঢুকতে বের হতে সেই জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তার সঙ্গে দুর্গন্ধ তো রয়েছেই।

এই পরিস্থিতিতে জেরবার অবস্থা শিবমন্দির আঠারোখাইয়ের সূর্য সেনপল্লির বাসিন্দাদের। প্রায় ২ বছর ধরে এমন অবস্থার মধ্যেই রয়েছেন এলাকাবাসী। গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিও-কে আবেদন জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে রবিবার অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই এলাকাতেই প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়ের বাড়ি। এলাকার পরিস্থিতি কতটা খারাপ, তা দেখাতে দিলীপ রায়কে ডেকে আনেন বাসিন্দারা। তাঁর সামনেই গ্রাম পঞ্চায়েতের উদাসীনতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকাবাসী।

এরপরই দিলীপ বাসিন্দাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘আমি এর সুরাহা করার চেষ্টা করছি। দরকার হলে জেলা শাসককে জানাব।’ এদিকে, মাটিগাড়া ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলছেন, ‘সমস্যার বিষয়টি আমার কানেও এসেছে। আমিও দেখে ব্যবস্থা নেব।’

আঠারোখাইয়ে বিডিও অফিসের উলটোদিকে রেললাইনের দক্ষিণে সূর্য সেনপল্লি। রবিবার ওখানে গিয়ে দেখা গেল, নর্দমা উপচে রাস্তায় জল থইথই করছে। সেই জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে একটি মিষ্টির দোকানের কারখানার ছানার জল। ফলে দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। এলাকার বাসিন্দা দুর্লভ ঘোষের কথায়, ‘এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। আগে রেললাইন এবং রাস্তার মাঝবরাবর কাঁচা নর্দমা ছিল। তখন জল যেত। নভেম্বর মাসে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে ২ লাখ ৩৮ হাজার টাকা ব্যয়ে নর্দমা পাকা করা হয়। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে অর্ধেক নর্দমা পাকা করায় জল আটকে থাকছে। রাস্তায় জল উপচে পড়ছে। এ নিয়ে বিডিও এবং প্রধানকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি।’

নয়ন বিশ্বাস নামে এক বাসিন্দার কথায়, ‘আমরা প্রধানকে জানিয়েছিলাম। প্রধান এসে দেখে গিয়েছেন। কিন্তু সমাধান হল কোথায়?’

এদিকে, আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ বলেন, ‘আজকে লেবার দিয়ে নর্দমা কেটে অস্থায়ীভাবে জল বের করে দেওয়া হয়েছে।’ তবে কেন অর্ধেক নর্দমা পাকা করা হয়েছে, তার উত্তর দিতে পারেননি প্রধান। এমনকি সমস্যার সমাধান কবে হবে, তা বলতে পারেননি তিনি।

এমন পরিস্থিতিতে বাসনা ঘোষ নামে আরেক বাসিন্দা বলছেন, ‘এভাবে থাকা যায় না। ঘর থেকে বের হতে পারি না। দুর্গন্ধে থাকতে পারি না।’

ঘুড়ি ওড়ানোয় ব্যস্ত।। আলিপুরদুয়ার শহরের দ্বীপচর এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সুইসাইড নোট ঘিরে রহস্য

মহানন্দা ক্যানালে ঝাঁপ ব্যবসায়ীর

সৌরভ রায় ও শমিদীপ দত্ত

ফাঁসিদেওয়া ও শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রবিবার সকালে মনোজকুমার ডালমিয়া নামে শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানের এক পাইকারি স্টেশনারি ব্যবসায়ী মহানন্দা ক্যানালে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশীরামজোত এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে এসে কেন এমন কাণ্ড ঘটালেন, তা নিয়ে রহস্য বাড়ছে। তাঁর স্কুটার থেকে পাওয়া সুইসাইড নোট ঘিরেও রহস্য দানা বাঁধছে। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া চিরকুটে ‘জাস্টিস ফর সিস্টার’ লেখা রয়েছে। একথা কেন লেখা আছে, সে বিষয়ে পরিবারের কেউ মুখ খুলতে চাননি। রবিবার মহানন্দা ক্যানালে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়েও তাঁর হদিস পায়নি ডিএমজি (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ)। এদিকে, ঠিক কী কারণে তিনি ক্যানালে ঝাঁপ দিলেন, তা স্পষ্ট হয়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪৮ বছরের ওই ব্যবসায়ী শিলিগুড়ির ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লির বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে খবর, সকালে কাশীরামজোত এলাকায় মহানন্দা ক্যানালের ধারে নিজের স্কুটার দাঁড় করান মনোজ। ওই ব্যবসায়ী একটি সুইসাইড নোট লিখে মোবাইলের মাধ্যমে স্ত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপ করেন। এরপর মোবাইল এবং সুইসাইড নোট স্কুটারের ডিকিতে রাখেন। এরপরই ক্যানালে ঝাঁপ দেন। বেশ কিছুক্ষণ তাঁকে হাত-পা ছুড়ে বাঁচার চেষ্টা করতে দেখেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ফাঁসিদেওয়ার ওসি সুদীপ বিশ্বাস। তদন্তে নেমে পুলিশ ওই ব্যবসায়ীর স্কুটার থেকে একটি মোবাইল ফোন, দোকানের চাবি এবং সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক কোনও সমস্যার কারণে মানসিক অবসাদ থেকেই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যদিও পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, তাঁর কোনও সমস্যা ছিল না।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আজাদ আলি বলেন, ‘প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে জলে তলিয়ে যেতে দেখলেও প্রবল স্রোত থাকায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে বোট নামিয়ে ক্যানালে ডিএমজি কর্মীরা চিরুনি তল্লাশি চালান।’ তবে, ক্যানালে জলের স্রোত বেশি থাকায় সন্ধ্যা পর্যন্ত দেহ উদ্ধার সম্ভব হয়নি বলে জানান ডিএমজি-র তরফে প্রফুল্ল সিংহ। তিনি বলেন, ‘সোমবার সকাল থেকে ফের নতুন করে তল্লাশি শুরু হবে।’

এদিকে, খবর পেয়ে স্ত্রী রিয়া ও ছেলে জয় সহ আত্মীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। তাঁর এক ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছে। তাঁর আত্মীয় রমেশকুমার ডালমিয়া বলছেন, ‘আমরা কিছুই বলতে পারছি না।’

মিলনপল্লির বাসিন্দা সুনন্দা মাহাতো বলছিলেন, ‘ওনার মেয়ে দুইদিন পরেই সিবিএসই-র পরীক্ষা দেবে। আমার মেয়ের সঙ্গে ওনার মেয়ে একই স্কুলে পড়ে। কি যে হল বুঝতে পারছি না।’

নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, ‘আজ সকাল ৯.৩০টা নাগাদ শিলিগুড়ির মনোজকুমার ডালমিয়া নামে এক ব্যক্তি মহানন্দা নদীর খালে আত্মহত্যা করেন। একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে, যেখানে ওই ব্যক্তি তাঁর বোনের জন্য ন্যায়বিচারের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।’

- মনোজকুমার ডালমিয়া নামে এক ব্যবসায়ী সুইসাইড নোট লিখে মোবাইলের মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপ করেন
- তারপর মোবাইল এবং সুইসাইড নোট স্কুটারের ডিকিতে রাখেন
- এরপরই তিনি ক্যানালে ঝাঁপ দেন

মোমবাতি মিছিল

বাগডোগরা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মাটিগাড়ার শিমুলতলার ১৫ বছরের নাবালকের স্মরণে রবিবার সন্ধ্যায় মোমবাতি মিছিল করেন এলাকাবাসী। মাটিগাড়ার বাসিন্দা রতন রায় বলেন, ‘সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শিমুলতলা থেকে মিছিল শুরু হয়ে খাপরাইল রোড ধরে শিমুলতলায় শেষ হয়। মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ মানুষ অংশ নেন।’ গত ৭ ফেব্রুয়ারি ওই নাবালককে অপহরণ করে সুকনার জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে তার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

কর্মীসভা

গোয়ালপোখর, ১৫ ফেব্রুয়ারি : গোয়ালপোখরের বড় পাটনায় রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করেন প্রাক্তন জেলা পরিষদ সভাধিপতি আলেমা নুরি। বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানিও। এদিকে, রবিবার গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর এলাকায় কর্মীসভার আয়োজন করে কংগ্রেস। এই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর।

শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ি কেশরডোবায় কংক্রিটের রাস্তার শিলান্যাস করা হয়। রবিবার খড়িবাড়ি কেশরডোবায় অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের আর্থিক আনুকূল্যে এবং মহকুমা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ব্যয়ে ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস করেন মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ।

পথসভা

চোপড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর-এ হয়রানির অভিযোগে চোপড়া অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার বিকালে ধিক্কার মিছিল ও পথসভা করা হয়। এদিন চোপড়া হাইস্কুল মাঠ থেকে মিছিল সদর এলাকা পরিক্রমা করে। এরপর বিদ্রোহী মোড়ে একটি পথসভা করা হয়।

মোদির চিঠি নিয়ে বাড়ি বাড়ি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ না হলেও ’২৬-এর ভোটে নজর রেখে প্রস্তুতি তুঙ্গে ডান-বাম প্রতিটি রাজনৈতিক দলের। জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা নানাভাবে। ওই লক্ষ্যেই পদ্ম শিবিরের নেতারা গৃহ সম্পর্ক অভিযানে নেমেছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁরা পা রাখছেন বিরোধী দলের সমর্থকদের বাড়িতেও। কর্মসূচিতে বিজেপির হাতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর। পরিবারের সদস্যদের হাতে প্রধানমন্ত্রীর সই করা চিঠি তুলে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা বিজেপি কী কী উন্নয়ন করেছে, সেই ফিরিস্তি যথারীতি থাকছে। বাদ থাকছে না রাজ্যের বর্তমান দুরবস্থার কথাও। রবিবার ছুটির দিনে এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে দেখা গিয়েছে শহরের ১৯, ২০ ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়িগুলিতে পা রাখতে। বলছেন বিকশিত পশ্চিমবঙ্গের কথা। তিনি বলেন, ‘প্রতিটি বাড়িতেই প্রধানমন্ত্রীর চিঠি সহ একটি প্রচারপত্র পৌঁছে দিচ্ছি। রাজ্যের ভবিষ্যৎ রক্ষার লক্ষ্যে বিজেপিকে জয়ী করার আবেদনও জানাচ্ছি।’ মোদির সই করা চিঠি হাতে প্রচারে ঝাঁপালেও ভোটের ময়দানে বিশেষ সুবিধা করত পারবে না বিজেপি, দাবি করছে তৃণমূল।

ভোট আবহে পদ্ম শিবির সাধারণ মানুষের মন বুঝতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। তার মধ্যে অন্যতম গৃহ সম্পর্ক অভিযান। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় চলছে এই কর্মসূচি। বুথ স্তরের নেতৃত্বকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ দায়িত্ব। নিজেদের মতো করে দায়িত্ব ভাগ করে তাঁরা নিয়মিত আমজনতার বাড়ি যাচ্ছেন। প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সই করা চিঠি। সেইসঙ্গে সবিস্তারে তুলে ধরা হচ্ছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের উন্নয়ের খতিয়ান। অভিযোগ আকারে রয়েছে, একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্যের অসহযোগিতার প্রসঙ্গও। পাশাপাশি, তৃণমূল সরকারের সময়কালে ঘটা একাধিক দুর্নীতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কর্মসূচি শেষ করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিদিন গড়ে ২০টি বাড়িতে পা রাখতে হচ্ছে বুথ স্তরের নেতাদের। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, ‘আমরা বছরভর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলি। তবে বর্তমান সময়ে নতুন করে অভিযান চলছে। প্রধানমন্ত্রীর কাজগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছি। বাম ও তৃণমূল মনোভাবাপন্ন পরিবারের কাছেও আমরা যাচ্ছি।’ কটাক্ষের সুর চড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলার চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্সরাল বলেন, ‘শুধু চিঠি কেন, মোদিজি নিজে গেলেও বাংলার মানুষের ভোট পাবে না। সাধারণ মানুষ জানে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কে দিচ্ছে। যুবদের কথা কে ভাবছে।’ বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা ও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলছেন, ‘এতে আখেরে কী হবে? এটা বিজেপির নির্বাচনি স্টান্ট মাত্র।’

আমরা বছরভর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলি। প্রধানমন্ত্রীর কাজগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছি। বাম ও তৃণমূল মনোভাবাপন্ন পরিবারের কাছেও আমরা যাচ্ছি।

অরুণ মণ্ডল, সাংগঠনিক জেলা সভাপতি, বিজেপি

পথ দুর্ঘটনা

খড়িবাড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ি-বাগডোগরা ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় আহত হলেন এক ডাম্পারচালক। শনিবার গভীর রাতে বাতাসি শিমুলতলা এলাকায় ডাম্পারটি নকশালবাড়ির দিকে যাওয়ার সময় উলটোদিক থেকে আসা একটি পণ্যবাহী ট্রাককে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর পণ্যবাহী ট্রাকটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গভীর রাতে হঠাৎ বিকট শব্দ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখেন একটি ডাম্পারের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে রয়েছে। ভিতরে আটকে রয়েছেন চালক। প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পরে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় আহত চালককে উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত চালককে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। পুলিশ পলাতক ট্রাকটির খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে।

নতুন শ্মশান

নকশালবাড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ভোটের আগে শ্মশানের উদ্বোধন করল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। রবিবার নকশালবাড়ি ও মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে নির্মিত তিনটে শ্মশানের উদ্বোধন করেন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এর মধ্যে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের রকমজোত এলাকায় একটি শ্মশানঘাটের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এরপর নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফাকনাজোত সংসদে মানঝা নদীর তীরে দুটি শ্মশানঘাটের উদ্বোধন করা হয়।

অরুণ ঘোষ বলেন, ‘গোটা নকশালবাড়ি ব্লকে মোট পাঁচটি শ্মশানঘাটের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই জন্য মোট ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।’

বৈঠক

চোপড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি : হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চূড়ামন এলাকায় রবিবার ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্বের উপস্থিতিতে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। দলের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলছেন, ‘নির্বাচনের আগে এলাকায় সংগঠন চাঙ্গা করতে আজ চূড়ামন এলাকায় বৈঠক ও কমিটি গঠন করা হয়।’

SBI The banker to every Indian

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
স্থানীয় প্রধান কার্যালয়, কলকাতা, সমৃদ্ধি ভবন, ব্লক-বি, ৯ম তল, ১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

প্রশাসনিক কার্যালয় এবং এসবিআইএলডি, শিলিগুড়ি নির্মাণের জন্য জমি সরাসরি ক্রয়

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, শিলিগুড়িতে তাদের প্রশাসনিক কার্যালয় এবং এসবিআইএলডি নির্মাণের জন্য ৩ একর থেকে ৪ একর ফ্রি হোল্ড জমি সরাসরি ক্রয়ের জন্য বৈধ জমির মালিক/পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (পিওএ)-ধারীদের কাছ থেকে দুই-বিড ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল বিড ও প্রাইস বিড) সিলকরা টেন্ডার আহ্বান করছে। ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in>>> SBI IN THE NEWS-এর অধীনে "Procurement News" থেকে আবেদনকারীরা আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে পারেন বা ব্যাঙ্কের অফিসের কাজের সময়ের মধ্যে ১৬.০৩.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত পরিসর ও সম্পদ বিভাগ, ৯ম তল, ব্লক-বি, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্থানীয় প্রধান কার্যালয়, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানা থেকেও সেটি সংগ্রহ করতে পারেন। আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ ১৭.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক যে কোনও বা সকল আবেদন কোনও কারণ না দেখিয়েই গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছে।

তারিখ : ১৬.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা

সহায়ক মহাপ্রবন্ধক (পরি. ও স.)
এসবিআই, স্থা. প্র. কা., কলকাতা

TECHNO INDIA GROUP WORLD SCHOOL SILIGURI
A Satyam Roychowdhury Initiative

HOLISTIC DEVELOPMENT, REIMAGINED.

ALL GIRLS' DAY-BOARDING & RESIDENTIAL SCHOOL FOR THE WOMEN OF TOMORROW

2026-27 ADMISSIONS OPEN
Nursery to IX & XI | CBSE-Affiliated

Scan to Know More

TECHNO INDIA GROUP WORLD SCHOOL, SILIGURI | Himachal Vihar, Near SJDA Office, Matigara, Siliguri 734010. | 97330 18000 | tigworldschools.com/siliguri

বাইসনের হানায় ডুয়ার্সে মৃত্যু বৃদ্ধার

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বাইসনের হামলায় মৃত্যু হল বছর ষাটের মিসেম রাভা নামে এক বৃদ্ধার। আহত হয়েছেন তাঁর স্বামী মোহন রাভা। তবে গাছের আড়ালে লুকিয়ে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন তিনি। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বাইরিগুড়ির রাভাবস্তি এলাকায়। পরিবার ও গ্রামবাসীর দাবি, শুয়োরের জন্য কচু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাইসনের হামলার মুখে পড়ে যান ওই বৃদ্ধ দম্পতি। তবে বন দপ্তর মনে করছে, জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেসময়েই বাইসন হামলা করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ১০টার পর বাড়ি থেকে বের হন বৃদ্ধ দম্পতি। সিকিয়াঝোরা নদী পার করতেই গরমবিটের জঙ্গলে বাইসনের মুখে পড়ে যান তাঁরা। বাইসনের হামলায় বৃদ্ধার মুখের সামনে গুরুতর আঘাত লাগে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চোখের সামনে স্ত্রীর মৃত্যু দেখে হতভম্ব হয়ে যান মোহন। এই বিষয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের দমনপুর ইস্ট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রঞ্জিতকুমার কর বলেন, ‘গরমবিট এলাকায় বাইসনের হামলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

মৃতের বাড়ির সামনে গ্রামবাসীর জটলা। রবিবার।

উত্তর বাইরিগুড়ি রাভাবস্তি সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে সিকিয়াঝোরা নদী। নদীর গা ঘেঁষেই বক্সা বন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল দশটার পর বাড়ি থেকে বের হন তাঁরা। শীতকালে নদীর জল কম থাকায় হেঁটেই নদী পার হন। তারপরই বাইসনের সামনে পড়ে যান তাঁরা। মোহন প্রথমে একটি বাইসনকে তেড়ে আসতে দেখেন। বাইসনের গুঁতোয় তিনি কোমরে আঘাত পান। তবে গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলে বাইসন কিছু করে উঠতে পারেনি। বাইসনটি পিছন ঘুরতেই বৃদ্ধা মিসেম রাভা সামনে পড়ে যান। বৃদ্ধার মুখের সামনে গুরুতর আঘাত করলে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বাইসন এলাকা ছাড়তেই মোহন ছুটে গিয়ে বাড়ির লোকজনকে বিষয়টি জানান। তারপর পরিবার ও প্রতিবেশীরা আহত বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃদ্ধার ছেলে জিতেন রাভা বলছেন, ‘জঙ্গল ঢোকার আগেই বাইসন হামলা করলে মা গুরুতর আঘাত পান। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়। আর বাবার কোমরে আঘাত লেগেছে।’

পাহাড়ে দলের ঐক্যে জোর মঙ্গল পান্ডের

তিন কেন্দ্রে জয়ের লক্ষ্য

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : পাহাড়ের তিনটি কেন্দ্রে পদ্মফুল ফোটাতে হবে, স্পষ্ট করে দিলেন বিজেপির তরফে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে। বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রবিবার তিনি দলের পাহাড় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন দার্জিলিংয়ে। বৈঠকে জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি তিন বিধানসভার মণ্ডল কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। নতুন কমিটিতে জায়গা না পেয়ে যাঁরা কার্যত বসে গিয়েছেন, তাঁদেরও এদিন বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। পুরোনোদের মধ্যে যে নতুন কমিটি নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে, তা আঁচ করতে পেরেই এদিন মঙ্গল নতুন ও পুরোনো মিলে কাজ করার কথা বলেছেন। কিন্তু কার্সিয়াং সমস্যার সমাধান কোন পথে, তা স্পষ্ট হয়নি।

আদি-নব্য দ্বন্দ্ব রয়েছে পাহাড়েও, দার্জিলিংয়ে পা রেখে টের পেলেন মঙ্গল পান্ডে। নতুন কমিটিতে জায়গা না পেয়ে পুরোনোদের অনেকেই যে দলের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলেছেন, সেই খবর অনেকদিন আগেই পৌঁছেছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। যে কারণে মঙ্গল পাহাড়ে ওঠার আগে বৈঠকে থাকার কথা বলা হয়েছিল পুরোনোদের। কিন্তু অনেকেই উপস্থিত ছিলেন না। বৈঠকে গরহাজির কিশোর সিং বলছেন, 'বৈঠকে ডাকলেও যেতে পারিনি। নতুনদের নিয়ে কমিটি হয়েছে। আমরা দলীয় কাজ করছি। তবে সংগঠন শক্তিশালী করা প্রয়োজন।' বৈঠকে উপস্থিত পাহাড়ের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি কল্যাণ দেওয়ান বলেন, 'তিনটি বিধানসভাতে সংগঠন শক্তিশালী রয়েছে। আমরা জেতার জন্য লড়াই করব।' বৈঠকে দেখা যায়নি কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মাকে। এবছর বিজেপির হয়ে ভোটের ময়দানে নেই, তা ইতিমধ্যে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। দলীয় সূত্রে খবর, বৈঠকে কার্সিয়াং নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই কেন্দ্রে প্রার্থীর বিষয়টি নিয়েও কথা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র রাজু বিস্ট বলেন, 'আমি সাংসদ। দল ঠিক করবে কাকে প্রার্থী করা হবে।' বৈঠকে ছিলেন না রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। তাঁকে ডাকা হয়নি বলে তাঁর অফিস সূত্রে বলা হয়েছে।

স্থানীয় অন্য দলগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের কাছে তুলে ধরেন অনেকেই। তাঁদের বক্তব্য, স্থানীয় দলকে গুরুত্ব দেওয়ায় টিকিট থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অনেকেই দল ছেড়ে দিয়েছেন। পাহাড়ে বিজেপির ৪৭টি মণ্ডল রয়েছে। বিধানসভা ভোট দোরগোড়ায় থাকলেও, অনেক জায়গায় কমিটি গঠন হয়নি। যদিও নেতৃত্বের দাবি, প্রত্যেক মণ্ডলে কমিটি রয়েছে। অনেকেই প্রকাশ্যে আসতে চান না বলে দাবি করেছেন রাজ্য বিজেপির সদস্য মনোজ দেওয়ান। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'পাহাড়ের তিনটি আসনে জয়ের জন্য নামতে প্রস্তুত সকলে।'

- আদি-নব্য দ্বন্দ্ব কাটিয়ে পাহাড়ে তিনটি আসন দখলে লড়াইয়ের বার্তা মঙ্গল পান্ডের
- পুরোনোদের অনেকে পান্ডের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না, গরহাজির বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা
- কার্সিয়াং সমস্যার সমাধান কোন পথে, বিষ্ণুর অবর্তমানে প্রার্থী কে স্পষ্ট হয়নি বৈঠকে

চলমান জীবন

পড়ন্ত বিকালে ইসলামপুরের রহতপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের ক্যামেরায়।

ওদলাবাড়ির শিশু উদ্ধার পূর্ণিয়ায়, ধৃত ৩

আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের হদিস

ওদলাবাড়ি ও মালবাজার, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ওদলাবাড়ি থেকে অপহৃত ছয় বছরের এক শিশুকে বিহারের পূর্ণিয়া থেকে উদ্ধার করে মাল থানার পুলিশ আন্তর্জাতিক শিশু পাচারচক্রের পর্দা ফাঁস করল। গত বৃহস্পতিবার ওদলাবাড়ির হিন্দি স্কুল কলোনি থেকে নিখোঁজ হওয়া শিশুটিকে উদ্ধার করার পাশাপাশি পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার মাল থানায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসডিপিও রোশন প্রদীপ দেশমুখ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সবার সামনে তুলে ধরেন। এই পাচারচক্রটি কেবল শিশু পাচার নয়, বরং অঙ্গ পাচারের মতো ভয়ানক কারবারেও জড়িত বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ঘটনার সূত্রপাত। ওদলাবাড়ির হিন্দি স্কুল কলোনির বাসিন্দা দুর্গা ও বাইজু সাহানির ছয় বছরের পুত্রসন্তান ভরদুপুরে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও শিশুটির হদিস না পেয়ে শনিবার মাল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়েই পুলিশ দ্রুত তদন্তে নামে। ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ওদলাবাড়ির চুইয়া বস্তি এলাকা থেকে দুর্গা সাহানির দূরসম্পর্কের আত্মীয় প্রিয়াংকা খাতুন ওরফে পিংকি এবং কুণাল কুমার নামে এক দম্পতিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। শিশুটিকে অপহরণ

করে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার সুরেশ সিং নামে এক দাগি আসামির কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে টানা জেরার মুখে তারা স্বীকার করে।

তদন্তে জানা যায়, পিংকি শিশুটিকে বিরিয়ানির প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর শিলিগুড়ি হয়ে তাকে বিহারের পূর্ণিয়াতে পৌঁছে দেওয়া হয়। সুরেশের সঙ্গে এই দম্পতির ৪০ হাজার টাকায় রফা হয়েছিল, যার মধ্যে ৩০ হাজার টাকা পিংকি ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশি অভিযানে পিংকির বাড়ি থেকে সেই টাকার একটি বড় অংশ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার রাতেই তদন্তকারী অফিসার গোলাম রসুলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ দল পূর্ণিয়া পৌঁছায়। সেখানকার কেহাট থানার পুলিশের সহযোগিতায় সুরেশ সিংয়ের হেপাজত থেকে শিশুটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

এসডিপিও জানান, ধৃত সুরেশ সিং একজন দাগি অপরাধী এবং এর আগেও একাধিক পাচার সংক্রান্ত মামলায় তার নাম জড়িয়েছে। পাচারকারীরা শিশুটিকে রাজস্থানের যোধপুর হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার ছক কষেছিল বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখনই সমস্ত তথ্য খোলসা করতে চায়নি। ধৃত সুরেশকে ট্রানজিট রিমান্ডে মালবাজারে নিয়ে আসা হয়। ধৃতদের সোমবার জেলা আদালতে পেশ করে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হবে। উদ্ধার হওয়া শিশুকে আপাতত মাল থানার সেফ হাউসে রাখা হয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী তাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির (সিডব্লিউসি) হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মেডিকেলে 'ঘুষ' নিয়ে নিয়োগ

সুপারস্পেশালিটি ব্লকে অনিয়ম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে টাকার বিনিময়ে ফের অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর, দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকার বিনিময়ে নতুন নিয়োগ করা হচ্ছে। এদিকে, বর্তমানে যে সংস্থা কর্মী নিয়োগ করে চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত বরাত রয়েছে তাদের। এরই মধ্যে নতুন করে টেন্ডার করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সেখানে কর্মীসংখ্যা কমিয়ে ১৭৬ থেকে ১৩০ করা হয়েছে। সেই সময়ই টাকার বিনিময়ে কর্মী নিয়োগ করতে করতে অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২০০-তে পৌঁছে গিয়েছে বলে খবর। যদিও টাকার বিনিময়ে কর্মী নিয়োগের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নিয়োগকারী সংস্থার এক আধিকারিক।

সংস্থার এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক মিঠু সাহা এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। মেডিকেলের অতিরিক্ত সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এই ধরনের নিয়োগ নিয়ে কোনও অভিযোগ পাইনি। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেব।'

মেডিকেলে ২০২২ সাল থেকে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে কয়েকটি বহির্বিভাগ চালু হয়। সেখানে বর্তমানে এমআরআই, এক্স-রে, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি, সিসিইউ স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু সুপারস্পেশালিটি একটি বিভাগও এখানে চালু হয়নি। অথচ এখানে প্রথম থেকেই ১৭৬ জন অস্থায়ী কর্মীকে নিয়োগ করে নিরাপত্তারক্ষী এবং সাফাইকর্মী হিসাবে কাজ করানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএমএসসিএল) সরাসরি এই নিয়োগ করেছে। অভিযোগ, যতগুলি বিভাগ এখানে চালু হয়েছে সেগুলি সাফাই এবং নজরদারির জন্য খুব বেশি হলে ৬৫-৭০ জন কর্মী প্রয়োজন। অথচ এখানে দ্বিগুণেরও বেশি কর্মী নিয়োগ করে কার্যত বসিয়ে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির বক্তব্য, বর্গফুট হিসাবে কর্মী নিয়োগের হিসাব হয়। সেই হিসাবেই এখানে সব মিলিয়ে ১৭৬ জন নিয়োগ হয়েছে। যদিও প্রথম থেকেই মোটা টাকার বিনিময়ে এখানে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, বর্তমান বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির মেয়াদ মার্চ মাসে শেষ হচ্ছে। এপ্রিল থেকে ডব্লিউবিএমএসসিএলের তরফে নতুন এজেন্সিকে বরাত দেওয়া হবে। সেইজন্য যে টেন্ডার ডাকা হয়েছে সেখানে ১৩০ জন কর্মীর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর্তারা এখানকার সুপারস্পেশালিটি ব্লকে চালু হওয়া বিভাগের হিসাব কষেই কর্মীসংখ্যা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটা স্পষ্ট।

অথচ এখনও টাকার বিনিময়ে লোক নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। সুশ্রুতনগরের বাসিন্দা অপর কর্মীর বক্তব্য, 'টাকা নিয়ে নিয়ে লোক ঢোকানো হচ্ছে। দেড়, দু'লক্ষ টাকা ঘুষ দিলেই এখানে কাজ মিলছে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেডিকেল সুপার অফিসের এক আধিকারিক বলেন, 'আগামী এপ্রিল মাস থেকে কর্মী সংখ্যা কমে ১৩০ জন করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বর্তমানে ১৭৬ জন কর্মী তো আছেনই, প্রতিনিয়ত আরও লোক নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাহলে এর পরে যে কর্মীরা ছাঁটাই হবেন, তাঁরা তো গণ্ডগোল শুরু করবেন। তার জেরে আদতে হাসপাতালের রোগী পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটবে। তাই এখনই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়টি গুরুত্ব সহ দেখা প্রয়োজন।'

- মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে টাকার বিনিময়ে কর্মী নিয়োগ
- দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকার বিনিময়ে নিয়োগ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ
- এই নিয়োগের ফলে কর্মীসংখ্যা ১৭৬ থেকে বেড়ে প্রায় ২০০-তে পৌঁছে গিয়েছে বলে খবর

এই ধরনের নিয়োগ নিয়ে কোনও অভিযোগ পাইনি। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেব।

নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়

অতিরিক্ত সুপার, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

চোপড়ায় পুলিশের সঙ্গে বিবাদ যুবসাথীর নথিভুক্তিতে

লাইনে বিজেপি নেতা

শিবিরে সাময়িক উত্তেজনা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যজুড়ে বাংলার যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে রবিবার থেকে। চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এদিন থেকেই ফর্ম জমা নেওয়াও শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা ও উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় প্রথম দিন ফর্ম নেওয়ার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন মাধ্যমিক পাশ তরুণ-তরুণীরা। শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকে ২টি করে মোট ৮টি শিবির করা হয়েছে। অন্যদিকে, চোপড়াতেও শিবির করা হয়েছে।

এদিন চোপড়া বিডিও অফিসের শিবিরে এসে বাইক রাখাকে কেন্দ্র করে এক তরুণ পুলিশের সঙ্গে বচসা থেকে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। পরে তরুণকে আটক করে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিডিও অফিসের বাইরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি বলেন, 'সুষ্ঠুভাবে প্রত্যেকের আবেদন জমা নেওয়া হয়েছে।' ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, যুবসাথী প্রকল্পে মোট আবেদন পড়েছে ১৭৫৬টি। এছাড়াও চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার এক হাজার বাসিন্দা খেতমজুরের কাউন্টারে আবেদন জমা করেছেন।

খড়িবাড়িতে এদিন মোট ১২৭৬ বেকার তরুণ-তরুণী আবেদনপত্র জমা করেন। তবে খড়িবাড়ি হাইস্কুলে আয়োজিত ক্যাম্পে আবেদনপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ দেখা যায়। ডোহাগুড়ির তরুণ রথিন মণ্ডলের অভিযোগ, আবেদনপত্র জমা করার পর রিসিভড কপিতে আবেদনকারীর নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা অফিশিয়াল সিল দেওয়া হয়নি। এমনকি রিসিভড কপিতে কোনও আধিকারিকের সইও নেই। খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউকে অভিযোগ জানানো হলে তিনি কর্তব্যরত যুব কল্যাণ দপ্তরের কর্মীদের রিসিভড কপিতে সই করা ও সিল দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারপরও রিসিভড কপিতে সই ও সিল দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে, বাগডোগরায় প্রথম দিন যুবসাথীর জন্য ৯৬৮টি আবেদন জমা পড়ে।

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বাঘা যতীন পার্কের তখন তরুণ-তরুণীদের লাইন। হঠাৎ সেখানে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল প্রাক্তন বিজেপি জেলা সভাপতি তথা কাউন্সিলার অরুণ সরকার। এদিকে, সে সময় ক্যাম্প পরিদর্শনে বাঘা যতীন পার্কে হাজির হন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। প্রবীণ বিজেপি নেতাকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসেন তিনি। বিজেপি নেতার শারিরীক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর হাতে যুবসাথীর ফর্ম তুলে দেন। রবিবার এমনই রাজনৈতিক সৌজন্যতার ছবি দেখল শহর শিলিগুড়ি।

অরুণ রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বাড়িতে বেশ কয়েকজন শিক্ষিত বেকার রয়েছে, তাঁদের জন্য ফর্ম নিতে এসেছি।'

এদিন হাকিমপাড়ার বাসিন্দা অভিজিৎ রায়ও দাঁড়িয়েছিলেন লাইনে। স্নাতক হয়ে গৃহশিক্ষকতা করেন

শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে যুবসাথীর ক্যাম্পে লাইন। রবিবার। -সূত্রধর

তিনি। অভিজিৎ বলেন, 'কাজ নেই। যুবসাথীর সুবিধা পেলে অনেকটাই উপকৃত হব।' শুধু এই দুজনই নন, শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন গ্রামগুলিতে এদিন ভিড় উপচে পড়েছিল। কেউ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েও সুবিধা ছাড়তে নারাজ, আবার কেউ হাতখরচের জন্য এই টাকার ওপর ভরসা করছেন। শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন ঝন্টু দাস। এখন কার্যত বেকার। শক্তিগড়ের রবীন্দ্র মঞ্চ থেকে ফর্ম তুলেছেন ঝন্টু। জানালেন, ২০১১ সালে ইতিহাসে স্নাতক হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও বিএড করেছেন। আক্ষেপের সুরে বললেন, '২০১৬ সালের পর আর এসএসসি নিয়ে নিয়োগ হল না। চরম দুর্নীতি হল। আমার প্রজন্মের সকলের স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাড়ির সামনের ছোট দোকানে সংসার চলে না, তাই বেকার ভাতা নিতে লাইনে দাঁড়িয়েছি।'

সদ্য কলেজ পাশ করা জ্যোতি কর্মকার বলেন, 'চাকরির পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ করতে অনেক খরচ। সেই টাকা অন্তত এই ১৫০০ টাকার ভাতা থেকে উঠে আসবে। কিন্তু চাকরি আদৌ হবে কি না জানি না।'

এই ভিড় নিয়ে এখন তুঙ্গে রাজনৈতিক তর্জা। বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'মানুষ কাজ চান। উপায় না পেয়ে ভাতার লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। আমরা ক্ষমতায় এলে কাজ দেব।' তবে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'যুবসমাজের অগ্রগতিকে তরান্বিত করার জন্য এই প্রকল্প। এটি যুবসমাজকে আরও শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করবে।' জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, এদিন জেলায় ৭৮০০টি আবেদন জমা পড়েছে। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকায় হাজার ফর্ম বিলি হয়েছে।

একাকী।। *সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির প্রীতম দে।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নিকাশিনালা তৈরিতে দুর্নীতির অভিযোগ

খড়িবাড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : নিকাশিনালা তৈরির ভিত্তিপ্রস্তর বোর্ড অনুযায়ী নির্ধারিত দৈর্ঘ্য পর্যন্ত কাজ না হওয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। বুড়াগঞ্জ পঞ্চায়েত প্রধান অনীতা রায়ের দাবি, দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন। কাজ করার সময় স্থানীয়দের মতামতের ভিত্তিতে শিডিউলের অতিরিক্ত কাজ করা হয়েছে।

খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের থানঝোরা চা বাগানের ৩ নম্বর লাইনে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আর্থিক বরাদ্দে ৩ লক্ষ ১ হাজার ১৬৪ টাকা ব্যয়ে গত বছর নভেম্বর মাসে একটি নিকাশিনালার কাজ শুরু হয়। শিডিউল অনুযায়ী নিকাশিনালাটি কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে ঢেকে দেওয়ারও কথা। কাজ শুরুর জন্য ভিত্তিপ্রস্তরের বোর্ড অনুযায়ী নিকাশিনালাটি

অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রধানের দাবি

স্থানীয় রাজেশ ওরাওঁয়ের বাড়ি থেকে রাজকুমার দাসের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৮৪ মিটার হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে রাজেশ ওরাওঁয়ের বাড়ি থেকে কাজটি শুরু করা হয়নি। রাজেশ ও রাজকুমারের বাড়ির মাঝখান থেকে কাজ শুরু করা হয়। নিকাশিনালাটি প্রায় ৫৪ মিটার করেই কাজ শেষ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয়দের দাবি, শিডিউল ও ভিত্তিপ্রস্তর বোর্ড অনুযায়ী কাজটি শেষ করা হোক। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

এদিকে, নিকাশিনালার দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসতেই সরব বিজেপি। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কল্যাণ প্রসাদের কটাক্ষ, 'তৃণমূল ঠিকাদারদের কাছ থেকে কাটমানি নিয়ে কোথাও নিম্নমানের কাজ করছে আবার কোথাও বোর্ড বা শিডিউল অনুযায়ী কম কাজ করছে। আমরা চাই অবিলম্বে শিডিউল অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ কাজ করা হোক।' তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ পালটা বলেন, 'দুর্নীতি হয়ে থাকলে প্রশাসন তদন্তপূর্বক ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ করুক।'

নেই নাইট শেলটার, মশার সঙ্গে রাত্রিবাস

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রাত ১১টা বেজে ১৫ মিনিটে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের অন্দরমহলে পা রাখতেই নজরে এল রোগীর পরিজনদের নিশিযাপনের প্রস্তুতির ছবি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আপন মনে টিকিট কাউন্টারের সামনে চাদর পেতে বিছানা তৈরি করছিলেন। কেউ আবার ব্লাড সেন্টারের উলটোদিকে টিনের শেডের নীচে মশারি টাঙাতে ব্যস্ত ছিলেন। কেউ আবার মশা তাড়াতে নানাবিধ কৌশল আঁটছেন। কিন্তু রোগীর পরিজনদের রাত কাটানোর জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হচ্ছে কেন? আসলে জেলা হাসপাতালে রোগীর পরিজনদের রাত কাটানোর জন্য আলাদা কোনও শেলটারের ব্যবস্থা নেই। সেকারণেই যে যার মতো ব্যবস্থা করছেন।

এভাবে খোলা জায়গায় রাত কাটানো খুবই কষ্টকর বলে জানালেন সকলে। শহরের দেশবন্ধুপাড়া এলাকার বাসিন্দা গীতা রায়ের মেয়ে গত সোমবার হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। সেসময় গীতাকে হাসপাতালে রাত কাটাতে হয়েছিল। তাঁর কথায়, 'শীতের রাতে এভাবে খোলা জায়গায় রাত কাটাতে গিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। তার উপর আবার মশার উপদ্রব। মশা তাড়াতে ধুনোর বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। তাতেও খুব একটা সুরাহা হয়নি।' সাহুডাঙ্গির বাসিন্দা ধ্রুব রায়ের স্ত্রী পেটে ব্যথা নিয়ে গত মঙ্গলবার হাসপাতালে ভর্তি হন। স্ত্রী ভর্তি থাকায় হাসপাতালে রাত কাটাতে হয়েছিল ধ্রুবকে। তবে সেই অভিজ্ঞতা তাঁর খুব একটা ভালো নয়। তিনি বললেন, 'কোনও উপায় নেই। তাই বাধ্য হয়ে টিনের শেডের নীচেই আশ্রয় নিতে হয়েছিল।'

প্রতিদিন শহর শিলিগুড়ির পাশাপাশি সংলগ্ন বহু এলাকার বাসিন্দা চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আসেন। অনেককে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের পরিবারের অন্তত একজন সদস্যকে হাসপাতাল চত্বরেই রাত কাটাতে হয়। তবে নির্দিষ্টভাবে নাইট শেলটার না থাকায় নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে রোগীর পরিজনদের। কেউ টিকিট কাউন্টারের সামনে থাকা কংক্রিটের বসার জায়গায় শুয়ে রাত কাটাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার ব্লাড সেন্টারের

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বসে-শুয়ে রাত কাটছে রোগীর পরিজনদের।

উলটোদিকে থাকা প্রতীক্ষালয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন। পৃথক দুটি জায়গাতেই নির্দিষ্টভাবে শোয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও তিনদিক উন্মুক্ত। ফলে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মশার উপদ্রব বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ। সেইসঙ্গে শীতের ঠান্ডা হাওয়ায় আরও বেশি সমস্যা হয়। তবে, বর্ষাকালে অবশ্য সেই সমস্যা আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

তবে শুধু গীতা কিংবা ধ্রুব নন, অন্য রোগীর পরিবারের সদস্যরাও একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তাঁরা সকলেই চাইছেন হাসপাতাল চত্বরে শীঘ্রই নাইট শেলটার তৈরি করা হোক। আশিঘরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ বর্মনের ঠাকুরদা ভর্তি ছিলেন জেলা হাসপাতালে। তিনি বললেন, 'সমস্যা হলেও কোনও উপায় থাকে না। এভাবেই রাত কাটাতে হয়। তবে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যদি নাইট শেলটার তৈরি করে, তাহলে রোগীর পরিবারের সদস্যদের খুব সুবিধা হয়।'

বিষয়টি নিয়ে জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আশ্বাসবাণী শোনালেও স্পষ্ট করে অবশ্য কিছু বলতে পারেনি। হাসপাতাল সুপার চন্দন ঘোষের কথায়, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। এনিয়ে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে আলোচনাও হয়েছে। পরবর্তীতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে চিঠিও পাঠানো হয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই নাইট শেলটার তৈরি করার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত পাওয়া যাবে।'

রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন, হাসপাতাল চত্বরে নাইট শেলটার তৈরি করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই।

ত্রাতা অভিষেক

জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো-তে অংশগ্রহণকারী কাঁথির বাসিন্দা অঙ্কিতা প্রধানের পাসপোর্টের সমস্যা সমাধান করলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল অঙ্কিতার পরিবার।

গ্রেপ্তার মামা

বিয়ে করতে গিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও তার প্রেমিককে আটক করেছিল পুলিশ। ওই ঘটনায় ছাত্রীর মামাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তিনি যুগলের স্কুটারে আগ্নেয়াস্ত্র রেখেছিলেন বলে অনুমান।

ডিজি'র আশ্বাস

বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থার আশ্বাস দিলেন ডিজি পীযূষ পান্ডে। রবিবার শিলদা পুলিশ ক্যাম্পে শহিদ জওয়ানদের স্মরণসভায় তিনি যোগ দেন।

হেপাজতে রাজু

ভোটের আগে গ্রেপ্তার বেলেঘাটার 'ত্রাস' রাজু নস্কর। এক বাসিন্দাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ রাজু ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজুকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গার্হস্থ্য হিংসায় অভিযুক্ত ভিক্টর

সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক অভিযোগ স্ত্রীর, পালটা ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। তাঁর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ তুলেছেন স্ত্রী প্রিয়াঞ্জলি নিয়োগী। শ্বশুরবাড়িতে স্বামী ও শাশুড়ির দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অভিযোগ করেন তিনি। যদিও সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে বিষয়টিকে 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র' বলেছেন ভিক্টর।

নয়ের দশকে ভিক্টরের বাবা গোয়ালপোখরের প্রাক্তন বিধায়ক রমজান আলি এমএলএ হস্টেলে খুন হয়েছিলেন। ভিক্টরের মা তালাত সুলতানা এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হন। তদন্তে উঠে এসেছিল তালাত ও রমজানের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক নুরুল ইসলামের মধ্যে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের কথা। যা সেই সময় রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল ফেলেছিল।

প্রিয়াঞ্জলির অভিযোগ, ২০১০ সালে তাঁর ১৯ বছর বয়সে ৩০ বছরের ভিক্টরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। ভিক্টরের পারিবারিক ইতিহাসের কারণে প্রথম থেকেই তাঁর বাড়ির অমত ছিল। তিনি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর তাঁকে ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী বিয়ের জন্য চাপ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তাঁর নাম পরিবর্তন করে জারা আলি রাখা হয়। তিনি বলেন, 'গর্ভবতী হওয়ার পর অকথ্য অত্যাচারে আমার সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে আমাদের দুই ছেলে হয়।' ফ্ল্যাট কেনার জন্য প্রিয়াঞ্জলির দিদার থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ধার নিয়ে পরবর্তীতে তা ভিক্টরের নামে করে দেওয়ার চাপ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সমস্ত অভিযোগ বেনিয়াপুকুর থানায় জানানোর পরেও কোনওরকম পদক্ষেপ করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত দু'জনের মধ্যে মিউচুয়াল ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত হলেও ভিক্টর একাধিক শর্ত চাপায়। প্রিয়াঞ্জলি বলেন, 'ভোররাতে মারধর করে ঘরে আটকে রেখে কাগজে সই করিয়ে সেটা আদালতে প্রমাণ হিসাবে দেখিয়েছে। আমার সমস্ত গয়না, সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে।' চাকুলিয়ায় বেআইনিভাবে আর্থিক লেনদেন, অসামাজিক কাজকর্ম চালানোর অভিযোগও করেছেন প্রিয়াঞ্জলি। তিনি বলেন, 'এগুলো জেনেই ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে ওকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আমি মুখ খুললে খুন করে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে।' ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরা, মল্লিকার্জুন খাড়গে, শুভঙ্কর সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন তিনি। ন্যায় বিচারের দাবি করেছেন তিনি।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে ভিক্টরের দাবি, 'বিষয়টি বিচারাধীন। আমাদের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা তিন বছর ধরে চলছে। তাহলে হঠাৎ করে এতদিন পরে কেন অভিযোগ?' ভিক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর স্ত্রী দু'টি ভিডিও দেখিয়েছেন। যদিও ভিক্টরের দাবি, এআই-এর যুগে এরকম অনেক কিছুই তৈরি করা হতে পারে।

> ২০২২ সালে ভিক্টরের মা জেল থেকে ছাড়া পেলে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়তে থাকে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি ইসলাম রীতি অনুসরণ করি না। দুজনে মিলেই ফিনাইল খাওয়ানোর চেষ্টাও করেছিলেন।
>
> -প্রিয়াঞ্জলি নিয়োগী

> উনি আমার স্ত্রী। তাই ওঁর বিরুদ্ধে বললে চারিত্রিক অনেক প্রশ্ন উঠবে। কিছুদিন আগেই ওঁকে দেখছিলাম তৃণমূলের হয়ে সমাজমাধ্যমে প্রচার করছিলেন। নির্বাচনের আগে এটা আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার ষড়যন্ত্র।
>
> -আলি ইমরান রমজ

শিকড়ের কারিকুরি... রবিবার কলকাতার ময়দানে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ভাতার লম্বা লাইনে উচ্চশিক্ষিতরাও

যুবসাথীর ফর্ম দিতে শিবির রাজ্যজুড়ে

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রবিবার থেকেই রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে যুবসাথী সহ তিনটি নতুন প্রকল্পের উপভোক্তাদের ফর্ম জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের নতুন সম্ভাব্য উপভোক্তাদের নামও জমা নেওয়া হচ্ছে। এদিন সকাল থেকে নবান্নে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ, কৃষি এবং নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের শীর্ষকর্তারা রাজ্যের বিভিন্ন শিবিরগুলির পরিস্থিতি নিয়ে জেলাশাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট নেন। কোনও জায়গায় কোনও গোলমাল হলে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানার সহযোগিতা নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের। উল্লেখযোগ্যভাবে, কলকাতা থেকে কাকদ্বীপ, সর্বত্র স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ুয়ারাও লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। এদিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত রাজ্যে ৬০ হাজারের বেশি যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম আপলোড করা সম্ভব হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

তবে উচ্চশিক্ষিতদের এই লাইনে দাঁড়ানোকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। বঙ্গ বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এমএ পাশ বা বিএড করা বেকাররা যখন মাত্র দেড় হাজার টাকার জন্য লাইনে দাঁড়ান, তখন সেই রাজ্যের অবস্থা বোঝাই যায়। রাজ্য বেকারদের চাকরি দিতে পারছে না।' যদিও শমীকের দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বেকার তরুণদের পালস বুঝতে পেরেছেন। মানুষ আসছেন, ফর্ম তুলছেন। ফলে বোঝাই যাচ্ছে এই প্রকল্প কত জনপ্রিয় হয়েছে।'

রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'এর আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সময় বিরোধীরা এই সমালোচনা করেছিল। আর এখন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ক্ষমতায় এলে তারা দ্বিগুণ টাকা দেবে। তাই এদের মুখোশ খুলে গিয়েছে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যে মিথ্যা কথা বলছেন, তা প্রমাণিত। তিনি ডবল ডবল চাকরি দেবেন বলেছিলেন, আদতে সিঙ্গল চাকরি দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর নেই।'

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এই প্রকল্পের ফর্ম বিলির সূচনা থাকায় রবিবার এই শিবির হয়েছে। কিন্তু এবার ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটির দিন বাদে রোজ শিবির হবে। রবিবার যে ফর্ম জমা পড়েছে, তা সোমবার বেলা ১১টার মধ্যে পোর্টালে আপলোড করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে যাচাইয়ের কাজও হবে। সোমবার ফের প্রকল্পের পরিস্থিতি নিয়ে জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী।

ভবানীপুর থেকে টালিগঞ্জ সর্বত্র চাকরিপ্রার্থীরা এই লাইনে হাজির হয়েছেন। কিন্তু ভাতায় তাঁরা সন্তুষ্ট নন। তাঁরা চাকরি চান। এই ভাতাকে প্রত্যাখ্যান করছেন চাকরিহারাদের একাংশ। চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, 'আমাদের যে বেতন মাসের পর মাস দেওয়া হচ্ছে না, সেটা দিয়েই ভাতা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। হয়তো এটাই অনেক বেশি ভোটব্যাংক বাড়াবে। আমরা পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতার বিচারে চাকরি চাই, ভাতা চাই না।'

যুবসাথীতে নাম নথিভুক্ত করাতে ক্যাম্পে ভিড়। রবিবার। -রাজীব মণ্ডল

ভালো রেখো... রবিবার শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে কলকাতায় শিবের মাথায় জল ঢালছে এক খুদে। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

রাহুল-প্রিয়াংকার সফর নিয়ে ধোঁয়াশা

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ডাক পেয়েও প্রত্যাখ্যান করে 'একলা চলো'র সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। একক ক্ষমতায় ইতিমধ্যেই অল্পবিস্তর সমাজমাধ্যমে প্রচারের কাজও শুরু করে দিয়েছে তারা। ভোটের ময়দানে 'একলা' কংগ্রেসকে সঙ্গ দিতে আসার কথা রয়েছে রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার। নির্বাচনের আগেই কংগ্রেসের সর্বভারতীয় এই দুই নেতা বঙ্গে এসে প্রচার করবেন। কিন্তু কবে সেই দিনক্ষণ, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় রয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। এখনও পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে তাঁদের আসার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়নি বলেই প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে খবর।

জানা গিয়েছে, রাজ্যের ৬০টির বেশি কেন্দ্রে কোথাও যৌথভাবে আবার কোথাও একাই প্রচার করার কথা রয়েছে রাহুল ও প্রিয়াংকার। এই সফরের মূল লক্ষ্য, অতীতের শক্ত ঘাঁটিগুলি পুনরুদ্ধার করা। এক সময়ে শক্ত ঘাঁটি মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমানের মতো কেন্দ্রগুলিতে অস্তিত্ব সংকট রয়েছে কংগ্রেসের। জানা গিয়েছে, এই ধরনের কেন্দ্রগুলিতে রুটম্যাপ তৈরি করে তারপর প্রচারে আসবেন রাহুল-প্রিয়াংকা। বেশ কয়েকটি জেলায় তাঁদের দিয়ে জনসভা করানোর পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য কংগ্রেসের। এই রাজ্যেও ন্যায়যাত্রার মতো পদযাত্রার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কিন্তু কবে তাঁরা আসবেন, তা নিয়ে এখনও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে শুভঙ্কর সরকার দায়িত্ব পাওয়ার পর বঙ্গে এসে কর্মসূচি করার কথা ছিল রাহুল গান্ধির। কিন্তু সেই বিষয়ে কিছুই এগোয়নি। এবার নির্বাচনের আগে রাহুল ও প্রিয়াংকার আসার কথা চলছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত পরিকল্পনা কিছুই হয়নি। তবে শীঘ্রই এই নিয়ে আলোচনা হবে।' প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, শীঘ্রই এই নিয়ে রুটম্যাপ তৈরি করতে চলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেসের আরেক মুখপাত্রের কথায়, 'ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের শুরুতেই রাহুল ও প্রিয়াংকার আসার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এপ্রিলের আগেই আসবেন তাঁরা।'

কেন্দ্র নয়, কৃষকদের পাশে রাজ্য : চন্দ্রিমা

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের প্রভাবে এমনিতেই কাবু বাংলার মানুষ। তার ওপর কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষক, খেতমজুরদের জন্য যথেষ্ট কম অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। রবিবার এই অভিযোগে সরব হলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, সাংসদ দোলা সেন সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের কিষান খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন থেকে এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে দলীয় নেতৃত্ব রাজ্যের কৃষকদের বার্তা দিলেন, তাঁদের স্বার্থে পাশে থাকবে সবুজ শিবিরই।

বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। দলীয় সমস্ত কর্মী-সমর্থকের উদ্দেশে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ মেনেই সবরকমভাবে কর্মসূচি শুরু করে দিয়েছে দল। এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে মাত্র ২৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ কেন হবে সেই প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রকে বিঁধলেন চন্দ্রিমা। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। এদিকে ২০১৪ সালের পর থেকে কৃষির হাল যথেষ্ট খারাপ। চলতি অর্থবর্ষের ৫৩ লক্ষ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে মাত্র বরাদ্দ করা হয়েছে ১.৪০ লক্ষ কোটি। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে ৪ লক্ষ কোটি টাকার অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছেন, সেখানে কৃষিক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৪ হাজার কোটি টাকা। এর থেকেই স্পষ্ট, মুখ্যমন্ত্রী কৃষক-খেতমজুরদের পাশে থাকেন।' এদিনের সম্মেলন থেকে কৃষকদের উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার, তার একটি বিস্তারিত তালিকা পেশ করা হয়। সেখানে বলা হয়, ১ কোটি ১০ লক্ষ চাষি কৃষকবন্ধুর সুবিধা পেয়েছেন। ফসল নষ্ট হওয়ায় বিমায় উপকৃত হয়েছেন ১.১৩ কোটি মানুষ। সুফল বাংলার মাধ্যমে কেনা হচ্ছে ৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান। ফলে ১৬ লক্ষ প্রান্তিক চাষি উপকৃত হয়েছেন। এমনকি ৬২,৫০৩ জন বৃদ্ধ কৃষক ভাতা পান।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পূর্ণেন্দু বসু জানান, এবার থেকে যে সমস্ত খেতমজুর নিজস্ব জমি না থাকার জন্য রাজ্যের কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সাহায্য পান না বা যাঁরা ভাগচাষি নন, তাঁদের রবি ও খরিফ চাষের সময় ২ হাজার টাকা করে মোট ৪ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এঁদের জন্য পৃথক ডেটাবেস তৈরি করা হয়েছে।

সোমবার নতুন দলের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে হুমায়ুন। -পিটিআই

যশ-সায়ন্তিকাদের আবাসনে আগুন

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : শিবরাত্রির সকালে টলিপাড়ায় আতঙ্কের ছায়া। রবিবার আচমকাই টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিও সংলগ্ন একটি আবাসনে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ওই আবাসনেই থাকেন অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত, অভিনেত্রী নুসরত জাহান ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র সহ টলিপাড়ার একাধিক পরিচিত মুখ। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই তড়িঘড়ি বাকি বাসিন্দাদের সঙ্গে নীচে নেমে আসেন তাঁরাও। দমকল সূত্রে খবর, দমকলের ৫টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

জানা গিয়েছে, ওই আবাসনেরই এক বাসিন্দার ঠাকুরঘরে শিবরাত্রির পুজো হয়। প্রদীপ জ্বালান তাঁরা। সেই প্রদীপ না নিভিয়েই নীচে নেমে আসেন। তা থেকেই অগ্নিকাণ্ড বলে প্রাথমিক ধারণা। পাঁচতলায় যেখানে আগুন লাগে, তার ওপরের তলায় যশ-নুসরতের ফ্ল্যাট। প্রাণভয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে তাঁরাও নীচে নেমে আসেন। পরিচালক শুভ্রজিৎ জানান, তাঁর ঘরে অসুস্থ মা রয়েছেন। তাঁকে নিয়ে নামতে অনেকটা সময় লেগেছে। এই আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে ১৪টি সারমেয় থাকে। তাদেরও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়।

সুন্দরবন বাঁচাতে কোমর বাঁধছে তরুণ প্রজন্ম

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : নোনা জলে ধুয়ে যাচ্ছে ভিটেমাটি, বিঘার পর বিঘা জমিতে ফসল নেই- তবু লড়ছে সুন্দরবন। সেই লড়াইকে এগিয়ে দিতে কোমর বাঁধল বাংলার ছাত্রসমাজ। গতকাল ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক 'ইউথ কনক্লেভে' সুন্দরবনের সংকটে দিশা দেখালেন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০০-র বেশি প্রতিনিধি।

কনক্লেভের শুরুতেই বিশিষ্ট পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায়ের তথ্যচিত্র 'কোড রেড সুন্দরবন' দর্শকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ রূপ। এরপরই শুরু হয় আলোচনা, যেখানে সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার কথা উঠে আসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনের দশম শ্রেণির ছাত্রী তিতিক্ষা মণ্ডলের গলায়। তিতিক্ষা বলেন, 'নোনা ধরলে আর ধান হয় না। তাই আমাদের লোনা-জল সহনশীল ধানের চাষ বাড়াতে হবে। আমফান বা ইয়াসের সময় দেখেছি কীভাবে মানুষ খড়ের পুঁটলি বুকে চেপে বাঁধ বাঁচানোর লড়াই করে।'

তরুণ প্রজন্মের এই প্রতিনিধিরা বাতলে দিয়েছেন সমাধানের নানা পথও। কারও পরামর্শ, বিকল্প চাষের দিকে বেশি করে নজর দেওয়া দরকার। নোনা জলে জন্মাবে এমন ধান ও সবজি চাষে সরকারি সহায়তা দেওয়া উচিত। কেউ বললেন, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সৌর প্যানেল বসিয়ে পরিবেশবান্ধব শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর কথা। সুন্দরবন বাঁচাতে বরাবরই ম্যানগ্রোভ সুরক্ষার কথা বলা হয়। পড়ুয়ারাও বললেন সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দেওয়াল রক্ষায় বৃক্ষরোপণের কথা। পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকার প্রশ্নটিও উঠল স্বাভাবিকভাবেই। সুন্দরবনের বহু বাসিন্দাই সংসার চালাতে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে শহরতলিতে চলে আসেন। সেই মানুষদের সাহায্য করার দিকটিও উঠে এল পড়ুয়াদের বক্তব্যে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনন্যার কথায়, 'বিপর্যয়ের পর আমাদের পাড়ায় অনেকেই সুন্দরবন থেকে কাজ করতে আসেন। তাঁদের প্রকৃত অবস্থা বুঝে সচেতনতা বাড়াতে আমি আজ থেকেই উদ্যোগ নেব।'

রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জাভেদ খান উপস্থিত পড়ুয়াদের আশ্বস্ত করে জানান, সুন্দরবনের জন্য সরকার মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করছে এবং দ্বীপে দ্রুত চিকিৎসার জন্য স্পিডবোট অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ইউনিসেফ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ডঃ মনজুর হোসেন বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর বিজ্ঞানীদের ঘরে বন্দি নেই। এটা এখন সামাজিক দায়বদ্ধতা। তরুণ প্রজন্মই এই পরিবর্তনের আসল রূপকার।'

ইউনিসেফের ইউথ কনক্লেভে সুন্দরবন বাঁচানোর দিশা দেখান পড়ুয়ারা।

বারবার পড়ুয়ার মৃত্যুতে কাঠগড়ায় দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজ।

দুর্গাপুর মেডিকেলে ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ

দুর্গাপুর ও কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ফের দুর্গাপুর বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। হস্টেলের শৌচাগার থেকে উদ্ধার হল এক ডাক্তারি পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ। সম্প্রতি ওই কলেজেরই প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার শনিবার রাতে লাবণ্য প্রতাপ নামে তৃতীয় বর্ষের ভিনরাজ্যের ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা কলেজ ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। আত্মহত্যা বলেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

বিহারের পাটনার বাসিন্দা লাবণ্য। বয়স ২২ বছর। পুলিশ সূত্রে খবর, পরপর বেশ কয়েকবছর একটি সিমেস্টারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি লাবণ্য। আর সেই কারণেই মানসিক অবসাদ তাঁকে গ্রাস করেছিল বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। সম্প্রতি রেজাল্ট রিভিউ করতে দিলেও তার ফল খুব একটা আশানুরূপ হয়নি বলে জানিয়েছে পরিবার। শনিবার লাবণ্যর দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। রবিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা জানান, হস্টেলের সিসিটিভি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে তবেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। সন্তানের মৃত্যুর খবর পেয়ে দুর্গাপুরে চলে এসেছে লাবণ্যের পরিবার।

লাবণ্যর বাবা অনিলকুমার প্রতাপের দাবি, 'রাতে ছেলে ফোন না তোলায় ওর সহপাঠীদের ফোন করি। তারাই ছেলের ঘরের দরজা ভেঙে ওর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। আমরা দূর থেকে টাকা পাঠিয়ে কলেজে ছেলেকে পড়াচ্ছি। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষের সবটা দেখার দায়িত্ব। কিন্তু ওরা নজর দেয়নি। ঘটনার কথা ওরা আমায় জানায়ওনি।' যদিও এদিন ওই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, শনিবার রাতেই ডিন অফ স্টুডেন্টস ডাঃ আশিস বন্দোপাধ্যায় মৃত পড়ুয়ার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও তাঁকে ঘটনাটি জানানো হয়। গোটা বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। লাবণ্যর সহপাঠীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। আত্মহত্যা নাকি ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাইবার জালিয়াতিতে কমছে ক্ষতি

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যজুড়ে সাইবার অপরাধের দাপট বাড়লেও কলকাতার চিত্র নিম্নমুখী। লালবাজারের তৎপরতায় শহরে সাইবার জালিয়াতির কারণে ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালে যেখানে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৭৪ কোটি টাকা, ২০২৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২০৭.৭ কোটি টাকায়।

শুধুমাত্র অপরাধ দমন নয়, খোয়া যাওয়া টাকা পুনরুদ্ধারেও বড় সাফল্য পেয়েছে কলকাতা পুলিশ। ২০২৪ সালে টাকা উদ্ধারের হার ছিল ৯.৩ শতাংশ, যা ২০২৫ সালে দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ১৮ শতাংশ। আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই হার ২৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়াই এখন পুলিশের মূল লক্ষ্য।

বিএলও'কে মারধর

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বাবার থেকে মেয়ের বয়স ৫ বছর বেশি। তাই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন নদিয়ার কালীগঞ্জ ব্লকের আশাচিয়া গ্রামের আরিফা বিবি। আর সেই কারণেই ওই বুথের বিএলও আলি সাহেব শেখকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল আরিফা বিবির স্বামী ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। ওই বিএলওকে গুরুতর আহত অবস্থায় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিগৃহীত বিএলও থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। তার ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৬৮ সংখ্যা, সোমবার, ৩ ফাল্গুন ১৪৩২

নীরব কেন মোদি

তৃণমূল বাদে বাকি বিরোধীরা যখন লোকসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে উদগ্রীব, তখন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ করানোর জন্য তৎপর বিজেপি। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতমাতাকে বিক্রি করে দিয়েছে বলে ভারত সরকারের সমালোচনা করায় রাহুলকে এই শাস্তি দেওয়ার উদ্যোগ।

রাহুলের অভিযোগ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের কাছে নতজানু হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই অভিযোগ অবশ্য করেছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, এই চুক্তিতে মার্কিন কৃষকরা লাভবান হবেন, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ভারতীয় চাষিরা। এই অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট কোনও বক্তব্য জানা নেই।

বস্তুত দ্বিতীয় এনডিএ জমানায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ সম্পর্কেই মুখ খুলতে দেখা যায়নি মোদিকে। শুরু থেকে সাংবাদিককুলকে এড়িয়ে চলেন তিনি। দেশের প্রধানমন্ত্রী কখনও সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন না। সংসদে ভাষণ দিলে মূল প্রসঙ্গে যত না বলেন, তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন নেহরু-গান্ধি পরিবারের সমালোচনায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ভারতের প্রতি ট্রাম্পের বারবার 'অসৌজন্যমূলক' পদক্ষেপ সত্ত্বেও মোদি সমস্ত ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন।

এই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ট্রাম্পের কাছে মাথা নত করার অভিযোগ তুলেছেন রাহুল। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সংঘর্ষ বিরতি তাঁর মধ্যস্থতায় হয়েছে বলে এখনও মাঝেমধ্যে দাবি করেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই 'কৃতিত্ব' দাবি করে নোবেল শান্তি পুরস্কারের আশায় ছিলেন। পুরস্কারটি তাঁর জোটেনি ঠিকই, তবে ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে বহু পরে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান।

একইরকম রহস্য ঘনীভূত হয়েছে ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি ঘিরে। বিরোধীদের অভিযোগ, বাণিজ্য চুক্তির দরুন পথে বসতে চলেছেন ভারতের কৃষকরা। কারণ, মার্কিন কৃষিপণ্যের জন্য এই চুক্তিতে ভারতের দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া থেকে তেল কেনা সহ বিভিন্ন কারণে আমেরিকা প্রথমে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপিয়েছিল। পরে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। কিন্তু সংশোধিত চুক্তিতে খাদ্যশস্য ও ডাল নেই।

রাহুলের বক্তব্য, গত বছর পর্যন্ত ভারতের ওপর যেখানে শুল্ক হার ছিল ৩ শতাংশ, সেখানে সেই হার ৬ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ শতাংশে। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয়, বেশকিছু কাল ধরে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক কোনও বোঝাপড়া বা চুক্তির খবর প্রথম ঘোষণা হচ্ছে ওয়াশিংটন থেকে। ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির খবরও সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিল আমেরিকাই।

রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার খবরও প্রথম ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। কেন্দ্রীয় সরকার নীরবই ছিল। অন্তর্বর্তী দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিতে সেই একই মার্কিন দাদাগিরির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ভারতের জনগণের মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, আমেরিকা এত অসম্মান করলেও ভৌগোলিক আয়তন এবং জনসংখ্যা- দুটি দিক থেকেই ভারতের মতো বিশাল দেশের প্রধানমন্ত্রীর এমন নির্বিকার, নীরব ভূমিকা কেন?

গ্রিনল্যান্ডের মতো ছোট্ট দেশও মহাশক্তিধর আমেরিকার অন্যায় আবদার, দাদাগিরির প্রতিবাদে সোচ্চার। অথচ আজ পর্যন্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর চটজলদি প্রত্যুত্তর কিংবা অন্য কোনও প্রতিক্রিয়া দেশবাসী পাননি। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি, মোরারজি দেশাই, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, এইচডি দেবেগৌড়া, মনমোহন সিং, এমনকি অটলবিহারী বাজপেয়ীও এমন নীরব, নির্বিকার ভূমিকা নিতেন না কখনও।

দেশবাসী কিন্তু বিতর্কিত সব বিষয়ে সরাসরি নরেন্দ্র মোদির মুখ থেকে তাঁর মতামত, বক্তব্য জানতে আগ্রহী। কৃষক হোক বা ছোট ব্যবসায়ী, সকলের স্বার্থ দেখার দায়িত্ব তো প্রধানমন্ত্রীরই। তিনি নির্বিকার থাকলে তাঁদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে কীভাবে?

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

অস্তিত্বের সংকটে উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা

পরিকাঠামোগত খামতি ও সামাজিক উদাসীনতায় ধুঁকছে গ্রামীণ উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি, অনিশ্চিত শিক্ষার ভবিষ্যৎ।

শাঁওলি দে

- এআই

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মানচিত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ। বিশেষত ২০১০ পরবর্তী সময়ে 'শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯' কার্যকর হওয়ার পর গ্রামীণ ভারতের প্রান্তিক শিশুদের জন্য শিক্ষার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে রাজ্যজুড়ে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য উচ্চপ্রাথমিক বা আপার প্রাইমারি বিদ্যালয়। লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও জনকল্যাণমুখী- প্রত্যন্ত গ্রামবাংলায় 'ঘরের কাছে স্কুল' ধারণাটিকে পৌঁছে দেওয়া। সেই সময়ে গ্রামীণ জনপদে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও পঞ্চম শ্রেণি থেকে পড়ার জন্য হাইস্কুল ছিল বহু দূরে। সেই দুর্লঙ্ঘ্য পথের দূরত্ব ঘোচাতে এই জুনিয়ার হাইস্কুলগুলি ছিল আশীর্বাদের মতো। শুরুর দিনগুলিতে এই বিদ্যালয়গুলি ছিল প্রাণচঞ্চল। বিষয়ভিত্তিক পাঁচজন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়ে এক একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্নে রাষ্ট্রও ছিল সদিচ্ছায় ভরপুর। মিড-ডে মিলের সুঘ্রাণ আর শ্রেণিকক্ষের পাঠদান- সব মিলিয়ে এক নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখেছিল বাংলার গ্রামগুলি।

প্রযুক্তির অগ্রগতি ও অস্তিত্বের গভীর সংকট

সময়ের চাকা ঘুরল অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। বিশেষত কোভিড পরবর্তী সময়কাল আমাদের সামনে এক রূঢ় বাস্তবতা নিয়ে হাজির হল। বিশ্ব যখন প্রযুক্তির হাত ধরে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল, ঠিক তখনই গ্রামীণ শিক্ষার বুনিয়াদ অলক্ষে নড়বড়ে হতে শুরু করল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, গত এক দশকে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, তা-ই এই বিদ্যালয়গুলির জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। আগে যে পথের দূরত্বের ভয়ে পড়ুয়ারা স্থানীয় স্কুলে ভিড় করত, এখন মসৃণ রাস্তায় টোটো বা অটোয় চড়ে তারা অনায়াসেই দূরের নামী হাইস্কুল বা শহরের ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পৌঁছে যাচ্ছে। অভিভাবকদের মনে এক ভ্রান্ত ধারণা দানা বেঁধেছে যে, চাকচিক্যই বোধহয় গুণমানের একমাত্র মাপকাঠি। ফলে স্থানীয় 'মাটির স্কুল' আজ নিজভূমেই পরবাসী। এই মানসিকতার পরিবর্তন গ্রামীণ উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে এক ভয়াবহ অস্তিত্বের সংকটে ঠেলে দিয়েছে।

প্রশাসনিক জটিলতা ও স্কুল বদলের মনস্তাত্ত্বিক ভীতি

সংকটের এই আগুনে ঘি ঢেলেছে কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও অভিভাবকীয় দুশ্চিন্তা। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পঞ্চম শ্রেণিকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও এটি বাধ্যতামূলক নয়, তবুও এর ফলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একজন অভিভাবক যখন দেখেন যে, প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণি পড়ার পর উচ্চপ্রাথমিকে মাত্র তিন বছরের (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম) জন্য ভর্তি হতে হবে এবং ফের নবম শ্রেণিতে গিয়ে নতুন স্কুল খুঁজতে হবে, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিমুখ হন। বারবার স্কুল বদলের এই ঝক্কি এড়াতে অভিভাবকরা ষষ্ঠ শ্রেণিতেই সরাসরি এমন কোনও বড় হাইস্কুলে সন্তানদের ভর্তি করিয়ে দিচ্ছেন, যেখানে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার নিশ্চিত সুযোগ রয়েছে। এই 'বারবার স্কুল বদল'-এর মনস্তাত্ত্বিক ভীতিই জুনিয়ার হাইস্কুলগুলিকে ক্রমে ছাত্রশূন্য করে তুলছে, যা কোনওভাবেই কাম্য ছিল না।

শিক্ষক শূন্যতা ও পরিকাঠামোগত কঙ্কালসার দশা

বিদ্যালয়গুলির প্রাণভোমরা হলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগ ও বদলি প্রক্রিয়ার জটিলতায় বহু বিদ্যালয়ের স্টাফরুম আজ বিমর্ষ ও জনশূন্য। 'উৎসশ্রী' বা অন্যান্য বদলি প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে বহু শিক্ষক সুবিধাজনক স্থানে চলে গিয়েছেন, কিন্তু সেই শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ স্তিমিত। কোথাও একজন বা মেরেকেটে দুজন শিক্ষক দিয়ে ধুঁকছে আস্ত একটি প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ স্কুলে গ্রুপ-ডি কর্মীর পদ শূন্য। পরিস্থিতি এমন যে, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার ধারণাটি আজ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। একজন শিক্ষককেই সাহিত্য থেকে বিজ্ঞান, অঙ্ক থেকে সমাজতত্ত্ব- সবই পড়াতে হচ্ছে। যখন সচেতন অভিভাবকরা দেখেন যে স্কুলে নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক নেই, তখন তাঁরা দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেন। ফলে ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা হ্রাসের এক বিষাক্ত চক্রে আটকে পড়েছে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। পরিকল্পনার অভাবে একই এলাকায় একাধিক সমধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠাও এই সংকটের অন্যতম কারণ।

> **একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ শিক্ষার প্রসারে যে উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি আশার আলো দেখিয়েছিল, আজ তারা অস্তিত্বের সংকটে। শিক্ষার অধিকার আইনকে পাথেয় করে স্কুলছুট রুখতে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানগুলি এখন ছাত্রশূন্যতার গ্রাসে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অভিভাবকদের শহরমুখী প্রবণতা এবং শিক্ষক সংকটের সাঁড়াশি চাপে 'ঘরের কাছের স্কুল' ধারণাটিই ফিকে হয়ে আসছে। পরিকাঠামোগত ত্রুটি ও প্রশাসনিক উদাসীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক অসচেতনতা। এই ক্রান্তিলগ্নে বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচাতে প্রয়োজন সুসংহত পরিকল্পনা ও জনসচেতনতা।**

সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অভিভাবকীয় উদাসীনতা

এই সংকটের জন্য কি কেবল ব্যবস্থাই দায়ী? সমাজ বা অভিভাবকদের কি কোনও দায় নেই? গ্রামবাংলার প্রান্তিক জনপদে আজও 'পাঠ'-এর চেয়ে 'পেট'-এর দায় অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। খাতায়-কলমে পড়ুয়া থাকলেও চাষের মরশুমে বা সাংসারিক কাজে সাহায্য করতে গিয়ে বহু ছাত্রছাত্রী স্কুলবিমুখ হয়। এর ওপর যুক্ত হয়েছে 'নো ডিটেনশন পলিসি' বা পাশ-ফেল প্রথা না থাকার কুপ্রভাব। অনেক অভিভাবকই মনে করেন, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যখন পাশ করা নিশ্চিত, তখন নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন কী? এই উদাসীনতা ও শিক্ষার প্রতি অগভীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামীণ শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। শিক্ষক যখন দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে প্রচার চালান, সেই সচেতনতাও স্থায়িত্ব পায় না। গ্রামের মানুষের বোঝা উচিত, একটি স্কুল বন্ধ হওয়া মানে কেবল একটি সরকারি দপ্তরের বিলুপ্তি নয়, বরং সেটি সেই জনপদের বৌদ্ধিক পরাজয় ও ভবিষ্যতের অন্ধকার।

উত্তরণের পথ ও আগামীর কর্তব্য

শিক্ষাঙ্গণ একটি সমাজের বাতিঘর। সেই বাতিঘর নিভে গেলে অন্ধকার কেবল বর্তমান প্রজন্মের জীবনেই নামে না, বরং সমগ্র জনপদটি তিমিরে তলিয়ে যায়। উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নিছক পরিসংখ্যান বাড়াতে তৈরি হয়নি, এর পেছনে ছিল একটি পিছিয়ে পড়া প্রজন্মকে মূলস্রোতে ফেরানোর স্বপ্ন। বর্তমানের এই ক্রান্তিলগ্নে শিক্ষক ও অভিভাবককে একে অপরের প্রতিপক্ষ না হয়ে পরিপূরক হতে হবে। তথাকথিত গ্ল্যামারের মরীচিকার পেছনে না ছুটে অভিভাবকরা যদি স্থানীয় স্কুলের মানোন্নয়নে সচেষ্ট হন এবং সন্তানকে নিয়মিত স্কুলে পাঠান, তবেই ছাত্রসংখ্যার চাপে সরকারও শিক্ষক নিয়োগে বাধ্য হবে। এখনও সময় আছে সচেতন হওয়ার। আজ যদি আমরা আমাদের ঘরের কাছের এই শিক্ষার মন্দিরগুলোকে রক্ষা করতে না পারি, তবে চওড়া রাস্তা আর ঝাঁ চকচকে বাড়ি হলেও সমাজটি মানসিকভাবে পিছিয়েই থাকবে। আগামী প্রজন্মের কাছে অপরাধী হওয়ার আগেই আমাদের সম্মিলিতভাবে এই বিপন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাকে টেনে তুলতে হবে।

(লেখক শিক্ষক ও অক্ষরকর্মী।)

আজ

১৯৪৪

ভারতীয় সিনেমার জনক দাদাসাহেব ফালকে প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৫৬

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার।

আলোচিত

সংখ্যালঘুদের কাছে পৌঁছাতে হবে। যাঁদের হাতে তরোয়াল আছে, সেটা কেড়ে তাঁদের হাতে আমরা কলম ধরিয়ে দেব। বোমার পরিবর্তে বই তুলে দেব। বিজেপি নীতিগতভাবে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বিভাজন মানে না। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজেপি যুদ্ধ ঘোষণা করছে বলে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

বিয়েবাড়িতে বরকনে অতিথিদের স্বাগত জানাতে ব্যস্ত। তাঁদের পিছনে ঘুরঘুর করছিলেন একজন। নবদম্পতির অন্যমনস্কতার সুযোগে গয়না, টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে তিনি পগারপার। সিসিটিভি ফুটেজে 'ভিআইপি অতিথি'র কীর্তি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

দুই শিবের লড়াই! বারাণসীতে মহাদেবের সাজে দুই কিশোরের 'মহাযুদ্ধের' ভিডিও ভাইরাল। ছোট শিবের পাওনার ৬০ টাকা দিতে রাজি নয় বড় শিব। ছোটজনও ছাড়ার নয়। ডমরু-ত্রিশূল ফেলে দুজনে হাতাহাতি শুরু করে। লড়াই দেখে হেসে লুটোপুটি নেটনাগরিকরা।

জনমন
জনমত

তারেকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দেখার অপেক্ষায়

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির বাম্পার জয় এবং জামাত সহ এনসিপির পরাজয় এখন সারা বিশ্বে হেডলাইন তৈরি করছে। দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে দেশে ফিরে ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান। ৩৫ বছর পর বাংলাদেশ কোনও পুরুষ প্রধানমন্ত্রী পেতে চলেছে।

এবারের নির্বাচনে বিশেষভাবে একটি ব্যাপার লক্ষ করার- জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য গণভোট। প্রায় ৬৬ শতাংশ ভোটদানকারী গণভোটের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তার মানে জুলাই সনদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমবে, বিরোধী দলের ক্ষমতা বাড়বে, সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়বে, সংসদে উচ্চকক্ষ গঠন হবে, নির্বাচন কমিশন এবং বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে, মৌলিক অধিকারের বিস্তৃতি হবে, পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কার হবে এবং সঙ্গে থাকছে আরও একগুচ্ছ সংস্কার। জুলাই সনদ অনুযায়ী কেউ দু'বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না এবং একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীও দলের সভাপতির পদে থাকতে পারবেন না। বিএনপি এবং তারেক রহমান কীভাবে এইসব সিদ্ধান্তের মোকাবিলা করেন সেটাই দেখার। নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারত আওয়ামী লিগ বর্জিত নির্বাচনকে মান্যতা দিয়ে ফেলেছে। এখন দেখার, তারেক রহমানের সরকার ভারতের সঙ্গে এবং ভারত বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক বিন্যাস করছে।

মুহাম্মদ ইউনূসের কী হবে? তিনি তারেকের সঙ্গে সমঝোতা করে রাষ্ট্রপতি হওয়ার দিকেই ঝুঁকে থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আমেরিকার লম্বা হাত এখনও তাঁর মাথায়। এদিকে নতুন বাংলাদেশের কথা বলে নির্বাচন হলেও আওয়ামী লিগের অনুপস্থিতি নিশ্চয় অনুভব করবেন অসংখ্য সাধারণ বাংলাদেশি। যত দ্রুত তাঁরা দেশে নিজেদের অবস্থান জাহির করতে পারবেন ততই সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য মঙ্গল। জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের শিল্প, সংস্কৃতি এবং সংখ্যালঘুর উপর যে তাণ্ডব চলেছে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। তবে নতুন কোনও তাণ্ডবকে নিশ্চয় তারেক সরকার রুখতে পারবে, যদি সুস্থ বাংলাদেশ, উন্নত বাংলাদেশ গঠনের সদিচ্ছা তাদের থাকে। আপাতত সবকিছুই সময়ের হাতে।

ডঃ সিদ্ধার্থশংকর ঘোষ, মালদা।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ডিজিটাল বিপ্লব : প্রবীণরা কি ব্রাত্য?

প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির দুনিয়াতে ডিজিটাল লেনদেনের জটিলতায় প্রবীণদের পিছিয়ে পড়া এক বড় সামাজিক চ্যালেঞ্জ।

অভিজিৎ পাল

- এআই

স্মার্টফোন আর কিউআর কোড- বর্তমান সময়ে কেনাকাটার এই দুই চাবিকাঠিই শেষকথা। ঝাঁ চকচকে শপিং মল থেকে পাড়ার একচিলতে মুদি দোকান, সর্বত্রই এখন ডিজিটাল পেমেন্টের দাপট। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, পকেটে নগদ টাকা থাকলেও অনেক দোকানি তা নিতে নাক সিঁটকোচ্ছেন। আজকের জেন ওয়াই বা জেন জেড প্রজন্ম যখন মানিব্যাগ ছাড়াই ঘর থেকে বেরোতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে, ঠিক তখনই আমাদের প্রবীণ সমাজের সামনে তৈরি হচ্ছে এক বিশাল 'ডিজিটাল দেওয়াল'। ইউপিআই-এর গোলকধাঁধায় খেই হারিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠরা আজ এক ধরনের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্নরথ কি তবে বাড়ির বয়স্ক সদস্যদের পিষে দিয়ে এগিয়ে যাবে? তাঁদের ব্রাত্য রেখে এই অগ্রগতি কি সত্যিই সম্ভব?

অনলাইন পেমেন্ট বা ইউপিআই ব্যবস্থার উপযোগিতা নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই। পকেটে খুচরো পয়সার চিরকালীন 'ওজন' থেকে এটি আমাদের ভারমুক্ত করেছে। এক টাকা হোক বা এক লক্ষ- নিখুঁত লেনদেন এখন আঙুলের ডগায়। মাস শেষে খরচের হিসেব মেলাতে ডায়েরি খোলার দরকার নেই, মোবাইলের স্ক্রিনেই সব নথিবদ্ধ। পকেটে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে ঘোরার ঝুঁকি বা ছিনতাইয়ের ভয় থেকেও এই প্রযুক্তি আমাদের রেহাই দিয়েছে। আধুনিক জীবনের ইঁদুরদৌড়ে এই প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে আশীর্বাদ।

মুদ্রার উলটো পিঠটি কিন্তু বেশ অন্ধকার। প্রযুক্তির এই আশীর্বাদই প্রবীণ নাগরিকদের একাংশের কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটিপি শেয়ার করা, খটোমটো ইউপিআই পিন মনে রাখা কিংবা টাচস্ক্রিনের জটিল ইন্টারফেস- এসব তাঁদের কাছে রীতিমতো বিভীষিকা। তার ওপর যদি নেটওয়ার্কের গোলযোগে টাকা কেটে নেয় অথচ পেমেন্ট না হয়, তবে সেই মানসিক চাপ নেওয়ার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। ভুল ক্লিকে অচেনা অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাওয়ার ভয় তো আছেই। আজও যাঁরা টু-জি বা ফিচার ফোনে অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে এই স্মার্ট দুনিয়া ভিনগ্রহের শামিল। ফলে সামান্য ওষুধ বা বাজার করতে গিয়েও তাঁদের বাড়ির ছোটদের বা অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে। সারাজীবন মাথা উঁচু করে বাঁচা মানুষগুলোর আত্মসম্মানে যা সরাসরি আঘাত হানছে।

অনলাইন প্রতারণা বা সাইবার ক্রাইম এখন মহামারির আকার নিয়েছে। আর এই ডিজিটাল হাঙরদের সহজ শিকার হচ্ছেন অসহায় প্রবীণরা। প্রশাসন ও ব্যাংক মাঝেমধ্যে সতর্কবার্তা দিলেও সাধারণ মানুষের মনের ভয় কাটছে না। একবার ভুলবশত টাকা খোয়া গেলে তা ফেরত পেতে ব্যাংকের টেবিলে টেবিলে ঘোরার যে হয়রানি, তা মনে করলেই প্রবীণরা শিউরে ওঠেন। সাইবার সেল আছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণের আস্থা অর্জনে আরও স্বচ্ছতা ও তৎপরতা জরুরি।

এই ডিজিটাল বৈষম্য ঘোচাতে হলে প্রযুক্তির খোলস বদলাতে হবে। অ্যাপগুলোর ইন্টারফেস হতে হবে আরও সরল, যাতে চশমা চোখে দেওয়া বৃদ্ধ মানুষটিও ভয়েস গাইড বা সহজ নির্দেশে লেনদেন করতে পারেন। ব্যাংকের কাজ শুধু এসি ঘরে বসে থাকা নয়; নিয়মিত ডিজিটাল ক্যাম্প করে বয়স্কদের হাতে-কলমে এবং ধৈর্য ধরে এই প্রযুক্তির পাঠ দেওয়া তাদের দায়িত্ব। ভুল লেনদেনের ক্ষেত্রে চটজলদি সুরাহার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছার অভাব হয়তো নেই, কিন্তু তার সুফল পৌঁছাতে হবে একদম তৃণমূল স্তরে। আর সবশেষে দায় বর্তায় তরুণ প্রজন্মের ওপর- তাড়াহুড়ো না করে বাড়ির বড়দের হাত ধরে এই ডিজিটাল দুনিয়ায় হাঁটতে শেখাতে তারা আরও আন্তরিক হোক। প্রযুক্তি হোক অন্তর্ভুক্তিমূলক, বিভেদ সৃষ্টিকারী নয়।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৭১

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। শক্তপোক্ত নয়, ভঙ্গুর ৪। জন্মের দাগ শরীরে ৫। শিশুদের হাঁটা ৭। এই প্রাণীর ডাক নাম শজারু ৮। ভাই কিন্তু সহোদর নয় ৯। কাউকে খুন বা হত্যা করার ইচ্ছে ১১। নরসুন্দর বা ক্ষৌরকার ১৩। বাবার বড়দি অথবা ছোট বোন ১৪। বিড়াল বা মার্জার ১৫। একলা নয়, পুরো দলবেঁধে।

উপর-নীচ : ১। যে ফুলের নাম কিংশুক ২। প্রসাধন, চোখে ব্যবহার করা হয় ৩। যে মাসে কোনও উৎসব হয় না ৬। দুধের সর ৯। প্যাঁচানো মিষ্টি ১০। খুব পরিচিত গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী ১১। সংগীতজ্ঞ হিসেবে এই দেবতার খুব নামডাক ১২। যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকার নেয়।

সমাধান ■ ৪৩৭০

পাশাপাশি : ১। উৎসব ৩। বল্মীক ৫। রহস্যময় ৭। থামাল ৯। মকাই ১১। দানসাগর ১৪। নিষ্ঠুর ১৫। মর্তমান।

উপর-নীচ : ১। উপকথা ২। বহর ৩। বয়স্য ৪। কষায় ৬। মওকা ৮। মার্জন ১০। ইন্দ্রসেন ১১। দাপানি ১২। সাক্ষর ১৩। রক্তিম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মার্চে সংসদে অনাস্থা ভোট

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আগামী ৯ মার্চ দিল্লির মসনদে যখন বসন্তের হাওয়া, তখন লোকসভার অন্দরে বইবে সাইক্লোন। স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটির দিনক্ষণ চূড়ান্ত। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়ে দিয়েছেন, বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিনেই হবে এই 'মহা-লড়াই'। তবে এই লড়াই শুধু একটি গদি বাঁচানোর লড়াই নয়, বরং সংবিধানের এক নজিরবিহীন সংকটের দিকে আঙুল তুলছে।

শাসক শিবির হুঁশিয়ারি দিয়েছে, বিরোধীরা হট্টগোল করলে 'গিলোটিন' (আলোচনা ছাড়াই বিল পাশ) প্রয়োগে পিছপা হবে না সরকার। রিজিজু 'রহস্যময়' এক গুরত্বপূর্ণ বিল আনার ইঙ্গিত দিয়ে রাজনীতির পারদ আরও চড়িয়েছেন। কিন্তু আসল বিতর্ক অন্যত্র। সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, লোকসভায় স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার থাকা

কাঠগড়ায় স্পিকার

বাধ্যতামূলক। অথচ গত ৭ বছর ধরে ডেপুটি স্পিকারের পদ শূন্য! সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, স্পিকার যখন নিজেই কাঠগড়ায়, তখন নিরপেক্ষ 'রেফারি' হিসেবে ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতি সংসদীয় গণতন্ত্রের গায়ে এক বড় প্রশ্নচিহ্ন। কংগ্রেস সাংসদ মণিকম টেগোরের মতে, এই শূন্যতা আসলে সরকারের 'অ্যাকাউন্টেবিলিটি' বা জবাবদিহিতার ভয়।

ইতিহাস বলছে, ১৯৫৪ সালে জিভি মাভলঙ্কার থেকে শুরু করে বলরাম জাখর—কেউই অনাস্থা ভোটে পদ হারাননি। ওম বিড়লা কি সেই ইতিহাস পালটাতে পারবেন? অঙ্কের হিসেবে সরকারপক্ষ সুবিধাজনক জায়গায় থাকলেও বিরোধীদের 'ইমোশনাল কার্ড' হল এমএম নারাভানের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা এবং রাহুল গান্ধির বাকস্বাধীনতা প্রসঙ্গ। তবে বিরোধী ঐক্যেও ফাটল স্পষ্ট।

তৃণমূল কংগ্রেস এই অনাস্থা প্রস্তাবে সই না করায় 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্দরেই কি তবে আড়াআড়ি বিভাজন? বাংলা, তামিলনাড়ু ও কেরলে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে এই সংসদীয় সংঘাত যে কেবল ট্রেলার মাত্র, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, ৯ মার্চ সংসদের ফ্লোর টেস্টে সংবিধান জেতে নাকি রাজনীতি।

টি২০ খোঁচা বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রবিবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বাইশ গজের টি২০ যুদ্ধ শুরুর আগেই ওই ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলল বিজেপি বিরোধী দলগুলি। পাকিস্তানকে সবসময় শত্রু বলেই ভাবা দরকার বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেতা সুখজিন্দর সিং রনধাঁওয়া। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান আমাদের দেশের শত্রু। সেভাবেই তাদের দেখা উচিত।

যাঁরা সীমান্তে থাকেন তাঁরা জানেন, পাকিস্তান কীভাবে ছদ্মযুদ্ধ করে ভারতের বিরুদ্ধে।' অপরদিকে এককাঠি ওপরে উঠে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউতের তোপ, 'ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে সবথেকে বেশি বেটিং চলে। এটা ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ নয়। এটা জয় শা বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ। ভারতের মানুষ এই খেলা চান না।'

কেদারনাথ খুলছে ২২ এপ্রিল

দেরাদুন, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কেদারনাথ মন্দিরের দরজা খুলছে ২২ এপ্রিল। ওই দিন সকাল আটটায় ভক্তদের জন্য মন্দিরের দরজা খোলা হবে। শুধু কেদারনাথই নয়, উত্তরাখণ্ডের চারধাম যাত্রার বাকি মন্দিরগুলির দরজা খোলার তারিখও ঘোষিত হয়েছে। কেদারনাথ খোলার পরের দিন ২৩ এপ্রিল খোলা হবে বদ্রিনাথ ধামের দরজা। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী ধামের গেট খোলা হবে ১৯ এপ্রিল। কেদারনাথের বিগ্রহকে শীতকালে অস্থায়ীভাবে রাখা হয় উখিমঠের ওমকারেশ্বর মন্দিরে। এবছর কেদারনাথ মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হয়েছেন টি গঙ্গাধর লিং। যাবতীয় পূজার্চনা ও আচার অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তাঁর ওপরেই থাকবে।

নতুন রাষ্ট্রদূত

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাইকমিশনার হবেন সন্দীপ চক্রবর্তী। বহুদিন পর বাঙালি হাইকমিশনার হচ্ছেন প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে। বর্তমানে সেদেশে ভারতের হাইকমিশনার হিসেবে রয়েছেন প্রণয়কুমার ভার্মা। তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের পর সন্দীপ বাংলাদেশে যাবেন। বর্তমানে ইন্দোনেশিনায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে রয়েছেন সন্দীপ চক্রবর্তী।

পালটা মিথ্যাচারের অভিযোগ অমিত শা'র

মোদিকে রাহুলের পঞ্চবাণ

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতের কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলে ফের অভিযোগ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা সমাজমাধ্যমে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঁচটি প্রশ্নবাণ ছোড়েন। রাহুল লিখেছেন, মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির নামে আমরা ভারতের কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হতে দেখছি। তাঁর প্রশ্ন, 'ডিডিজি (ড্রায়েড ডিসটিলার্স গ্রেইনস) আমদানি করার বাস্তবে অর্থ কী? এর মানে কি ভারতের গবাদিপশুদের এবার থেকে আমেরিকার জেনেটিক্যালি মডিফাইড (জিএম) ভুট্টা থেকে তৈরি দানাদার খাদ্য খাওয়ানো হবে? এতে কি আমাদের দুগ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা কার্যত মার্কিন কৃষিশিল্পের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে না?'

রাহুল জানতে চেয়েছেন, 'যদি আমরা জিএম সয়াবিন তেল আমদানির অনুমতি দিই, তবে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং দেশের অন্যান্য প্রান্তের সয়াবিন চাষিদের কী হবে? দামের এই বড় ধাক্কা তারা

রবিবার গান্ধিনগরের একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

> **কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধি যখন সংসদে দাঁড়ান এবং কৃষকদের রক্ষা করার কথা বলেন, তখন আমার খুব হাসি পায়।**
>
> **অমিত শা**

কীভাবে সামলাবে?' কৃষকদের স্বার্থে তিনি এও জানতে চেয়েছেন, 'একবার যদি দরজা খুলে যায়, তবে প্রতি বছর একে আরও বড় হওয়া থেকে আমরা কীভাবে আটকাব?' রাহুলের সাফ কথা, 'কৃষকদের জন্য এই প্রশ্নগুলির সাফাই দেওয়া প্রয়োজন। এটা শুধুমাত্র আজকের নয়, ভবিষ্যতের কথা। আমরা কি দীর্ঘমেয়াদের জন্য ভারতের কৃষিব্যবস্থার ওপর অন্য কোনও দেশের প্রভাব বিস্তার করার দরজা খুলে দিতে চলেছি?'

তাঁর এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি পালটা অভিযোগ করেন, কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মিথ্যাচার করছেন এবং ভারতের কৃষকদের বিভ্রান্ত করছেন। অমিত শা-র দাবি, আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে, তাতে দেশের কৃষি এবং দুগ্ধশিল্পকে কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরি সুরক্ষিত করেছে। কৃষকদের ক্ষতি হবে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা হাস্যকর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধি যখন সংসদে দাঁড়ান এবং কৃষকদের রক্ষা করার কথা বলেন, তখন আমার খুব হাসি পায়। দেশকে বিভ্রান্ত করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে কংগ্রেসের। আর এখন তারা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মিথ্যাচার করছে।'

শফিকুর ও নাহিদের বাড়ি গেলেন তারেক

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী পদে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেওয়ার আগে রবিবার বিএনপি-র চেয়ারপার্সন তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধান দুই বিরোধী শক্তি জামায়াতে ইসলামি আমির ড. শফিকুর রহমান এবং এনসিপি নেতা নাহিদ ইসলামের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির কাছে ধরাশায়ী হয় জামায়াতে ও তাদের জোটসঙ্গী এনসিপি। বাংলাদেশের নতুন শাসকদলের বিরুদ্ধে ভোটে কারচুপির পাশাপাশি নির্বাচন-পরবর্তী হিংসায় মদত দেওয়ার একগুচ্ছ অভিযোগও তুলেছে দুই বিরোধী দল। ৩২টি আসনে পুনর্নির্বাচনের দাবিও তুলেছে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। ভোটে হামলা ও নেতা-কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগে সোমবার ঢাকায় একটি প্রতিবাদ মিছিলেরও ডাক দিয়েছেন জামায়াতে সহ ১১ দলের জোটের নেতারা। অন্যদিকে একই ইস্যুতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে একটি

জামায়াতে নেতা শফিকুরের সঙ্গে কথা তারেক রহমানের। রবিবার ঢাকায়।

ছায়া মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে রবিবার জানিয়েছেন এনসিপি নেতা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। এই পরিস্থিতিতে শফিকুর-নাহিদের সঙ্গে তারেকের সাক্ষাৎ যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। অন্যদিকে নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে খুলনায় আওয়ামী লিগের কার্যালয়ের তালা খোলা হল। উপস্থিত হলেন লিগের নেতা-কর্মীরা। উঠল জয় বাংলা স্লোগান। মনে করা হচ্ছে, বিএনপি নেতৃত্বের পরোক্ষ মদতেই এই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন লিগের নেতা-কর্মীরা।

এদিকে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার গঠনের পর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। অনেকের মতে, তারেক জমানায় নোবেলজয়ীকে কোনও সাংবিধানিক পদে বসানো হতে পারে। তারেক রহমানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, ইউনূস সহ কারও ব্যাপারেই এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

'জাতীয় স্বার্থ'-এ অনড় জয়শংকর

মিউনিখ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রাশিয়া থেকে তেল আমদানিকে কেন্দ্র করে ভারত ও আমেরিকার কূটনৈতিক টানাপোড়েন এবার তুঙ্গে। মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও দাবি করেন, রাশিয়া থেকে তেল না কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত। তবে সেই মঞ্চে দাঁড়িয়েই বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর স্পষ্ট করেছেন, কোনও চাপের সামনে নয়, বরং 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন' ও জাতীয় স্বার্থে পরিচালিত হবে ভারতের বিদেশনীতি।

ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরুর পর ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় তেল কিনছে, যা বর্তমানে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৩৫ শতাংশ। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন এই বাণিজ্য বন্ধ করতে ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক চাপিয়েছিল। দিনকয়েক আগে সেই শুল্ক প্রত্যাহার করে ট্রাম্প দাবি করেন, ভারত রুশ তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছে। শনিবার রুবিও সেই সুরেই বলেছিলেন, 'আমাদের আলোচনায় ভারত জানিয়েছে, নতুন করে আর রুশ তেল কেনা হবে না।'

মার্কিন দাবিকে সরাসরি সমর্থন না করে জয়শংকর ভারতের সার্বভৌম অবস্থানের পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি বলেন, 'আমরা কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের প্রতি দায়বদ্ধ। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের অতীত, বর্তমান এবং

রুশ তেল নিয়ে ভারত-আমেরিকা ভিন্ন সুর

রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ। কোনও চুক্তি বা চাপের কারণে আমাদের সিদ্ধান্ত বদলাবে না।' জয়শংকরের মতে, আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে দাম ও ঝুঁকি পর্যালোচনা করে ভারতীয় তেল সংস্থাগুলি নিজেরাই আমদানির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ট্রাম্পের শুল্ক প্রত্যাহারের শর্ত এবং দেশের ভিতরে বিরোধীদের 'স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়ার' অভিযোগের মুখে জয়শংকর সতর্কভাবে দেশের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন।

ভারতীয় পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার

স্যাক্রামেন্টো ও নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়া ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বিপদ কাটছে না। অনেকেই মারা গিয়েছেন। এবারের ঘটনাটি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলে ক্যাম্পাসের এক ভারতীয় ছাত্রের দেহ উদ্ধার। সাকেত শ্রীনিবাসাইয়া নামে বছর ২২-এর ছাত্র গত সোমবার থেকে ছ'দিন নিখোঁজ ছিলেন।

শনিবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয় বার্কলে হিলসের আনজা হ্রদের কাছে। ওইখানেই তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল। কর্ণাটকের ছেলে সাকেত স্নাতকোত্তর পড়তে আমেরিকা গিয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে পরিজনদের আশা অধরাই থাকল।

সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, সাকেতের ঘটনায় তারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তাদের পক্ষ থেকে সাকেতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁর দেহ ভারতে নিয়ে যেতে আনুষ্ঠানিক সাহায্য ও পরিষেবা দিয়ে তারা সহায়তা করবে। সাকেতের দেহ উদ্ধার হলেও নিখোঁজ থাকার কারণ জানা যায়নি। কর্ণাটকের মুখ্যসচিব শালিনী রজনীশ এবিষয়ে বিদেশমন্ত্রককে চিঠি লিখেছেন।

মহাশিবরাত্রিতে শিবের বেশে... *রবিবার জম্মুতে।*

ডিজিটাল হাওয়ালায় সন্ত্রাস-ছক

শ্রীনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি : উপত্যকায় এখন আর শুধু গ্রেনেড বা পাথর নয়, জঙ্গিদের হাতে উঠে এসেছে এক অদৃশ্য অস্ত্র, 'ডিজিটাল হাওয়ালা'। জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তারক্ষীদের জালে ধরা পড়ল ৮,০০০-এরও বেশি 'মিউল অ্যাকাউন্ট', যা আদতে সন্ত্রাসের নতুন ফিন্যান্সিয়াল মেরুদণ্ড। সাধারণ মানুষের লোভকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে গড়ে উঠছে এই বিশাল 'মানি লন্ডারিং' নেটওয়ার্ক, তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ গোয়েন্দাদের।

ব্যাপারটা কী? সোজা কথায়, 'আপনার অ্যাকাউন্ট, অন্যের টাকা'। সামান্য কমিশনের লোভে পড়ে স্থানীয়রা নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ তুলে দিচ্ছে দালাল বা 'মিউলার'-দের হাতে। আর সেই অ্যাকাউন্টগুলোই হয়ে উঠছে সাইবার অপরাধীদের 'সেফ হাউজ'। এনআইএ-র কড়াকড়িতে নগদ টাকার লেনদেন বা পুরোনো হাওয়ালা রুট বন্ধ হতেই জঙ্গিরা বেছে নিয়েছে এই হাইটেক পথ। গোয়েন্দাদের দাবি, এই অ্যাকাউন্টগুলি দিয়ে পাচার হওয়া কোটি কোটি টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বদলে চলে যাচ্ছে দেশবিরোধী কাজে।

সবচেয়ে ভয়ের খবর হল, এই চক্রের শিকড় ছড়িয়ে আছে চিন, কম্বোডিয়া আর মায়ানমারে। ভিপিএন আর ভুয়ো কোম্পানির আড়ালে বসে বিদেশি প্রভুরা নিয়ন্ত্রণ করছে ভারতের অর্থনীতি ও নিরাপত্তা। এক একটি স্ক্যামারের হাতে থাকছে ১০ থেকে ৩০টি পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট, যেখানে দিনে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হচ্ছে চোখের পলকে। কেওয়াইসি-র বালাই নেই, তাই টাকা কোথায় যাচ্ছে, তা ধরা প্রায় অসম্ভব।

উপত্যকায় ভিপিএন নিষিদ্ধ করেও পুরোপুরি রাশ টানা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই 'মিউল কালচার' আসলে সন্ত্রাসেরই আর এক রূপ।

ব্রহ্মপুত্রের নীচে সড়ক-রেল সুড়ঙ্গ

গুয়াহাটি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ব্রহ্মপুত্রের নীচে দেশের প্রথম সড়ক-রেল সুড়ঙ্গ নির্মাণের মেগা প্রকল্পে সিলমোহর দিল কেন্দ্র। ১৮,৬৬২ কোটি টাকা খরচ করে নুমালীগড় ও গোহপুরের মধ্যে তৈরি হতে চলা এই প্রকল্প উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে। কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রীসভা কমিটির অনুমোদনের পর প্রকল্পটি এখন বাস্তবায়নের পথে, যা 'ইঞ্জিনিয়ারিং-প্রকিউরমেন্ট-কনস্ট্রাকশন' (ইপিসি) মডেলে তৈরি হবে।

বর্তমানে নুমালীগড় থেকে গোহপুর পৌঁছাতে কালিয়াভোমোরা হয়ে প্রায় ২৪০ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে হয়, যাতে সময় লাগে প্রায় ৬ ঘণ্টা। ৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নতুন ফোর-লেন অ্যাকসেস-কন্ট্রোলড গ্রিনফিল্ড করিডর চালু হলে সেই পথ ও সময় এক ধাক্কায় কমে আসবে। এটি শুধু ভারতের প্রথম আন্ডারওয়াটার রোড-অ্যান্ড-রেল টানেলই নয়, বিশ্বে এই ধরনের দ্বিতীয় প্রকল্প হিসেবে গণ্য হবে।

প্রকল্পটি কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান ও বিশ্বনাথ শহরের পাশ দিয়ে যাবে, যা ১১টি অর্থনৈতিক কেন্দ্র, ৮টি লজিস্টিক হাব এবং উত্তর-পূর্বের একাধিক পর্যটন

প্রকল্পে ছাড়পত্র কেন্দ্রের

কেন্দ্রকে যুক্ত করবে। কৌশলগত দিক থেকেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ভারত-চিন সীমান্তে দ্রুত সেনা মোতায়েন ও রসদ সরবরাহের ক্ষেত্রে এই সুড়ঙ্গ গেম-চেঞ্জার হতে চলেছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে উত্তর-পূর্বে সি-১৩০জে বিমানের জরুরি অবতরণ এবং এই টানেল নির্মাণ, সবই জাতীয় নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই করিডর চালু হলে অসমের পাশাপাশি অরুণাচলপ্রদেশ ও নাগাল্যান্ডের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগ দৃঢ় হবে এবং লজিস্টিক খরচ কমে ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন দিশা দেখা যাবে।

দিনকয়েক আগে শিলিগুড়ি করিডরে মাটির নীচ দিয়ে ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইন পাতার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র। তারপর এদিনের ঘোষণাকে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে মোদি সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তির উত্থান, অন্যদিকে সিকিম ও অরুণাচলপ্রদেশ সীমান্তে চিনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, দ্বিমুখী চাপ সামাল দিতে এই ধরনের কৌশলগত প্রকল্পগুলির গুরুত্ব বাড়ছে।

সম্মতি-সম্পর্কে বিয়ে না হলেও 'ধর্ষণ' নয়

নৈনিতাল, ১৫ ফেব্রুয়ারি : প্রাপ্তবয়স্ক যুগল যদি দীর্ঘদিন ধরে পারস্পরিক সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত থাকেন, তাহলে পরবর্তীকালে বিয়ে না হওয়া বা সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কারণে তাকে 'ধর্ষণ' বলে গণ্য করা যাবে না। এক মামলার পর্যবেক্ষণে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট একথা জানিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের পরিণতি বিয়ে না হওয়া মানেই প্রতারণা নয়। এমন ক্ষেত্রে ধর্ষণের মামলা দায়ের করা আইনের অপব্যবহারের শামিল।

মামলার প্রেক্ষাপট মুসৌরির এক তরুণীর অভিযোগ। সুরজ বোরা নামে এক তরুণের বিরুদ্ধে তাঁর দাবি ছিল, বিয়ের প্রতিশ্রুতি এবং ৪৫ দিনের মধ্যে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অভিযুক্ত তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। পরে সুরজ বিয়ে করতে অস্বীকার করলে তরুণী আইনের দ্বারস্থ হন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ চার্জশিট পেশ করে।

হাইকোর্টে সুরজের আইনজীবী

রায় হাইকোর্টের

পালটা যুক্তি দেন, দু'জনেই প্রাপ্তবয়স্ক এবং দীর্ঘদিন স্বেচ্ছায় সম্পর্কে ছিলেন। এফআইআরে কোথাও এমন প্রমাণ নেই যে শুরু থেকে অভিযুক্তের মনে প্রতারণার উদ্দেশ্য ছিল। এই সওয়াল শুনে বিচারপতি বলেন, 'বিয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পর্কে সম্মতি দিলেও পরে যদি বিয়ে না হয়, তবে সেই সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে যায় না।'

আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ধর্ষণের অভিযোগ টিকিয়ে রাখতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্তের শুরু থেকেই বিয়ের ইচ্ছা ছিল না। শুধু শারীরিক সম্পর্কের উদ্দেশ্যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বারবার সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক এটাই প্রমাণ করে যে, এটি একটি 'পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক। এই যুক্তিতে হাইকোর্ট সুরজ বোরার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ২০২৩-এর চার্জশিট বাতিল করে এবং মামলাটি খারিজ করে দেয়।

থারুরের আক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : 'দেশি গার্ল' প্রিয়াংকা চোপড়ার সান্নিধ্য পেতে চান না এমন মানুষের সংখ্যা নেই বললেই চলে। বলিউড থেকে হলিউড, সেই ভিড়ে নাম লেখাতে মরিয়া অনেকেই। এহেন বিশ্বসুন্দরীর সঙ্গে এক মঞ্চে থাকার কথা ছিল তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত হয়েছিল বিশ্ব মঞ্চে ভারতের পরিবর্তনশীল অবস্থানের বিষয়ে একটি কনফারেন্স। ওই আলোচনা সভায় বক্তা হিসাবে আমন্ত্রণ ছিল শশী থারুর এবং প্রিয়াংকা চোপড়ার। কিন্তু থারুর এবং প্রিয়াংকা বক্তব্য রাখেন আলাদা ভাবে। দুঃখ করে থারুরের পোস্ট, 'ইস! এক হওয়া আর হল না।' কংগ্রেস নেতার মন্তব্যের পরই কমেন্ট সেকশন ভরে যায় নেটিজেনদের মিম আর মজার পোস্টে। একজন লিখেছেন, 'আপনি এখনও মনে মনে তরুণই আছেন। বয়স কেবল সংখ্যামাত্র।' আবার একজন লিখেছেন, 'সম্ভবত এই প্রথমবার আপনি আপনার আকর্ষণ দেখাতে মিস করে গেলেন। নিক খুব লাকি।'

হেডফোন ছাড়া গানে শান্তি বিমানে

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আপন মনে কিছু ভাবছেন। আচমকা বিকট শব্দে ঘোর কাটল। পাশ থেকে উড়ে এল তারস্বরে গান বা রিলের শব্দ। সৌজন্যে নাম না জানা সহযাত্রী। বাস-ট্রেনে এমন ঘটনা নিত্যদিনের। ইদানীং একই অভিজ্ঞতা মিলছে বিমানযাত্রাতেও। এবার তা ঠেকাতে সক্রিয় হল খোদ অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। বিমানে সহযাত্রীদের বিরক্তির কারণ হলে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে। সম্প্রতি লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে কড়া বার্তা দিয়েছেন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহল। তিনি জানিয়েছেন, বিমানে তারস্বরে গান বাজানো বা ভিডিও দেখা এখন থেকে 'অশান্ত আচরণ' হিসেবে গণ্য হবে।

মন্ত্রী জানান, এ নিয়ে আলাদা করে কোনও আইন আনা না হলেও ১৯৩৭-এর 'এয়ারক্রাফট রুলস' অনুযায়ী বিশৃঙ্খল যাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ

হুঁশিয়ারি কেন্দ্রের

- নিয়ম ভাঙলে যাত্রীকে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া এবং আকাশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি
- বিশৃঙ্খল যাত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী 'পাইলট-ইন-কমান্ড'
- অভিযুক্তের জেল, জরিমানা দুই হতে পারে
- বিমানে অনুমতি ছাড়া ভিডিও ব্লগিং এবং ছবি তোলায় বিধিনিষেধ

রয়েছে। কোনও যাত্রীর আচরণ যদি অন্য যাত্রী বা বিমানকর্মীদের অস্বস্তির কারণ হয় বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, তবে বিমান সংস্থা সংশ্লিষ্ট যাত্রীকে বিমান থেকে নামিয়ে দিতে পারে। এমনকি ভবিষ্যতে তাঁর আকাশপথে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হতে পারে। উড়ানের সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে 'পাইলট-ইন-কমান্ড' ওই যাত্রীকে নিয়ন্ত্রণে আনার বা আটকানোর পূর্ণ অধিকার রাখেন। নিয়ম ভাঙলে জেল-জরিমানার মতো কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে পারেন অভিযুক্ত যাত্রী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আরও বক্তব্য, বিমান সংস্থার নিজস্ব 'ইন-ফ্লাইট এন্টারটেইনমেন্ট' সিস্টেম বা বোর্ডিং-এর সময় বাজানো হালকা সুর এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে। মূলত ব্যক্তিগত মোবাইল বা স্পিকারে ইয়ারফোন ছাড়া শব্দ ছড়ানোই বিশৃঙ্খল আচরণ হিসেবে ধরা হবে। পাশাপাশি অনুমতি ছাড়া বিমানে ভিডিও ব্লগিং এবং ছবি তোলার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী।

সম্প্রতি বিমানে যাত্রীদের অভব্য আচরণ বাড়তে থাকায় কেন্দ্রের কড়া অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এখন থেকে মাঝআকাশে সহযাত্রীদের শান্তি বিঘ্নিত করলে আইনি গেরোয় পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

সহজে শিখি ইংরেজি ব্যাকরণ

পীযূষ সূত্রধর, *শিক্ষক*
তপসীখাতা উচ্চবিদ্যালয়
আলিপুরদুয়ার

ইংরেজি গ্রামার সেকশনে Voice বা বাচ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইংরেজিতে সঠিক বাক্য গঠন তথা Writing Skill-এ পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে Tense বা কাল, Narration Change, Vocabulary বা শব্দভাণ্ডার ইত্যাদি সমৃদ্ধ করবার পাশাপাশি ভালোভাবে Voice বা বাচ্য জানাটা ভীষণ জরুরি।

Voice বা বাচ্য সাধারণত দুই প্রকারের- Active Voice(কর্তৃবাচ্য) ও Passive Voice(কর্মবাচ্য)। এছাড়াও আর একটি বাচ্য রয়েছে। যাকে বলা হয় Quasi-Passive Voice বা কর্ম-কর্তৃ বাচ্য।

Active Voice বা কর্তৃবাচ্য :

যে sentence-এ subject নিজে সক্রিয়ভাবে কাজটি করে সেই sentence-এ verb-এর active voice হয়।

When the subject of the verb is the person or the thing that performs the action of the verb in a sentence, the verb is in the Active Voice.

Passive voice বা কর্মবাচ্য :

যে sentence-এ subject নিজে সক্রিয়ভাবে কাজটি করে না বরং subject নিষ্ক্রিয় থাকে সেই sentence-এ verbটি passive voice-এ রয়েছে।

When in a sentence the subject receives the action instead of performing it, the verb in that sentence is said to be in Passive Voice.

অর্থাৎ Active Voice-এ কর্তা নিজে কাজ করে বা সক্রিয় থাকে।

যেমন: Amritesh draws a picture. এই বাক্যে Subject হল Amritesh। Subject নিজেই ছবি আঁকে। এখানে subject সক্রিয়। এই Sentence-কে Passive Sentence-এ রূপান্তরিত করলে হবে- A picture is drawn by Amritesh.

উপরের দ্বিতীয় বাক্যটি লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, এই বাক্যে Subject- A picture নিজে সক্রিয়ভাবে কিছু করছে না। বরং এই Sentence -এ subject টি নিষ্ক্রিয় থাকছে।

এবারে Voice বা বাচ্য পরিবর্তন কীভাবে করতে হয় তা বিশদভাবে জানব। Voice Change বা বাচ্য পরিবর্তন ভালোভাবে রপ্ত করতে হলে Tense বা কাল জানতে হবে। Tense ধরে ধরে Voice Change বা বাচ্য পরিবর্তন কীভাবে করতে হয় তা প্রথমে শেখা যাক :

Simple present tense:

Passive structure : Object-এর subject + am/is/are + verb-এর past participle form + by + subject-এর object।

Active: I eat rice.

Passive: Rice is eaten by me.

Negative Active: I do not eat rice.

Negative Passive: Rice is not eaten by me.

এখানে লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, Active Voice-এর Subject - I হয়েছে Passive voice এ object -me এবং Active Voice এর object- rice, passive voice-এ Subject হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। Voice Change-এর ক্ষেত্রে subject object এবং object subject হয় প্রতিটি Tense-এর ক্ষেত্রে। Simple Present tense এ Passive Voice-এ পরিবর্তন করার সময় Subject singular number হলে তারপর is এবং Plural number হলে are বসে। মনে রাখতে হবে যে কোনও Passive Voice-এ Verb বা ক্রিয়াপদ সব সময় Past Participle form-এ ব্যবহৃত হয়। Passive Sentence-এ object-এর পূর্বে সাধারণত by বসে। এছাড়াও কিছু কিছু verb-এর ক্ষেত্রে at, with, to ইত্যাদি বসতে পারে।

এছাড়াও Negative Sentence-কে Active থেকে Passive এ পরিবর্তন উপরে দেওয়া হয়েছে।

Present Continuous tense:

Passive structure: Object-এর subject + am/is/are + being+ verb-এর past participle form + by + subject-এর object।

Active: We are playing cricket.

Passive : Cricket is being played by us.

Negative Active : We are not playing cricket.

Negative Passive: Cricket is not being played by us.

এই ক্ষেত্রে Passive Voice-এ পরিবর্তন করতে হলে অতিরিক্ত being আনতে হয়।

Present Perfect Tense:

Passive Structure: Object-এর subject + has/have + been + verb-এর past participle form + by + subject-এর object।

Active: They have done it.

Passive : It has been done by them. *(চলবে)*

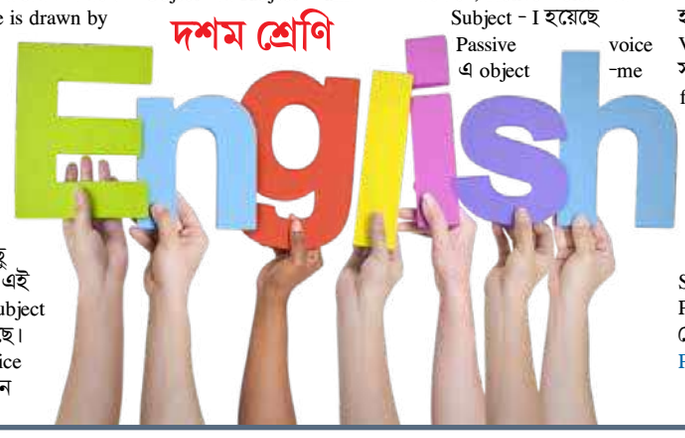

গাছ ও পোকার আন্তঃসম্পর্ক

ডঃ সোমা দাশ, *শিক্ষক*
নজরুল শতবার্ষিকী হাইস্কুল
ফাঁসিদেওয়া, শিলিগুড়ি

পৃথিবীতে সবুজ উদ্ভিদ হল উৎপাদক আর প্রাণীরা খাদক অর্থাৎ তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এই খাদকদের মধ্যে রয়েছে পতঙ্গরাও। পতঙ্গদের হাত থেকে বাঁচতে উদ্ভিদ তার অস্ত্রাগারে যোগ করেছে একের পর এক জটিল রাসায়নিক। অপর পক্ষে তৃণভোজী পতঙ্গরাও এইসব রাসায়নিক পদার্থ হজম করার জন্য নিজেদের বিপাকীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। এইভাবে যেন উদ্ভিদ ও তৃণভোজী পতঙ্গদের মধ্যে চলছে এক জটিল অভিব্যক্তিগত অস্ত্র প্রতিযোগিতা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আবার এমন পোকাও আছে যারা তৃণভোজী পোকাদের সরাসরি খেয়ে বা পোষক হিসেবে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে।

তৃণভোজী পতঙ্গদের আমরা বলতে পারি গাছের শত্রুপোকা আর তৃণভোজী পতঙ্গদের যারা নিজেরা সরাসরি খায় বা অপরিণত লার্ভাদের জন্য পোষক হিসেবে ব্যবহার করে গাছের উপকার করে তাদের আমরা বলতে পারি গাছের বন্ধুপোকা। গাছ, তাদের শত্রুপোকা এবং বন্ধুপোকাদের মধ্যেকার এই খাদ্য-খাদক সম্পর্ককে আমরা বলতে পারি ত্রিস্তরীয় পুষ্টি সম্পর্ক।

গাছের বন্ধুপোকা

গাছের বন্ধুপোকাদের মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন খাদক বা প্রিডেটর এবং প্যারাসাইটয়েড।

প্রিডেটর : এরা পরিণত বা লার্ভা দশায় সরাসরি তৃণভোজী পতঙ্গদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। যেমন, লেডি বার্ড বিটল (*Coccinella septempunctata, Coccinella transversalis* ইত্যাদি) তাদের পরিণত ও লার্ভা উভয় দশায় চায়ের কচি পাতা ও কাণ্ডের রস শোষণকারী পোকা এফিড (*Toxoptera aurantii*)-এর,

একাদশ শ্রেণি
পরিবেশবিদ্যা

অপরিণত ও পরিণত দশাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তাই লেডি বার্ড বিটল এফিডের প্রাকৃতিক শত্রু আর চা গাছের বন্ধুপোকা।

প্যারাসাইটয়েড : এইসব পতঙ্গের অপরিণত দশা অন্য কোনও পোষক পতঙ্গের এক বা একাধিক দশার উপর বাঁচার জন্য নির্ভরশীল এবং অপরিণত দশায় পোষককে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বড় হয়। ফলে পোষক পতঙ্গটি ক্রমে মারা যায়। প্যারাসাইটয়েডদের মধ্যে পরজীবী বা প্যারাসাইট এবং খাদক বা প্রিডেটরদের মিলিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, নির্দিষ্ট প্রজাতির প্যারাসাইটয়েড নির্দিষ্ট প্রজাতির পতঙ্গকে পোষক হিসেবে গ্রহণ করে। উদাহরণ : ক্ষুদ্র বোলতা জাতীয় পতঙ্গ *Cotesia sp.* চায়ের পোকা লুপার ক্যাটারপিলার (*Hyposidra talaca*)-এর উপর প্যারাসাইটয়েড। *Cotesia sp.* লুপার ক্যাটারপিলারের দেহের ভিতর ডিম পাড়ে। ডিমগুলি লুপারের দেহের ভেতরেই ফোটে এবং লুপারকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বড় হতে থাকে। লুপারটি কিন্তু বেঁচে থাকে। পরবর্তীতে বোলতার লার্ভাগুলি যখন পরিণত হয়ে যায়, তখন তারা লুপারের দেহের ভেতর থেকে বেরিয়ে কোকুন তৈরি করে পিউপা দশায় প্রবেশ করে এবং তখন লুপারটি মরে যায়।

গাছ কি বন্ধুপোকাদের আকর্ষণ করে?

গবেষণায় অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যখন কোনও পোকা গাছের কোনও অংশ যেমন পাতাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তখন গাছ বিশেষ কিছু উদ্বায়ী রাসায়নিক তৈরি করতে পারে যা প্রিডেটর এবং প্যারাসাইটয়েড অর্থাৎ গাছের বন্ধুপোকাদের আকর্ষণ করে। এইভাবে ত্রিস্তরীয় পুষ্টি সম্পর্কের মাধ্যমে গাছ নিজের প্রতিরক্ষাকে মজবুত করার চেষ্টা চালায়।

প্রিডেটর এবং প্যারাসাইটয়েডদের গুরুত্ব :

তৃণভোজী পতঙ্গদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রকৃতিতে প্রিডেটর এবং প্যারাসাইটয়েডদের গুরুত্ব অপরিসীম। তারা তৃণভোজী পতঙ্গদের প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার জন্য পরিবেশবান্ধব কৃষিকার্যে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রিডেটর ও প্যারাসাইটয়েডদের ওপর প্রচুর গবেষণা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সফলভাবে তাদের ব্যবহারও হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে সঠিকভাবে এদের ব্যবহার করতে পারলে রাসায়নিক কীটনাশকবিহীন জৈব চাষ অনেক সহজ হবে।

প্রশ্নোত্তরে ইতিহাসের ধারণা

অনামিকা কুণ্ডু দত্ত, *শিক্ষক*
ফাঁসিদেওয়া লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল (এইচএস), ঘোষপুকুর, শিলিগুড়ি

দশম শ্রেণি
ইতিহাস

❑ 'জীবনের ঝরাপাতা' আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ- সরলা দেবী চৌধুরানি।
❑ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাটি কোন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র?
উঃ-ইংরেজি ভাষার (সাপ্তাহিক পত্রিকা)।
❑ 'The Sea Around us' বইটির লেখক কে?
উঃ- র‍্যাচেল কারসন।
❑ আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ কবে প্রথম পালিত হয়?
উঃ- ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে।
❑ 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের কোন রাজ্যের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে?
উঃ- কাশ্মীর রাজ্যের।
❑ 'বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট' কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
❑ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর নাম কী?
উঃ- A Nation in Making
❑ 'কেশরী' ও 'মারাঠা' পত্রিকা দুটির সম্পাদক কে ছিলেন?
উঃ- বাল গঙ্গাধর তিলক।
❑ 'History from below' কার লেখা?
উঃ- ই পি থমসন।
❑ CSIR-এর পুরো নাম কী?
উঃ- Council of Scientific and Industrial Research.
❑ ভারতবর্ষে কবে থেকে জনগণনা শুরু হয়?
উঃ-১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে।
❑ ভারতের লিখিত প্রথম স্থানীয় ইতিহাসমূলক গ্রন্থ কোনটি?
উঃ রাজতরঙ্গিনী।
❑ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটি কে প্রথম প্রকাশ করেন?
উঃ- দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
❑ 'এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উঃ- আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।
❑ ভারতে কবে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়?
উঃ- ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে।
❑ 'বেঙ্গল গেজেট' প্রথম কবে প্রকাশিত হয়?
উঃ- ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে।
❑ 'India Wins Freedom' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ- মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।
❑ 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারটি কীসের সঙ্গে যুক্ত?
উঃ- চলচ্চিত্রের সঙ্গে।
❑ বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনীর নাম কী ছিল?
উঃ- সত্তর বৎসর।
❑ ভারতের নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার জনক কে?
উঃ- রণজিৎ গুহ।
❑ ভারতীয়দের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উঃ হিন্দু পেট্রিয়ট।
❑ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক সাময়িক পত্রিকার নাম কী?
উঃ- দিগদর্শন।
❑ 'History of British India'-গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ জেমস মিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

সুদীপ্ত ঘোষ, *শিক্ষক*
মণিভিটা উচ্চবিদ্যালয়
উত্তর দিনাজপুর

চতুর্থ সিমেস্টারের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। এই অধ্যায়গুলি থেকে ২ নম্বরের পাঁচটি, ৪ ও ৬ নম্বরের তিনটি করে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য আসন্ন চতুর্থ সিমেস্টারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক - মূল ধারণা এবং রাজনৈতিক মতবাদসমূহ

এই অধ্যায় থেকে একটি ২ নম্বরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও একটি ৬ নম্বরের ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন আসবে।

প্রশ্নমান ২

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়? ২. কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। ৩. আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে কী বোঝায়? ৪. "Politics Among Nation" গ্রন্থটি কার লেখা? ৫. আদর্শবাদের কয়েকজন প্রবক্তার নাম লেখ। ৬. বাস্তববাদের কয়েকজন প্রবক্তার নাম লেখ। ৭. কয়েকজন উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিকের নাম লেখ।

প্রশ্নমান ৬

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২. উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৩. মার্কসীয় তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

প্রধান আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ

এই অধ্যায় থেকে ২ নম্বরের একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও ৪ নম্বরের একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।

প্রশ্নমান ২

১. কোন চুক্তির মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্ম হয়। ২. ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুটি দুর্বলতা লেখ। ৩. সার্ক কবে গঠিত হয়েছিল। ৪. সার্কের দুটি উদ্দেশ্য লেখ। ৫. SAFTA -এর পুরো কথাটি কী? ৬. SAPTA -এর পুরো কথাটি কী? ৭. আসিয়ানের দুটি উদ্দেশ্য লেখ ।

প্রশ্নমান ৪

১. ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত যে কোনও চারটি সংস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর ২. ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্দেশ্যগুলি লেখ। ৩. সার্ক কি একটি সফল সংগঠন - মূল্যায়ন কর। ৪. আসিয়ানের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

বিশ্বায়ন

এই অধ্যায় থেকে একটি ৬ নম্বরের ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।

প্রশ্নমান ৬

১. বিশ্বায়নের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে আলোচনা কর ২. ভারতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল উল্লেখ কর। ৩. ভারতে বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগসমূহ

এই অধ্যায় থেকে একটি ২ নম্বরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর এবং একটি ৬ নম্বরের ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। বলে রাখা ভালো এই অধ্যায়টি বেশ বিস্তৃত এবং অনেকগুলো বিষয় এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের শাসন বিভাগ, ভারতের আইন বিভাগ, ভারতের বিচার বিভাগ এতগুলো বিষয় এই অধ্যায়ে রয়েছে। কাজেই এই অধ্যায় থেকে কী প্রশ্ন আসবে সেটার আগাম অনুমান করা যথেষ্ট কঠিন। তবুও ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য কয়েকটি দুই নম্বরের প্রশ্ন এবং কয়েকটি ছয় নম্বরের প্রশ্ন এখানে উল্লেখ করা হল।

প্রশ্নমান ২

১. রাষ্ট্রপতি তাঁর পদত্যাগপত্র কার কাছে পেশ করেন এবং তিনি কী কারণে পদচ্যুত হন । ২. ইমপিচমেন্ট বলতে কী বোঝো ৩. ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে কয় ধরনের VETO ক্ষমতা রয়েছে ও সেগুলো কী কী। ৪. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচক সংস্থা কাদের নিয়ে গঠিত হয়। ৫. কোটা কী? ৬. কিচেন ক্যাবিনেট বলতে কী বোঝো। ৭. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝো। ৮. ভারতের অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা বলতে কী বোঝো। ৯. সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কীভাবে নিযুক্ত হন। ১০. কেন সুপ্রিম কোর্টকে গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা বলা হয় । ১১. PIL-এর পুরো কথাটি কী ১২. ক্রেতা সুরক্ষা আদালত কয় প্রকার ও কী কী?

প্রশ্নমান ৬

১. ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কাজ আলোচনা কর। ২. ভারতের যে কোনও অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের ক্ষমতা আলোচনা কর। ৩. লোকসভার স্পিকারের ক্ষমতা ও কাজ আলোচনা কর। ৪. ভারতের সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও কাজ আলোচনা কর। ৫. হাইকোর্টের গঠন ও কাজ উল্লেখ কর।

সমকালীন ভারতে নাগরিক সমাজের আন্দোলনসমূহ

এই অধ্যায় থেকে একটি ২ নম্বরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও একটি ৪ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।

প্রশ্নমান ২

১. সিভিল সোসাইটি কাকে বলে? ২. হেগেল নাগরিক সমাজ বলতে কী বুঝিয়েছেন? ৩. ভারতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সমাজের আন্দোলনের নাম উল্লেখ কর। ৪. ভারতে স্বাধীনতার পূর্বে কিছু নাগরিক সমাজের আন্দোলন উল্লেখ কর। ৫. নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। ৬. চিপকো আন্দোলনের কয়েকজন নেতার নাম উল্লেখ কর।

প্রশ্নমান ৪

১. নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কারণগুলি উল্লেখ কর। ২. নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের গুরুত্ব লেখ। ৩. চিপকো আন্দোলনের পেছনে কী কী কারণ ছিল? ৪. চিপকো আন্দোলনের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

সংবিধান সংশোধন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

এই অধ্যায় থেকে একটি ২ নম্বরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও একটি ৪ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।

প্রশ্নমান ২

১. ৩৬৮ নং ধারায় উল্লেখিত সংবিধান সংশোধনের দুটি পদ্ধতি উল্লেখ কর। ২. ৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইনে বর্ণিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরের নাম উল্লেখ কর। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কীভাবে নিযুক্ত হন। ৪. গ্রাম সংসদ কাদের নিয়ে গঠিত হয়। ৫. পঞ্চায়েত সমিতি কাদের নিয়ে গঠিত হয়। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের দুটি উৎস লেখ। ৭. ওয়ার্ড কমিটি কী? ৮. পুরসভার দুটি আবশ্যিক কাজ লেখ।

প্রশ্নমান ৪

১. ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুসারে ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখ। ২. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজগুলি আলোচনা কর ৩. জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কাজ সংক্ষেপে লেখ। ৪. কলকাতা কর্পোরেশনের গঠন সম্পর্কে লেখ ।

প্রশ্নোত্তরে পরিবেশের জন্য ভাবনা

গার্গী চন্দ, *শিক্ষক*
উডরিজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
শিলিগুড়ি

বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন(MCQ)

প্রশ্নমান 1

1. বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে ঝড়-বৃষ্টি হয়, তার নাম হল
a) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার b) মেসোস্ফিয়ার c) থার্মোস্ফিয়ার d) ট্রোপোস্ফিয়ার
উত্তর : d) ট্রোপোস্ফিয়ার

2. স্ট্র্যাটোপজ-এর উষ্ণতা হল–
a) 0^0C b) 50^0C c) -50^0C d) 100^0C
উত্তর : a) 0^0C

3. সর্বাধিক গ্রিনহাউস প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্যাস হল–
a) CO_2 b) CFC c) CH_4 d) N_2O
উত্তর : CO_2

4. বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের ঘনত্ব পরিমাপক এককের নাম–
a) ডেসিবেল b) ডাইন c) হার্জ d) ডবসন
উত্তর : ডবসন

5. হিমায়ক যন্ত্রে কোন ওজোন স্তর বিনাশকারী গ্যাস বর্তমান?
a) N_2O b) CFC c) CCl_4 d) NO
উত্তর : b) CFC

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর :

প্রশ্নমান 1

1. গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি কোন রশ্মি শোষণ করে বায়ুমণ্ডলের তাপ আবদ্ধ করে?
উ : দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মি(IR)।

2. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে মেরুজ্যোতি দেখা যায়?
উ : থার্মোস্ফিয়ার স্তরে মেরুজ্যোতি দেখা যায়।

3. CFC এর পুরো নাম কী?
উ : ক্লোরোফ্লুরো কার্বন।

4. বায়োগ্যাসকে গোবর গ্যাস বলা হয় কেন?
উ : বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি যে কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় তা হল গোবর। এজন্য বায়োগ্যাসকে গোবর গ্যাস বলা হয়।

5. কোন জ্বালানির তাপন মূল্য সবচেয়ে বেশি?
উ : হাইড্রোজেন।

6. একটি জ্বালানির জ্বলনবিন্দু 80^0C বলতে কী বোঝায়?
উ : উক্তিটির অর্থ হল, ওই জ্বালানি 80^0C উষ্ণতায় পৌঁছালে তার দহন শুরু হয়।

7. কোন গ্যাসকে 'Fire Ice' বলা হয়?
উ : মিথেন হাইড্রেট-কে।

8. ভারতে বায়োডিজেল প্রস্তুত করা হয় এমন এক উদ্ভিদের নাম লেখো।
উ : জ্যাট্রোফা গাছের বীজ থেকে।

9. CO_2, CFC, CH_4 ও N_2O প্রভৃতি গ্যাসগুলিকে বিশ্ব উষ্ণায়নে অবদান অনুযায়ী নিম্নক্রমে সাজাও-
উ : CO_2>CH_4>CFC >N_2O

10. হ্যালোন কী?
উ : ব্রোমিন সমন্বিত একপ্রকার

দশম শ্রেণি
ভৌতবিজ্ঞান

হ্যালোহাইড্রোকার্বন যা অগ্নিনির্বাপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাকেই হ্যালোন বলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তক প্রশ্ন :

প্রশ্নমান 2

1. গ্রিনহাউস প্রভাবের উপযোগিতা কী?
উ : যদি ভূসংলগ্ন বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি না থাকত, তবে ভূপৃষ্ঠ কর্তৃক বিকিরিত তাপ মহাশূন্যে ফিরে যেত। সেক্ষেত্রে ভূসংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা দাঁড়াত প্রায় –30^0C। এই উষ্ণতায় জীবকুলের বেঁচে থাকা সম্ভব হত না।

2. জ্বালানির তাপন মূল্য কাকে বলে? এর একক কী?
উ : একক ভরবিশিষ্ট কোনও জ্বালানির সম্পূর্ণ দহনে যে পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে ওই জ্বালানির তাপন মূল্য বলে। এর সাধারণ একক হল কিলোজুল/কেজি।

3. পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস বলতে কী বোঝো? উদাহরণ দাও :
উ : যেসব শক্তির উৎস কখনও শেষ হয় না বা যাদের থেকে বারবার শক্তি আহরণ করা যায় তাদের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস বলে।
উদাহরণ – সৌরশক্তি, ভূতাপ শক্তি ইত্যাদি।

4. গ্লোবাল ওয়ার্মিং হ্রাসের দুটি উপায় লেখো।
উ: (i) CFC-এর ব্যবহার ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।
(ii) জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে, দূষণহীন বিকল্প শক্তি যেমন- বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

5. জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়?
উ : এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। জোয়ার-ভাটার শক্তি কাজে লাগিয়ে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করা যায়।

6. ওজোন স্তর ধ্বংসে CFC -এর ভূমিকা উল্লেখ করো।
উ : CFC -তে মূলত CF_2Cl_2 ও $CFCl_3$ থাকে। অতিবেগুনি রশ্মির আঘাতে CFC বিয়োজিত হয়ে যে সক্রিয় Cl-পরমাণু উৎপন্ন করে তা ওজোনকে অক্সিজেনে পরিণত করে।

7. স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?
উ : ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না করে যখন মানবজাতির উন্নয়নের কাজে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে ওই সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলে।

পাক-বধে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ভেনাস মোড়ে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ম্যাচ তখনও শেষ হয়নি। প্রথম ইনিংসে ঈশান কিষানের ঝোড়ো ইনিংসের জোরে ভারত বোর্ডে তুলেছে ১৭৫ রান। পাকিস্তান ব্যাটে নামবে। তার মধ্যেই বাগরাকোটে শিবরাত্রির শোভাযাত্রায় সাউন্ড বক্সে বেজে উঠল 'জিতেগা ভাই জিতেগা, ইন্ডিয়া জিতেগা।' আর সেই তালে তালে উল্লাসে মেতে উঠলেন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই পাকিস্তানকে ভারত দুরমুশ করার পর অবশ্য শুধু বাগরাকোট নয়, 'ভারত মাতা কি জয়'-এর সঙ্গে 'ব্যোম ভোলে' গানে উৎসবমুখর চেহারা নিল গোটা ভেনাস মোড়। চলল আবির খেলা। ভারতীয় ক্রিকেটারদের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন উপস্থিত সকলে। রবিবার শিবরাত্রির সঙ্গে এভাবেই জুড়ে গেল টিম ইন্ডিয়ার পাক-বধ।

শিবরাত্রিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতে সকাল থেকেই ছিল চিরাচরিত উত্তেজনা। শিব মন্দিরগুলোতে পুণ্যার্থীরা ভিড় করছিলেন। সাউন্ড বক্সে শিবরাত্রি-স্পেশাল গানই দিনভর বেজেছে। তবে ভারত পাকিস্তানকে ৬১ রানে হারিয়ে দেওয়ার পর খেলার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল ধর্মীয় উৎসব। রাতে ভেনাস মোড়ের সেলিব্রেশনে দাঁড়িয়ে তমাল বিশ্বাস, নন্দন রায়রা স্বীকার করে নিলেন, এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ যে এতটা একপেশে হবে, সেটা সত্যি কথা বলতে তাঁরা ভাবতে পারেননি। তিলক বিশ্বাস নামে এক তরুণ বললেন, 'রবিবার ছুটির দিন। সকাল থেকে ম্যাচটা দেখব বলে অপেক্ষা করছিলাম। ইন্ডিয়া তো পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিল। পাকিস্তান কোনও লড়াই দিতে পারেনি। পাকিস্তান যতই বোলার নিয়ে আসুক না কেন, আমি জানতাম ইন্ডিয়াই জিতবে।'

খেলা শেষে এদিন ট্রলির মতো বিশাল সাইজের একটা সাউন্ড বক্স নিয়ে ভেনাস মোড়ে হাজির হন মৃন্ময় দাস। এসেই তিনি চালিয়ে দেন 'চক দে ইন্ডিয়া'। সেই গানের সুরে দু'হাত তুলে নাচ শুরু করেন উপস্থিত তরুণ-তরুণীরা। সেখানে বোনকে নিয়ে এসেছিলেন ভাস্বতী দত্ত। আবির খেলার মধ্যেই তিনি বোনকে এশিয়া কাপের সঙ্গে এবারের খেলার পার্থক্য বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। তাঁর কথায়, 'গত এশিয়া কাপে ভারত তিনবার পাকিস্তানকে হারানোর পর তিনবারই সেলিব্রেশনে বেরিয়েছিলাম। এবারের ম্যাচটা নিয়ে একটু চিন্তা হচ্ছিল। এত তাড়াতাড়ি খেলার রেজাল্ট পরিষ্কার হয়ে যাবে, সেটা সত্যিই ভাবা যায় না।'

মহানন্দাপাড়ায় একসঙ্গে বসে আড্ডা দিতে দিতে খেলা দেখছিলেন ভানু দাস, বিপ্লব রায়রা। প্রথম ইনিংসে ঈশান যখন লম্বা লম্বা ছক্কা হাঁকাচ্ছেন তখন ভানু বলে উঠলেন, 'সত্যি কথা বলতে পাকিস্তান তো ধোপে টিকবে বলে মনে হচ্ছে না।' তবে তাঁর মতে, 'এবারের উন্মাদনা আগের তুলনায় একটু কম।' এমনিতেই শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সারাদিন রাস্তায় মানুষের ভিড় ছিল, রাতে ভারতের জয়ের পর তা কার্যত রূপ নিল জনজোয়ারে।

কলম্বোয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ জয়ের পর শিলিগুড়িতে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। রবিবার হিলকার্ট রোডে সূত্রধরের তোলা ছবি।

ল্যাবরেটরির টোপ দিয়ে পড়ুয়াদের ধোঁকা

জায়গা বদলে ফাঁদ স্বাস্থ্যশিক্ষাকেন্দ্রের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বছর পাঁচেক আগে শুরু হলেও একাধিকবার জায়গা পরিবর্তন করেছে দেবীডাঙ্গার প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশন। প্রথমে এই ইনস্টিটিউশন উৎপলনগরে একটি কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ে শুরু হয়েছিল। বছরখানেক আগে সেই জায়গা থেকে দেবীডাঙ্গার নির্মীয়মাণ কমার্সিয়াল কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলায় আনা হয়। প্রতারিত পড়ুয়াদের কথায়, প্রথম থেকেই ইনস্টিটিউশনে কোনও ল্যাবরেটরি ছিল না।

বছরখানেক আগে এই ইনস্টিটিউশন থেকেই ল্যাব টেকনলজি নিয়ে পাশ আউট করেছেন আনিশ গুরুং। তিনি বলেন, 'প্রথম থেকেই আমরা বলে আসছিলাম, ল্যাবরেটরি কোথায়? স্যারেরা বলতেন, নতুন বিল্ডিং নেওয়া হবে। নতুন বিল্ডিং নেওয়ার পরেও দেখা গেল, কোনও ল্যাবরেটরি নেই। এরপর মিলন মোড়ের একটি বিল্ডিং দেখিয়ে বলা হল, সেখানে কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি করা হবে। এই করতে করতেই আমার কোর্স শেষ হয়ে গেল। ল্যাবরেটরিও এতদিন তৈরি হল না।'

এদিকে, প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা খরচের পরেও প্রতিশ্রুতিমতো কাজ না পেয়ে দিশেহারা পড়ুয়ারা। এদিন এব্যাপারেই কথা হচ্ছিল বিমলা তামাংয়ের সঙ্গে। বিমলা ২০২৪ সালের পাশ আউট। অপারেশন থিয়েটার টেকনলজি নিয়ে তিনি পড়াশোনা করেছেন। বিমলা বলছিলেন, 'অপারেশন থিয়েটার টেকনলজির কোথাও খালি পদের বিজ্ঞাপন দেখলেই আমি চলে যাচ্ছি। ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় সার্টিফিকেট দেখানোর পরেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমি এই পদের জন্য এলিজেবল নই। পুরো টাকা, সময় সবটাই তো নষ্ট হয়ে গেল।'

- একাধিকবার অফিসের জায়গা বদল করেছে দেবীডাঙ্গার প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশন
- ভাঁজপত্রে প্লেসমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় বড় সংস্থার লোগো ব্যবহার করেছিল এই চক্র
- কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি হবে হবে করে ভুল বোঝানো হত পড়ুয়াদের
- প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা খরচ করে পড়েও কাজ না পেয়ে দিশেহারা পড়ুয়ারা

কথা বলার সময় চোখে জল চলে এসেছিল নোমা থাপার। নোমা রেডিওলজি ও ইমেজিং টেকনলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি বলছিলেন, 'বাবা ঋণ নিয়ে দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছেন। কোথাও কেন কাজ পাচ্ছিলাম না? সেটাই মনে প্রশ্ন জাগছিল। এবারে সব পরিষ্কার।' এদিকে, প্রতিষ্ঠানের ভাঁজপত্রে থাকা তথ্যগুলোকে সামনে রেখেই পুলিশ হেপাজতে পাওয়া পাঁচজনকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

পুলিশ এখন জানতে চাইছে, দাবিমতো প্লেসমেন্ট কেন কোনও পড়ুয়া পেল না? সুরেন্দ্র গিরি কেন পালিয়ে রয়েছেন? কোথায় পালিয়ে রয়েছেন সুরেন্দ্র?

পুলিশ সূত্রে খবর, সার্টিফিকেটে ভোকেশনাল কোর্সের উল্লেখ থাকলেও সে সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এখনও পাওয়া যায়নি। পড়ুয়াদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে বিশেষ পন্থা নিয়েছিল এই চক্র। ভাঁজপত্রে প্লেসমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিপরিচিত বড় বড় সংস্থার লোগো ব্যবহার করেছিল এই চক্র। এমনকি বছরখানেক আগে দেবীডাঙ্গায় ইনস্টিটিউশনের অফিস পরিবর্তনের সময় মেয়র গৌতম দেবকে দিয়ে উদ্বোধনও করা হয়েছিল। মেয়র বলছিলেন, 'সবসময় ক্রেডেনশিয়াল দেখে প্রোগ্রামে যাওয়া হয় না। সারাদিনে প্রচুর প্রোগ্রাম থাকে।'

মেলা শেষে মাঠে আবর্জনার পাহাড়

ফুলমেলা শেষ হলেও স্টেডিয়ামে মেলার মাঠে পড়ে রয়েছে জঞ্জাল।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ির দীপঙ্কর দে কাজে এসেছিলেন শিলিগুড়ি শহরে। ঘুরছিলেন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণ দূর থেকে দেখে তাঁর মনে হয় কোনও মেলা চলছে। ভাবলেন একটু সময় কাটানো যেতে পারে। কাছে গিয়ে দেখলেন শুধুই আবর্জনা আর কাঠামো। জানতে পারলেন মেলা শেষ হয়েছে ১০ তারিখেই। এতদিন পরও এই অবস্থা দেখে একটু ভ্রূ কুঁচকে, নাক সিটকে চলে গেলেন।

স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে কিছুদিন আগে চলছিল ফুলমেলা। ১০ ফেব্রুয়ারি সেই মেলা শেষ হয়ে যায়। তবে ১৫ ফেব্রুয়ারিতেও দেখা গেল মেলার মাঠে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে আবর্জনা। ফুলমেলার আয়োজক শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির সভাপতির দায়িত্বে থাকা নান্টু পাল জানান, মেলার সময়ই পুরনিগমকে মাঠ সাফাই বাবদ টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। মাঠ সাফাই করার দায়িত্ব এখন পুরনিগমের।

স্টেডিয়ামে মেলার মাঠে রবিবার সসের বোতল, কোথাও প্লেট-জলের বোতল, নানা খাবারের প্যাকেট, দোকানের বেঁচে যাওয়া নানা জিনিস কোথাও স্তূপ করে পড়ে থাকতে দেখা গেল আবার মাঠজুড়েও আবর্জনা ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

এর আগেও একাধিকবার মেলা শেষের পর বহুদিন পর্যন্ত আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে এই মেলার মাঠেই। অথচ মেলা শেষের পরপরই এই মাঠ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা।

পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, 'মাঠ সাফাই করার দায়িত্ব অবশ্যই পুরনিগমের। মেলা চলাকালীন প্রতিদিনই সেটা করা হয়েছে। তবে মেলার শেষের দিনের পর অপেক্ষা করা হয় দোকানগুলো কবে ভেঙে ফেলা হবে।' তিনি পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন, 'দেখা যায়, দোকানের কাঠামো সরিয়ে নেওয়ার সময় মাঠে আরও অনেক জিনিস জমে যায়। সেগুলোও পুরনিগম তুলে নিয়ে আসে। এখনও দোকান খোলার কাজ শেষ হয়নি তাই শেষের দিনের আবর্জনা মাঠে এখনও রয়ে গিয়েছে।

- কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে গত সপ্তাহে ফুলমেলা শেষ হয়েছে
- এখনও দোকান খোলার কাজ শেষ হয়নি তাই বহু কাঠামো এখনও রয়ে গিয়েছে
- এর সঙ্গে মাঠে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে মেলা শেষের দিনের বিপুল পরিমাণ আবর্জনা

দোকান খুলে নিয়ে যাওয়ার পর আমরা একবারে সবটা পরিষ্কার করে নিয়ে আসব।'

এদিন যাঁরা দোকান খোলার কাজ করছিলেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল আরও প্রায় সপ্তাহখানেক সময় লাগবে সমস্ত কাজ শেষ করতে। তাহলে প্রশ্ন থাকছে, আরও এক সপ্তাহ কি আবর্জনা পড়েই থাকবে মেলার মাঠে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার এক বাসিন্দা বলছিলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম তো শহরের গর্ব। বাইরে থেকে যাঁরা আসেন তাঁরাও একবার তাকিয়ে দেখেন মাঠটাকে। সেখানে মেলার মাঠে আবর্জনা জমে থাকাটা খুবই দৃষ্টিকটু।

সচেতনতার অনুষ্ঠান

ইসলামপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রবিবার ইসলামপুর উর্দু অ্যাকাডেমির কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হল প্রগ্রেসিভ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, সংগঠনের উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, কনভেনার শুভেন্দু মজুমদার, ইসলামপুর জোনের সম্পাদক রঞ্জন সাহা। এদিন মন্ত্রীকে সংগঠনের সমস্ত জেলার পদাধিকারীদের সহমতের ভিত্তিতে প্রগ্রেসিভ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য শহরের একাধিক ব্যক্তিকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। এদিনের মঞ্চে সংগঠনের কর্মকর্তারা ওষুধ বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

টোটো উলটে আহত দুই

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : নির্মীয়মাণ রাস্তায় দুর্ঘটনায় জখম হলেন দুই যাত্রী। রবিবার ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি পরিবহণনগর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন দশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে একটি ছোট গাড়ি যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি টোটোর সঙ্গে সেটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অভিযোগ, ছোট গাড়িটি উলটো দিক থেকে ঢুকে পড়ে। তাতেই টোটোটি উলটে যায়। স্থানীয়রা জখম দুজনকে উদ্ধার করে মাটিগাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। আহতদের অভিযোগ, রাস্তার বিভিন্ন অংশে নির্মাণসামগ্রী রাখা হয়েছে। এর ফলে রাস্তার বিভিন্ন অংশ উঁচু-নীচু হয়ে রয়েছে। সমস্যায় পড়ছেন পথচলতি মানুষ। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

ক্রিকেট অ্যাকাডেমি

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বাবুপাড়া বয়েজ ক্লাবের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি শহরে একটি অত্যাধুনিক ক্রিকেট অ্যাকাডেমি চালু হয়েছে। রবিবার অ্যাকাডেমির উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ক্লাব সম্পাদক কৌশিক দাস প্রমুখ। ক্লাব চত্বরে নিয়মিত চিফ কোচ সন্দীপ সান্যাল, প্রশিক্ষক রাম রায় এবং মেন্টর সুশোভন দে'র তত্ত্বাবধানে অনুশীলন চলবে।

অনুশীলনের জন্য পৃথক তিনটি টার্ফ রয়েছে। আগামীতে আরও নতুন দুটি টার্ফ তৈরি করা হবে। জানা গিয়েছে, এই অ্যাকাডেমিতে ছেলে ও মেয়েদের একসঙ্গে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৬ বছরের উর্ধ্বে ছেলেমেয়েরা অ্যাকাডেমিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুশীলনকারীদের ভুলত্রুটি বিশ্লেষণ করা হবে। ভুলত্রুটি শুধরে দেওয়ার জন্য কোচ ও প্রশিক্ষকরা অনুশীলনকারীদের সাহায্য করবেন। অ্যাকাডেমিতে আউটডোর টার্ফ ক্রিকেটের সুবিধাও রয়েছে।

ছিনতাই

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রবিবার রাতে ফুলেশ্বরী এলাকায় এক দম্পতির মোবাইল ফোন, পার্স ছিনতাই করে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। তাঁদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

গাঁজা সহ ধৃত

বাগডোগরা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : গাঁজা নিয়ে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার সময় বাগডোগরায় রুবেল শেখ (২৩) নামে এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তার কাছ থেকে ৯ কেজি গাঁজা পাওয়া গিয়েছে। বিহার মোড় থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ট্রাক পার্কিংয়ে দুর্ঘটনার শঙ্কা

সংকুচিত হচ্ছে সেবক রোড

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বেঙ্গল সাফারি থেকে চেকপোস্ট পর্যন্ত সেবক রোডের দুই লেন এলিভেটেড করিডরের কাজের কারণে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে এই রাস্তায় যেখানে-সেখানে ট্রাক পার্কিংয়ের জন্য দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। ইতিমধ্যে গত এক মাসে দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুই ঘটনাতেই দেখা গিয়েছে, অতিরিক্ত গতির গাড়ি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িকে ধাক্কা মেরেছে। গত সপ্তাহে সেবক রোডের ওই অংশে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে। গত মাসেও একটি কনটেনারের চালক গুরুতর আহত হন। ঘটনার তদন্তেও দেখা যায়, রাস্তার ধারে আরেকটি কনটেনার কার্যত রাস্তার ওপরই দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে থাকা ওই কনটেনারে গিয়ে ধাক্কা মারেন চালক।

এব্যাপারে বিলাস পাসোয়ান নামের এক ট্রাকচালক বলছিলেন, 'আসলে এই ট্রাকগুলো অধিকাংশই দূরদূরান্তে যায়। সেকারণে অনেক ট্রাক ও কনটেনার চালকই চান রাতের অন্ধকার শহর সংলগ্ন এলাকায় থেকে যেতে।' আরেক ট্রাকচালক হরিন্দর সিং বলেন, 'অনেক সময় পাহাড় থেকে বড় গাড়ি নিয়ে নামার পর অনেক চালকের চোখে ঘুম চলে আসে।'

> চেকপোস্ট থেকে বেঙ্গল সাফারি পর্যন্ত রাস্তার ওই অংশে পার্কিংয়ের কোনও জায়গা নেই। এভাবে রাস্তার ধারে বড় গাড়ি পার্কিং করে থাকতে পারে না। আমরা এ ব্যাপারে অভিযান করব।
>
> কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ
> *ডিসিপি (ট্রাফিক)*

প্রশ্ন উঠছে, মাটিগাড়াতে ট্রাক টার্মিনাসে তাঁরা যাচ্ছেন না কেন? ট্রাকচালকদের একাংশের কথায়, অনেক সময় চালক ক্লান্ত থাকার কারণেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়েন। এনিয়ে ট্রাক ও কনটেনার চালকদের অসেচনতার বিষয়টাই স্পষ্ট।

এনিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। তাঁর বক্তব্য, 'চেকপোস্ট থেকে বেঙ্গল সাফারি পর্যন্ত রাস্তার ওই অংশে পার্কিংয়ের কোনও জায়গা নেই। এভাবে রাস্তার ধারে বড় গাড়ি পার্কিং করে থাকতে পারে না। আমরা এ ব্যাপারে অভিযান করব।'

গত বছর রাস্তার ধারে এভাবে ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকার কারণে বিলাসবহুল গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ধাক্কা মেরেছিল। ঘটনায় এক মহিলা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছিল।

খুচরো পয়সা এখন চোরেরও না-পসন্দ

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কিছু মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে যে ৫০ পয়সা ও ১ টাকার কয়েন আর বাজারে চলছে না। সেই কারণে তাঁরা এই কয়েনগুলি আর নিতে চাইছেন না। শিলিগুড়িতে ব্যবসায়ী আর ছোট গাড়ির চালকদের মধ্যে খুচরো পয়সা নেওয়ার অনীহা সবসময়ই দেখা যায়। এবারে খুচরো পয়সা নিতে অনীহা দেখা গেল চোরদেরও। রবিবার ভানুনগর এলাকার একটি কালী মন্দিরে চুরি হয়। পড়ে থাকা প্রণামি বাক্সের দিকে নজর যেতেই সকলে চমকে ওঠেন।

দেখা যায়, প্রণামি বাক্সে কোনও নোট না থাকলেও পড়ে রয়েছে সমস্ত খুচরো।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ভানুনগর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভক্তিনগর থানার পুলিশের তরফেও ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু হয়েছে। এরমধ্যেই চর্চা চলছে, খুচরো পয়সার প্রতি চোরের অনীহা নিয়ে। এদিন সকাল থেকেই চুরির ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চর্চা শুরু হয়। মন্দির কমিটির সদস্য উৎসব সাহা বলছিলেন, 'ভোরবেলা আমি মন্দির খুলতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, মূল দরজার তালা মাটিতে পড়ে রয়েছে। ভেতরে ঢুকতেই দেখি মন্দিরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। প্রণামি বাক্স মাটিতে পড়ে রয়েছে। প্রণামি বাক্সের ভেতরে নজর দিতেই দেখি, প্রণামি হিসেবে দেওয়া খুচরো পয়সাগুলো পড়ে রয়েছে।'

> প্রণামি বাক্সের ভেতরে নজর দিতেই দেখি, প্রণামি হিসেবে দেওয়া খুচরো পয়সাগুলো পড়ে রয়েছে।
>
> উৎসব সাহা
> *সদস্য, মন্দির কমিটি*

টাকা উধাও, মন্দিরের প্রণামি বাক্সে পড়ে রয়েছে খুচরো পয়সা।

এদিকে, কালী মূর্তির কপালে থাকা সোনার টিপগুলোও চুরি করে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে মন্দির কমিটি। চুরি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই করা হয়েছে বলে মনে করছে মন্দির কমিটি। মন্দির কমিটির সদস্যদের কথায়, 'মূর্তির গায়ে নকল গয়না ছিল। ওগুলো চোরেরা ভালোমতো দেখেছে। এরপর সোনার টিপগুলো খুলে নিয়ে চলে গিয়েছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

বরফের মূর্তি থেকে ফিরে আসা

ডিপ ফ্রিজে মানুষ রাখলে যা হয়, জিন হিলিয়ার্ডের সঙ্গে ঠিক তাই হয়েছিল। ১৯৮০ সালে হাড়কাঁপানো মাইনাস ৩০ ডিগ্রি শীতে তাঁর গাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। সাহায্যের আশায় হাঁটতে গিয়ে তিনি বরফের মধ্যে জ্ঞান হারান। ৬ ঘণ্টা পর যখন তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়, তাঁর শরীর ছিল পাথরের মতো শক্ত, চোখ ছিল কাচের মতো স্থির। ডাক্তাররা ইনজেকশন দিতে গিয়ে দেখেন সূচ ভেঙে যাচ্ছে। সবাই ভেবেছিল তিনি মৃত। কিন্তু ওয়ার্মিং প্যাডে রাখার কয়েক ঘণ্টা পর বরফ গলে তিনি নড়ে ওঠেন এবং ৩ দিনের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে হাঁটাচলা শুরু করেন। বিজ্ঞান আজও এই ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

মহাকাশের পাথর যখন বিছানায়

উল্কাপাত আমরা আকাশে দেখি। কিন্তু ১৯৫৪ সালে আমেরিকার আলাবামায় অ্যান হজেস নামের এক মহিলার বসার ঘরে ছাদ ফুটো করে একটি উল্কা এসে পড়ে। তিনি তখন সোফায় ঘুমাচ্ছিলেন। ফুটবলের মতো সাইজের পাথরটি রেডিওতে ধাক্কা খেয়ে সোজা তাঁর কোমরে আঘাত করে। ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি নিশ্চিতভাবে উল্কাপাতের শিকার হয়েও বেঁচে গিয়েছেন। যদিও পাথরটি কার সম্পত্তি— তা নিয়ে আইনি লড়াইয়ে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মহাকাশের পাথর যে ঘরে ঢুকে মারতে পারে, তা তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন।

ভূতুড়ে বাহিনী

যুদ্ধে জিততে হলে শুধু শক্তি নয়, বুদ্ধিও লাগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার 'ঘোস্ট আর্মি' ছিল তার সেরা উদাহরণ। এই ইউনিটে কোনও আসল যোদ্ধা ছিল না, ছিলেন শিল্পীরা। তাঁরা রাবার ও ক্যানভাস দিয়ে হাজার হাজার নকল ফোলানো ট্যাংক, জিপ আর কামান বানাতেন। সাউন্ড সিস্টেম দিয়ে শোনাতেন বিশাল সেনাবাহিনীর আওয়াজ। জার্মানরা ভাবত বিশাল আমেরিকান বাহিনী ধেয়ে আসছে, অথচ আসলে সেখানে কিছুই নেই। হিটলারের বাহিনীকে বোকা বানাতে এই ভূতুড়ে বাহিনীর অবদান ছিল অসামান্য।

বরফ দিয়ে তৈরি যুদ্ধজাহাজ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইস্পাতের অভাব দেখা দিলে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা এক আজব বুদ্ধি বের করেন। তাঁরা ঠিক করেন বরফ দিয়ে বিমানবাহী জাহাজ বানাবেন। প্রোজেক্টের নাম ছিল 'প্রোজেক্ট হাবাকুক'। শুধু জল নয়, বরফের সঙ্গে কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে 'পাইক্রিট' নামের এক নতুন পদার্থ তৈরি করা হয়, যা কংক্রিটের মতো শক্ত এবং সহজে গলে না। কানাডার হ্রদে এর একটি ছোট মডেলও বানানো হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ায় এবং বিশাল খরচের ভয়ে এই বরফের জাহাজ আর সাগরে ভাসানো হয়নি।

হোলি স্পেশাল ট্রেন চার জোড়া

মালিগাঁও, ১৫ ফেব্রুয়ারি : হোলির মরশুমে যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আপাতত চারজোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করেছে। ০৫৬৩৩ নারেঙ্গি-গোরখপুর ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার চলবে। ০৫৬৩৪ গোরখপুর-নারেঙ্গি ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার চলবে। অন্যদিকে, ০৫৭৩৬ কাটিহার-অমৃতসর ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রতি বুধবার চলবে এবং ০৫৭৩৫ অমৃতসর-কাটিহার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার চলবে। আবার ০৫৯৭৪ ডিব্রুগড়-ঝাঝাপুর ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার চলবে। অপরদিকে ০৫৯৭৩ ঝাঝাপুর-ডিব্রুগড় ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বুধবার চলবে। ০৫৯৩২ ডিব্রুগড়-কলকাতা ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতি শনিবার চলবে। ০৫৯৩১ কলকাতা-ডিব্রুগড় ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত প্রতি সোমবার চলবে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

৭ এইআরও 'সাসপেন্ড'

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আরও ৭ জন আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়ে নবান্নকে চিঠি পাঠাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এঁরা প্রত্যেকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় এইআরও-র ভূমিকা পালন করছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কাজে অসদাচরণ, কর্তব্যে গাফিলতি এমনকি, ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তোলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই ৭ আধিকারিক হলেন জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির এইআরও ডালিয়া রায়চৌধুরী, মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের এইআরও শেফাউর রহমান, ফরাক্কার নীতীশ দাস, সুতির এইআরও শেখ মুর্শিদ আলম, পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার এইআরও দেবাশিস বিশ্বাস এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই এইআরও সত্যজিৎ দাস ও জয়দীপ কুণ্ডু।

মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করে এদিনের চিঠিতে কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, ওই ৭ জন আধিকারিককে সাসপেন্ড করতে হবে। পাশাপাশি, তাঁদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে পদক্ষেপ করতে হবে রাজ্য সরকারকে। সোমবার বেলা ১২টার মধ্যে কমিশনকে জানাতে হবে, আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হল।

কাল শপথ

প্রথম পাতার পর

সেই উপহার পৌঁছোনোর খবর নিশ্চিত করেছে দলের মিডিয়া সেল। শনিবার ভারতের সঙ্গে ভারসাম্যের বিদেশনীতি নিয়ে চলার বার্তা দিয়েছিলেন তারেক রহমান। তা নিয়ে চর্চার মধ্যেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর 'মিষ্টি কূটনীতি' দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সহজ করবে কি না, তা ভবিষ্যৎই বলবে। তবে বাংলাদেশে এখন শপথগ্রহণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। বিএনপি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার প্রথমে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথগ্রহণের পর বিএনপির সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন হবে। বিকাল চারটেয় প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভার অন্য সদস্যরা শপথ নেবেন। তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করাতে পারেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। সাধারণত মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে বঙ্গভবনের দরবার হলে। এবার সেই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

দেশীয় উৎপাদনের সুনাম রক্ষার উদ্যোগ টি বোর্ডের

ল্যাবরেটরিতে বিদেশি চা পরীক্ষা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : চা আমদানির ক্ষেত্রে কড়া অবস্থান নিল টি বোর্ড। বিদেশ থেকে আসা যে কোনও চায়ের নমুনা ল্যাবরেটরিতে বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করে দেখা হবে। এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে ১ মে থেকে। পরীক্ষায় টি বোর্ড ও ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্স অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) মানদণ্ড অনুযায়ী রিপোর্ট পজিটিভ এলে তবেই সেই চা-কে দেশের বাজারে বিক্রি কিংবা ফের রপ্তানি করার এনওসি দেওয়া হবে। নমুনা পরীক্ষায় কোনও চা 'ফেল' করলে তা আর কোথাও বিক্রির অনুমতি দেওয়া হবে না। আমদানির বিষয়টি নিয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করে দিয়েছে টি বোর্ড। দেশীয় চায়ের সুনাম রক্ষার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে জড়িত সব মহলই।

■ ১ মে থেকে আমদানিকারকদের টি কাউন্সিল-এর পোর্টালে আগাম তথ্য জানাতে হবে

■ বন্দরে আসার পর টি বোর্ডের আধিকারিকরা চায়ের নমুনা সংগ্রহ করবেন

■ পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই ইমপোর্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট মিলবে

> সাধুবাদযোগ্য প্রয়াস। এর ফলে বিদেশ কিংবা ঘরোয়া দুই বাজারেই দেশীয় চায়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে।
>
> **বিজয়গোপাল চক্রবর্তী**
> সভাপতি, সিস্টা

প্রতি বছরই বাইরে থেকে বিপুল পরিমাণ চা এদেশে আমদানি হয়। ভিয়েতনাম, ইরান, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালয়, নেপাল, আর্জেন্টিনা, গ্রেট ব্রিটেন, চিন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো বেশকিছু দেশ এই তালিকায় আছে। ভিনদেশে উৎপাদিত ওইসব চায়ের মান যে খুব ভালো এমনটাও নয়। বিশেষ করে ইরান বা ভিয়েতনামের চায়ের মান সুবিধের নয় বলেই বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন। যে চা আমদানি হয়, তার কিছুটা রপ্তানিও হয়। রপ্তানির সময় সোর্স বা অরিজিন-এর উল্লেখ থাকা বাধ্যতামূলক হলেও অনেক সময় ভারতীয় চায়ের নামেও সেটা অন্য দেশে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

চা মহল জানাচ্ছে, ২০২৫ সালে রপ্তানিকৃত চায়ের পরিমাণ ছিল ৩৯ মিলিয়ন কেজির মতো। এর মধ্যে কেনিয়া, নেপাল, ভিয়েতনাম, ইরান থেকে আসা চায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪, ১১, ৩.৮, ২.৫৬ মিলিয়ন কেজি। গত বছর ভারত রেকর্ড পরিমাণ (২৮০ মিলিয়ন কেজি) চা রপ্তানি করেছে। এর মধ্যে আমদানি করে ফের রপ্তানি করা চা-ও রয়েছে বলেই ধারণা। পুনঃরপ্তানির (রি-এক্সপোর্ট) ক্ষেত্রে যাতে চায়ের মান নির্দিষ্ট মানদণ্ডের মধ্যেই থাকে সে কারণেই টি বোর্ড কড়াকড়ির রাস্তায় হাঁটছে বলে চা মহল জানাচ্ছে।

আমদানি নিয়ে টি বোর্ড যে এসওপি তৈরি করেছে তাতে ১ মে থেকে প্রত্যেক লাইসেন্সধারী আমদানিকারককে তাঁদের আমদানি নিয়ে টি কাউন্সিল-এর পোর্টালে আগাম তথ্য জানাতে হবে। তাতে আসার দিন, কী পরিমাণ ও কোন গুদামে ওই চা মজুত করা হবে সেই তথ্য দিতে হবে। যে চা ফের রপ্তানি করা হবে, সেগুলির প্যাকেটের ছবিও আপলোড করে দিতে হবে ওই পোর্টালেই। বন্দরে আসার পর টি বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা দু'সেট করে ওই চায়ের নমুনা সংগ্রহ করবেন। প্রতিটি নমুনার পরিমাণ হবে ৫০০ গ্রাম করে। এরপর এক সেট পাঠানো হবে টি বোর্ডের ল্যাবরেটরিতে। ১৪ দিনের মধ্যে নমুনার ফল ল্যাবরেটরি জানিয়ে দেবে। পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই ইমপোর্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট মিলবে। নচেৎ নয়। ফেল করলে সতর্ক করে দেওয়া হবে। ওই চা আর বিক্রি করা যাবে না।

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিস্টা) সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'সাধুবাদযোগ্য প্রয়াস। এর ফলে বিদেশ কিংবা ঘরোয়া দুই বাজারেই দেশীয় চায়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

পদ্ম বিধায়কদের সহভোজের নির্দেশ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : টিকিটের জন্য চিন্তা না করে দলীয় বিধায়কদের নিজেদের নির্বাচনি এলাকায় মাটি কামড়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা সম্প্রতি রাজ্য সফরে এসে সেকথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। যে কারণে বিধায়কদের দলের অন্য কাজ থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। দলের এমন নির্দেশে টিকিট পাওয়া নিশ্চিত বলে মনে করছেন প্রায় প্রত্যেক বিধায়কই। তবে দলের একাংশ মনে করছেন, দলীয় বিধায়কদের নিজেদের এলাকায় অসন্তোষ থাকার জন্যই তা মেরামতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এমন নির্দেশ দিয়েছে।

'২৬-এর ভোটের মধ্যে দিয়ে বাংলা দখল করতে চায় বিজেপি। তাই তাদের অনুপস্থিতিতে যাতে বিরোধী দল ফায়দা তুলতে না পারে, তার জন্য নিজের বিধানসভা এলাকায় মনোনিবেশ করার পাশাপাশি সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। যে কারণে এখন থেকে নিজের এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে বিজেপি বিধায়কদের। বিধায়কদের দেওয়া নতুন কর্মসূচি হল সহভোজ। বিধানসভা এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এক জায়গায় বসে নিজেদের মধ্যে ভোজ অর্থাৎ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অনেক বিধায়ককেই গৃহ সম্পর্ক অভিযানে বের হয়ে সহভোজ করতে দেখা যাচ্ছে। মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মন বলেন, 'আপাতত নিজের বিধানসভায় মনোযোগী হতে বলেছে নেতৃত্ব। সেই হিসাবে নানা কাজ দেওয়া হয়েছে।' যদিও বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করছে তৃণমূল। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'বিজেপি থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই ক্ষোভ সামলানোর চেষ্টা করছেন বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু মানুষ তো ইভিএমে ক্ষোভ উগরে দেবেন।'

গোষ্ঠী সংঘর্ষে আগুন

প্রথম পাতার পর

জমির কারবারে নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাজুর। বালি-পাথরের সিন্ডিকেটে তৃণমূলের নেতা জ্যোতিষ বর্মনের দিকে আঙুল স্থানীয়দের। যদিও জ্যোতিষের বক্তব্য, 'রাজু পঞ্চায়েত হওয়ার পর নিজের সিন্ডিকেট বানিয়ে আমাদের ব্যবসা করা বন্ধ করে দিয়েছে। রাজুদের সিন্ডিকেট এলাকায় সরকারি জমি বিক্রি করে। কেউ বাড়ি তৈরি করলে দাদাগিরি করে টাকা তোলে।'

শনিবার রাতের বিবাদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'আমার দাদা বাড়ির পাশে একটি জায়গায় বালি ফেলার বরাত নিয়েছিল। কিন্তু রাজুদের সিন্ডিকেট আমাদের বালি, পাথর সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। যা থেকে বিবাদ হয়।' জ্যোতিষের দাদা তপন তৃণমূলের তপশিলি জাতি ও উপজাতি সেলের ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি। তপনের কথায়, 'রাজু মণ্ডল দলের ভাবমূর্তি শেষ করে দিয়েছেন। সমস্ত অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। এই করে উনি ফুলেফেঁপে উঠেছেন।'

তাঁর অভিযোগ, 'রাজুর সঙ্গে কেজিএফ গ্যাং রয়েছে। এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে।' মেডিকেলে ভর্তি থাকার সময় রাজু বলেন, 'আমি কারও দোকানে আগুন ধরাইনি। বরং আমাদেরই মারধর করা হয়েছে। যাঁরা অভিযোগ করছেন, তাঁরা সবাই বিজেপি।' স্থানীয়দের অভিযোগ, মদন মোড়ে রাজু ও তাঁর শাগরদদের মদতে গভীর রাত পর্যন্ত নেশার আসর চলে।

বিশ্বরেকর্ড ছোঁবে জবিরুলের দাড়ি!

পরাগ মজুমদার

লালবাগ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : 'গোঁফকে বলে তোমার-আমার, গোঁফ কি কারও কেনা?/ গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা...'

'ননসেন্স' কবিতার জনক সুকুমার রায় তাঁর গোঁফ চুরি কবিতায় লিখে গিয়েছিলেন হেড অফিসের বড়বাবুর কথা। তবে শুধু গোঁফ নয়। দাড়ি নিয়েও পাগলামির শেষ নেই মানুষের। তারই প্রমাণ দিয়ে অনন্য নজির গড়ার পথে মুর্শিদাবাদের নবাবি নগর লালবাগ মহকুমার ভগবানগোলার বাসিন্দা ফকির মোহাম্মদ জবিরুল শেখ। দিন আনি দিন খাই এই টোটোচালক নিরলস অধ্যবসায় দিয়ে গত ২ দশক ধরে তত্ত্বাবধান করে আসছেন তাঁর ৮ ফুট লম্বা সাদা দাড়ি। তাঁর সেই দাড়ি দেখতে ভিড় জমান এলাকার, বাইরের মানুষ। এখন তাঁর লক্ষ্য, গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে দীর্ঘতম দাড়ির মালিক হিসেবে নাম তোলা।

ষাটোর্ধ্ব জবিরুলের দাবি, ২০০০ সাল থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করেছেন তিনি। গত ২৬ বছর একদিনের জন্যও দাড়ি কাটেননি। এমনকি, এই দাড়ির জন্যই তিনি এখনও অকৃতদার। মা ও ভাইকে নিয়ে তাঁর পরিবার। বিশ্বের কাছে নিজেকে অন্যভাবে চেনানোর স্বপ্ন দেখেন জবিরুল। একগাল হাসি নিয়ে তিনি বলেন, 'গ্রামের মানুষ উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেন না। এটা বিশাল প্রাপ্তি। এবার দাড়ির জন্য গিনেস বুকে নাম তুলতে চাই। তাই দাড়ি কাটব না আরও কয়েক বছর।'

জানা যায়, অতীতে সবচেয়ে লম্বা দাড়িওয়ালা হিসেবে রেকর্ড গড়েন ভারতের রাম সিং। এখন সেই নজির রয়েছে কানাডানিবাসী সারওয়ান সিংয়ের দখলে। তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি। দেখার, বাংলার জবিরুল কি সেই নজিরকে পাল্লা দিতে পারেন?

চোখের চিকিৎসায় উজ্জ্বল ১০ বছর

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : দশ বছরে তিন লক্ষেরও বেশি চোখের রোগীকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছে ঝংকার মোড়ের দ্য হিমালয়ান আই ইনস্টিটিউট। রবিবার আশ্রমপাড়ার কিরণচন্দ্র ভবনে ইনস্টিটিউটের দশম বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে সাংবাদিক বৈঠকে আই সার্জন ডাঃ সুপ্রতীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,'এখানে রোগীদের চোখের আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি নেপাল, সিকিম, ভুটান, বিহার ও বাংলাদেশের বাসিন্দারাও এখানে এসে চোখের চিকিৎসা করান।' মাইক্রো ফেকো ক্যাটারাক্ট সাজারি, ছোটদের ক্যাটারাক্ট সাজারি, আইসিএল রিফ্রাক্টিভ সাজারি সহ আধুনিক আরও বিভিন্ন চোখের পরিষেবা এখানে দেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক স্বরূপকুমার রায়, ডাঃ শ্যামল সাহা। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়।

প্রতিষ্ঠার উদযাপন

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আশার আলো নিয়ে শেষ হল কালিম্পং জেলার প্রতিষ্ঠা দিবস। শনিবার জেলার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ফুল উৎসবের আয়োজন করা হয়। শনি ও রবি দু'দিন এই উৎসব চলে। রবিবার স্থানীয় সংস্কৃতি তুলে ধরতে নাচ ও গানের অনুষ্ঠান করা হয়। কালিম্পং শহরের মেলা ময়দানে আয়োজিত এই উৎসবে উপস্থিত জেলা শাসক কুহুক ভূষণ জানান, অনেক পর্যটক এই ফেস্টিভালে এসেছেন। পরের বছর আরও বড় আকারে জেলার জন্মদিন পালন করা হবে। ফেস্টিভালে অংশগ্রহণ করা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও বিভিন্ন দপ্তরকে স্মারকও তুলে দেন তিনি।

আত্মঘাতী বাঙালি

প্রথম পাতার পর

পারবেন তিনি নিজের পরিবারকে কেটে ভাসিয়ে দিতে?

নির্বাচনি লড়াইয়ে জেতার পরে শাসকদলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় নাবালিকার মৃত্যু হয়। সে তো কোনও দলের ছিল না। অথচ তাকে রাজনৈতিক হিংসার বলি হতে হল। কোনও নেতা যখন 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়' বলে ইসলামোফোবিয়ার শ্বাসরোধকারী তীব্র কটুগন্ধ ছড়িয়ে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেন, তখন সেই হিংসার গ্যাসচেম্বারে কিন্তু হিন্দু, মুসলমান- উভয়েই পুড়ে ছাই হয়!

রাজনৈতিক হিংসাকে 'জাস্টিফাই' না করলেও 'ডিফেন্স' করার প্রবণতা এখন সব দলের। অভিযুক্ত নিজ দলের প্রভাবশালী হলে বঙ্গের নেতারা যখন টিভির টক তামাশায় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন, তখন সেটা হিংসায় প্ররোচনা দেওয়ার শামিল হয়। নেতাই থেকে ছোট আঙারিয়া, উন্নাও থেকে হাথরস, কালীগঞ্জ থেকে সামশেরগঞ্জ- এই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

ডিফেন্স মেকানিজম এখন প্রত্যেক দলের মুখপাত্রদের কৌশল। হিংসার অভিযোগ নিজের দলের বিরুদ্ধে গেলে তিনি আশ্চর্যরকম চুপ আর অন্য দলের বিরুদ্ধে গেলে ভয়ানক রকম সরব। নির্বাচনি সভার ভাষণে কোনওরকম উসকানি আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে বারুদের স্তূপের উপর বসে থাকা এই রাজ্যকে- এটা না বুঝলে এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই নেই।

আর কয়েকমাস পর বঙ্গবাসী নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করবে নিজের পছন্দের সরকার। কিন্তু বেশির ভাগ প্রাক নির্বাচনি সভার ভাষণ নির্ভেজাল কুকথা আর ব্যক্তিগত আক্রমণে ভরা। কোথায় গেল ভোটরঙ্গের সেই মজাদার ছড়া, স্লোগান, পলিটিকাল স্যাটায়ারের তীক্ষ্ণ শ্লেষের সংস্কৃতি? বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের এক্সক্লুসিভ পেটেন্ট- 'সেন্স অফ হিউমার' উবেই গিয়েছে।

১৯৭২-এ কংগ্রেস 'গাই-বাছুর' চিহ্ন নিয়ে সিপিআই-এর সঙ্গে জোট বাঁধলে, সিপিএম দেওয়ালে দেওয়ালে লিখেছিল : দিল্লি থেকে এলো গাই/ সঙ্গে বাছুর সিপিআই। কংগ্রেসও কম যায়নি। তারা লিখেছিল, চিনের চিহ্ন কাস্তে-হাতুড়ি / পাকিস্তানের তারা/ এখনও কি বলতে হবে দেশের শত্রু কারা? অথবা '৯৬-এ জ্যোতি বসুকে খোঁচা দিয়ে লেখা : তোমার হাতে শাসনকাঠি/ তোমার ক্যাডার তুমি নাচাও/ নিজের ছেলে শিল্পপতি/ এখন বলছো শিল্প বাঁচাও!

বঙ্গের ভোটযুদ্ধের এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ায় ২০২৬-এর নির্বাচনি প্রচারের পারদ চড়ছে ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ নেতা সাধারণ ভোটারের হৃদয়কে ছুঁতে পারছেন না।

ঈশান শোয়ে সহজ জয়

প্রথম পাতার পর

শাহিবজাদা ফারহান (০), সাইম আয়ুব (৬) থেকে শুরু করে অধিনায়ক সলমন (৪)- বুমরাহ-হার্দিকের পেস আর সুইংয়ের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেলেন।

বাকি কাজটা সারলেন অক্ষর প্যাটেল। প্রাক্তন পাক অধিনায়ক বাবর আজম (৫) অক্ষরকে আড়া খেলতে গিয়ে যখন বোল্ড হলেন, তখনই পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেকটা পোঁতা হয়ে গিয়েছিল। ১১৪ রানেই শেষ হয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস।

মাঠের বাইরে ডাগআউটে সারাক্ষণ সক্রিয় ছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। কখনও রোহিত শর্মার সঙ্গে কথা বলছেন, কখনও ব্যাটারদের পরামর্শ দিচ্ছেন। গম্ভীরের আগ্রাসনটাই যেন সঞ্চারিত হয়েছিল দলের মধ্যে। ম্যাচের আগে টসের সময় সলমনের সঙ্গে হাত মেলালেন না সূর্যকুমার। খেলা শেষেও দুই দলের মধ্যে কোনও করমর্দন বা সৌজন্য বিনিময় হল না। বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই ভারত বুঝিয়ে দিল- আমাদের সঙ্গে টক্কর নিতে এসো না।

এই জয়ের ফলে ৮-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। আমেরিকা, নামিবিয়া আর এবার পাকিস্তান- হ্যাটট্রিক জয়ে গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষে থেকে রাজকীয় মেজাজে সুপার এইটে সূর্যকুমাররা। অন্যদিকে, পাকিস্তান নেমে গেল তিন নম্বরে। কলম্বোর রাতে এখন শুধুই তেরঙার দাপট, আর বাতাসে ভাসছে সেই স্লোগান- 'বাপ বাপই হোতা হ্যায়!'

ডাবগ্রামে মিরাকলের ভরসায় তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

যেখানে অভাব আজও নিত্যসঙ্গী; অন্যদিকে শিলিগুড়ি শহরের সংযুক্ত ১৪টি ওয়ার্ডের ঝাঁ চকচকে শহুরে দম্ভ। এই বৈপরীত্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভোটারদের মনস্তত্ত্ব। নমশূদ্র, রাজবংশী ও হিন্দিভাষী ভোটারদের মধ্যে গেরুয়া শিবিরের প্রভাব আজ আর কেবল জনসভা বা মিছিলে সীমাবদ্ধ নেই, তা পৌঁছে গিয়েছে অন্দরমহলের নিভৃত আলোচনায়। গত দুই বছরে আরএসএস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নিরলস কর্মকাণ্ড এই এলাকায় নিঃশব্দে বিজেপির সাংগঠনিক ভিত যথেষ্ট মজবুত করেছে। বিশেষ করে শিক্ষিত ও প্রভাবশালী মহলে সংঘের শতাধিক কর্মসূচি কেবল আদর্শের প্রচার নয়, বরং শাসকদলের শক্ত খুঁটিতেও ফাটল ধরিয়েছে। অনেক পরিচিত তৃণমূলপন্থী মুখও গোপনে বা প্রকাশ্যে গেরুয়া মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছেন, যা শাসক শিবিরের জন্য অশনিসংকেত।

ছোটা ফাঁপড়ির চায়ের দোকানে সেই আলোচনাই করছিলেন রজত ও বঙ্কিম। বছর তিরিশের রজত ইস্টার্ন বাইপাসের ধারেই থাকেন। ছুটির দিন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে জঙ্গলের ধারে এসেছিলেন। ছোট নয়, বড় কাগজের কাপে চায়ের অর্ডার দিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী রে, তোদের কে দাঁড়াচ্ছে এবার?' বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী বঙ্কিম তৃণমূল সমর্থক। মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'ও যেই দাঁড়াক, লাভ কিছু হবে বলে মনে হয় না। আরএসএস তলে তলে যা করছে না, শুনলে অবাক হয়ে যাবি। আমাদের নেতাদের কোনও অ্যাক্টিভিটিই নেই।' সরাসরি রাজনীতি না করলেও রজতের পরিবার বাম ঘেঁষা। বন্ধুর উত্তর শুনে বললেন, 'বাবাও সেদিন তোর মতোই কথা বলছিল। বলল, সিপিএমকে ভোট দিয়ে আর লাভ নেই। আমি তো শুনে থ।'

বামপন্থীদের একসময়ের এই দুর্ভেদ্য লালদুর্গে আজ বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। যেটুকু বাম ভোট অবশিষ্ট আছে, তা-ও যেন এক দিশেহারা নৌকার মতো। আদর্শের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃণমূলকে হটানোর জেদ। বাম সমর্থকদের একাংশের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, ভোট নষ্ট না করে ইভিএম-এর পদ্ম চিহ্নে ছাপ দেওয়াই বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় শ্রেয়। বাম শিবিরের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা এই প্রবণতাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। ফলে লাল রঙের প্রলেপ সরিয়ে গেরুয়া আবির খেলার প্রস্তুতি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির অলিগলিতে স্পষ্ট।

বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় এই লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু। একদা তৃণমূলের অন্দরমহল জানা এই নেত্রী জানেন, প্রতিপক্ষের কোথায় আঘাত করতে হয়। প্রশাসন বা শাসকদলের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রাজপথে তাঁর উপস্থিতি সাধারণ মানুষের কাছে তাঁকে প্রতিবাদী হিসেবে তুলে ধরেছে। যদিও ব্যক্তিগত কৃতিত্বে বড় কোনও উন্নয়ন প্রকল্পের ফিতে কেটে তিনি দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারেননি। কিন্তু গত কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গের এই অংশে হওয়া পরিকাঠামো উন্নয়ন, রেল যোগাযোগের অভূতপূর্ব উন্নতি, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের নবরূপ, নতুন ব্যবসায়িক হাব বা শিল্পতালুকের কৃতিত্ব তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে নিজের ঝুলিতে পুরতে সক্ষম হয়েছেন। ভোটারদের একটি বড় অংশ মনে করেন, শিখার দাপটই শাসকদলকে চাপে রাখার একমাত্র অস্ত্র।

তবে বিজেপির অন্দরেও কাঁটা কম নেই। শিখার একক আধিপত্য মেনে নিতে না পেরে দলের ভেতরেই একদল উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা তাঁর আসনের দিকে নজর দিয়েছেন। এই গোষ্ঠীকোন্দল ভোটের দিনে যদি অন্তর্ঘাতের রূপ নেয়, তবে গেরুয়া রং ফিকে হতে সময় লাগবে না।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা এক ছিন্নভিন্ন নৌকার মতো, যার কোনও দক্ষ মাঝি নেই। একসময় গৌতম দেবের হাত ধরে এখানে জোড়াফুল যে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, আজ তা আলগা হয়ে পড়েছে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের হারের পর থেকে ওই এলাকায় গৌতম দেবের সাংগঠনিক উপস্থিতির অভাব কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। তার ওপর যোগ হয়েছে নেতৃত্বের সংকট। ফুলবাড়ির একসময়ের দাপুটে নেতা দেবাশিস প্রামাণিকের সাসপেন্ড হওয়া দলের ভোট মেশিনারিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। দেবাশিসহীন তৃণমূল এখানে যেন সেনাপতিহীন এক বাহিনী। শহরের কিছু নেতা আর জলপাইগুড়ির এক নেতার মধ্যে প্রার্থী হওয়ার যে ইঁদুরদৌড় শুরু হয়েছে, তাতে তৃণমূলের অন্দরে টাকার খেলা আর দলাদলি এখন স্পষ্ট।

রঞ্জন শীলশর্মার মতো জনভিত্তি থাকা নেতাকে পাশে পাওয়ার জন্য গৌতম দেব মরিয়া চেষ্টা চালালেও, রঞ্জনের সঙ্গে শিখার 'ধর্ম মা' সম্পর্ক রাজনৈতিক মহলে এখনও অমীমাংসিত রহস্য হয়ে রয়েছে। রঞ্জনের দীর্ঘদিনের মান-অভিমান আর মেয়রের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ভোটের বাক্সে কী প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে খোদ তৃণমূল কর্মীরাই সন্দিহান। এই বিধানসভার আরেকটি অন্ধকার দিক হল জমি মাফিয়া, তেল কারবারি এবং তোলাবাজদের সক্রিয়তা। দুই জেলার সীমানাবর্তী এই এলাকা অপরাধ জগতের এক অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে। যারা ক্ষমতার অলিন্দে থেকে নিজেদের বেআইনি কারবার সচল রাখতে চায়, তারা এখন বাতাসের গতিবেগ মাপছে। এই মাফিয়াদের কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক রং নেই; তারা কেবল জয়ের পাল্লা যেদিকে ভারী, সেদিকেই নিজেদের সম্পদ ও প্রভাব বিনিয়োগ করবে। আর এই বিনিয়োগের খেলা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির নির্বাচনের মোড় যে কোনও সময় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আপাতত এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে শিখা চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা আর মোদি হাওয়ার সংমিশ্রণ, অন্যদিকে শাসকদলের ভাঙাচোরা সংগঠন আর জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লড়াই। কিন্তু রাজনীতির এই খেলায় সাধারণ মানুষের একটা অংশের নীরবতা বড় রহস্য তৈরি করেছে। উত্তরবঙ্গের রাজনীতির গেরুয়া বাঁক নেওয়ার পেছনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার ভোট এবং গৌতমের পরাজয় যে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে তা সব দলই এখন বুঝতে পারছে। তবে আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে, কোনও নতুন মুখ মিরাকল ঘটাতে না পারলে তৃণমূলের পক্ষে হারানো জমি পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন।

মেডিকেলেও নেই

প্রথম পাতার পর

এই মেডিকেল তৈরির সময় বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা চালু ছিল না। পরবর্তীতে আর কেউ এই ব্যবস্থা চালু করার দিকে নজর দেননি। ওভাবেই এখনও এখানকার ওটিগুলি চলছে। তবে, কয়েকটি ওটির জল ভূগর্ভস্থ সোকপিটে ফেলা হয়। তা থেকেও যে পরিবেশ দূষিত হতে পারে তা সুপার মেনে নেন। তবে, মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের প্রতিটি ওটির সঙ্গে ইটিপি ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলি চালু না হওয়ায় এই ব্লকের একটিও ওটি এখনও চালু হয়নি।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ জানিয়েছেন, হাসপাতালের ওটি এবং ডায়ালিসিস বিভাগে এই পরিষেবা চালু রয়েছে। ওটির জল পরিশোধন করে তারপরেই সাধারণ নিকাশিনালায় ফেলা হয়।

শিলিগুড়িতে প্রচুর বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম রয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এখানকার প্রায় ৫০ শতাংশ বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমেই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা চালু নেই। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের বক্তব্য, 'নতুন সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমে এই আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। বাকি কিছু জায়গায় না থাকতে পারে।' শিলিগুড়ির বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা বেসরকারি হাসপাতালের কর্ণধার শেখর চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'প্রত্যেকটি হাসপাতালে এই তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থাকা ভীষণ জরুরি। নইলে এই বর্জ্য কোনও না কোনওভাবে নদীর জলে মিশবে এবং পরিবেশকেও দূষিত করবে।'

কপ্তান সাহাবের জন্য বড্ড ভয় হচ্ছে

প্রেমাদাসায় অকপট ওয়াসিম

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রিকেট ছাড়ার পরও অধিনায়ক ইমরান খানের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল ওয়াসিম আক্রামের।

কলম্বো, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল চারটে। আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইট তখনও পুরোপুরি জ্বলে ওঠেনি। ভারতীয় দল বা পাকিস্তান- কেউই তখনও মাঠে এসে পৌঁছায়নি। কিন্তু কলম্বোর বাতাসে মহারণের বারুদ গন্ধটা সকাল থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছিল। স্টেডিয়ামের মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে প্রেস বক্সের দিকে এগোচ্ছি, আচমকাই নজরে পড়ল পরিচিত সেই মুখ। চওড়া হাসি আর রাজকীয় মেজাজ- স্বয়ং 'সুলতান অফ সুইং', ওয়াসিম আক্রাম!

প্রথম পরিচয় সেই কবে, যখন তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। সেই থেকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বটা গাঢ় হয়েছে। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন। কলকাতার খোঁজ নিলেন, জানতে চাইলেন আমার পরিবারের কথা। কিন্তু কুশল বিনিময়ের সেই হাসিখুশি মেজাজটা বেশিক্ষণ থাকল না। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে ক্রমশ বেরিয়ে এল তাঁর মনের ভেতরে জমে থাকা একরাশ উদ্বেগ। যে উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন তাঁর প্রাক্তন অধিনায়ক- ইমরান খান।

মহারণের ঠিক আগেই কলম্বোর মাটিতে দাঁড়িয়ে ওয়াসিম আক্রাম অকপটে জানিয়ে দিলেন, 'ভালো নেই কপ্তান সাহাব। জানি না কী হবে, ওঁর জন্য বড্ড ভয় হচ্ছে আমার।'

খবর আসছিল, জেলে বন্দি ইমরান খানের চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার পথে। সেই প্রসঙ্গ তুলতেই ওয়াসিমের গলার স্বর ভারী হয়ে এল। বললেন, 'আমি জানি। আবার বলছি, কপ্তান সাহাবের জন্য আমার প্রবল দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আমি গতকালই আবেদন করেছি, ইমরান ভাইয়ের যেন সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। শুধু আমি কেন, পাকিস্তানের অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারই এমন আবেদন করেছেন।' কিন্তু পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেকেই ভয়ে মুখ খুলতে পারছেন না, সেটাও মেনে নিলেন তিনি। বললেন, 'অনেকেই প্রতিবাদ করতে চান। কিন্তু সরকারের চোখরাঙানির ভয়ে সেটা করতে পারেন না। অনেক কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়।'

> **কপ্তান সাহাবের জন্য আমার প্রবল দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আমি গতকালই আবেদন করেছি, ইমরান ভাইয়ের যেন সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। শুধু আমি কেন, পাকিস্তানের অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারই এমন আবেদন করেছেন।**
>
> **-ওয়াসিম আক্রাম**

রাজনীতি থেকে নিজেকে শতহস্ত দূরে রাখেন ওয়াসিম। এখন বেশিরভাগ সময় কাটান মেলবোর্নে। বললেন, 'আমি রাজনীতির লোক নই। পাকিস্তানে যাই ঠিকই, কিন্তু বেশি সময় থাকা হয় না। ২৬ মার্চ থেকে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) শুরু হচ্ছে, তখন ধারাভাষ্য দিতে যাব।' তবে ক্রিকেটে রাজনীতির এই বাড়াবাড়ি প্রভাব তাঁকে ব্যথিত করে। আক্ষেপের সুরে বললেন, 'ক্রিকেটে এখন রাজনীতির প্রভাবটা বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছে। খেলার সঙ্গে রাজনীতি মিশিয়ে ফেলার পক্ষে আমি নেই কোনওদিনও। ভাবুন তো কী সব দিন কাটিয়েছি আমরা মাঠে! রাজনীতিমুক্ত ক্রিকেটটা আর ফিরবে না।'

রাজনীতির ভারী আলোচনা থেকে প্রসঙ্গ যখন পরিবারে এল, তখন ফের সেই গর্বিত বাবার হাসি। দুই ছেলে আকবর আর তৈমুরের খবর জানতে চাইতেই বললেন, 'ভালো প্রশ্ন করেছেন। আকবর এখন অস্ট্রেলিয়ার দমকল বিভাগে চাকরি পেয়ে গিয়েছে। কয়েক মাস আগের ঘটনা। আর তৈমুর পড়াশোনার শেষ ধাপে।'

আর বিশ্বকাপ? সেমিফাইনালে কাদের দেখছেন ৯২-এর বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক? ওয়াসিমের প্রেডিকশন- পাকিস্তান, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে অবশ্য শেষবেলায় আর কোনও পূর্বাভাস দিতে চাইলেন না। বৃষ্টির প্রসঙ্গ উঠতেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে 'হো হো' করে হেসে বললেন, 'বৃষ্টি খলনায়ক হবে বলে মনে হয় না। দেখুন না কী হয়! আর কয়েক ঘণ্টা পরেই তো সব জেনে যাবেন।'

প্রেস বক্সের দিকে তিনি পা বাড়ালেন, আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম এক অদ্ভুত অনুভূতির সঙ্গে। একদিকে ভারত-পাক ম্যাচের উত্তেজনা, আর অন্যদিকে এক কিংবদন্তি শিষ্যের তাঁর 'কপ্তান সাহাব'কে নিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস- কলম্বোর বিকেলটা যেন দুটো ভিন্ন আবেগের সাক্ষী হয়ে রইল।

শতরানে বাংলাকে টানছেন সুদীপ

বাংলা-২৪৯/৫
(প্রথম দিনের শেষে)

জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে শতরানের পর সুদীপকুমার ঘরামি। রবিবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৫ ফেব্রুয়ারি : স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত সুদীপকুমার ঘরামির। কোয়ার্টার ফাইনালে ২৯৯ রানের ম্যারাথন ইনিংসে দলকে শেষ চারের টিকিট এনে দিয়েছিলেন। এবার লক্ষ্য ফাইনাল।

জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে আজ শুরু সেমিফাইনালেও বাংলাকে ভরসা জোগাচ্ছেন সুদীপই। ২৯৯-এর রেশ বজায় রেখে ম্যাচের প্রথম দিনের শেষে ১৩৬ রানে অপরাজিত আছেন। ২২৭ বলের ইনিংসে ১৯টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন।

সুদীপের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ের কাঁধে চেপে বাংলার স্কোর ২৪৯/৫। দিনের শেষ বলে শাহবাজ আহমেদ আউট না হলে তুলনামূলক আরও ভালো জায়গায় থাকত লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। সুদীপের পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে ভরসা জোগান শাহবাজ (৪২) ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণও (৪৯)।

টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন জম্মু ও কাশ্মীরের অধিনায়ক পরস ডোগরা। ম্যাচের প্রথম দিনের প্রাণবন্ত পিচে পেস ব্যাটারিকে কাজে লাগানোর ছক। দ্বিতীয় ওভারে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (০) ফেরার পর আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। যা ঢেকে দেন আরেক সুদীপ, সুদীপ ঘরামি।

ঈশ্বরণকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৮৫ রান যোগ করেন। লাঞ্চের সময় বাংলার স্কোর ছিল ৮০/১। কিন্তু মাঝের সেশনে পরপর তিন উইকেট হারানো চাপে ফেলে দেয়। হাফ সেঞ্চুরি থেকে এক রান আগে আউট ঈশ্বরণ। জুটি ভাঙেন জম্মু ও কাশ্মীরের তারকা পেসার আকিব নবি দার। নিজের পরের ওভারে ফের নবির ধাক্কা। খাতা খোলার আগেই সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল আউট। ৮৯/১ থেকে রাতারাতি ৮৯/৩।

অনুষ্টুপ মজুমদারকে নিয়ে চতুর্থ উইকেটে ৬৬ রান যোগ করে কিছুটা সামাল দেন সুদীপ। তবে উইকেটে জমে গিয়ে দলকে আরও ভালো জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেন দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাটার অনুষ্টুপ (১৪)। আবিদ মুস্তাকের বলে লেগবিফোর আউট হন।

চা পানের বিরতিতে ১৬০/৪। প্রায় পুরো সেশন কাটিয়ে দিয়ে বাংলাকে লড়াইয়ের ট্র্যাকে ফেরায় ঘরামি-শাহবাজ আহমেদের জুটি। সুদীপ যদি স্বপ্নের ফর্মে থাকেন, শাহবাজ বাংলা দলের 'ক্রাইসিসম্যান'। বিপদে বরাবরই ব্যাট চওড়া।

আকিব (৪৮/২), সুনীল কুমারের (৩১/২) দাপট থামিয়ে ৯৪ রানের যুগলবন্দি। দুর্ভাগ্য শাহবাজ ও বাংলার। দিনের একদম শেষ বলে আউট শাহবাজ। ৯১ বলে ৪২ রানের লড়াকু ইনিংসে ইতি টেনে দেন সুনীল। আর শাহবাজের আউটে ম্যাচের রাশ কিছুটা আলগা। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। শাহবাজ আউট হওয়ার পর দিনের খেলায় ইতি টানেন আম্পায়াররা।

সুদীপকে যদিও ক্রিজ থেকে নড়ানো যায়নি। চলতি মরশুমে রানের মধ্যে থাকা সুমন্ত গুপ্ত, শাকির হাবিব গান্ধিরা সোমবার সুদীপের দিকে কতটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন, তার ওপর ম্যাচের অঙ্ক অনেকাংশে নির্ভর করবে। দিনের শেষে বাংলার হেডকোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা জানান, আগামীকাল ইনিংসটাকে যথাসম্ভব দীর্ঘ করাই প্রাথমিক লক্ষ্য বাংলার।

জোড়া শতরানে স্বস্তিতে কর্ণাটক

লখনউ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে স্বস্তিতে কর্ণাটক। সৌজন্যে লোকেশ রাহুল ও দেবদত্ত পাডিক্কালের শতরান।

প্রথম দিনের শেষে কর্ণাটকের স্কোর রান ২ উইকেটে ৩৫৫। রাহুল একাই করেন ১৪১ রান। অন্য ওপেনার মায়াঙ্ক আগরওয়াল অবশ্য বড় রান পাননি। তিন নম্বরে নেমে শতরান করেছেন পাডিক্কালও। দিনের শেষে তিনি ১৪৮ রানে অপরাজিত রয়েছেন তিনি। দিনের শেষে তাঁর সঙ্গে ২২ গজে রয়েছেন করুণ নায়ার।

প্রথম ম্যাচে দল সাজাতে হিমসিম খাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

মাঠে নামার আগে সাফাই দেওয়া শুরু অস্কারের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মরশুম যায়। মরশুম আসে। ইস্টবেঙ্গল জনতার প্রত্যাশাপূরণ হয় না।

ইস্টবেঙ্গল কোচের হটসিটের চাপ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন অস্কার ব্রুজোঁ। গত মরশুমে মাঝপথে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এবার অবশ্য শুরু থেকেই নিজের পছন্দে দল গড়েছেন তিনি। কিন্তু ট্রফি জয় অধরাই থেকে গিয়েছে।

চলতি মরশুমে তিনটি প্রতিযোগিতায় খেলে দুটিতে রানার্স। একটিতে সেমিফাইনাল থেকে বিদায়। নানা টালবাহানার পর অবশেষে আইএসএল শুরু হয়েছে। দল চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলে অস্কারকে যাতে দায়ী না করা হয়, তাই প্রথম ম্যাচের আগেই আগাম সাফাই দিয়ে রাখলেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ। পরিষ্কার বলে দিলেন, 'আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তখন দলের মানসিকতা ভেঙে গিয়েছিল। এবার বিনিয়োগকারী, সাপোর্ট স্টাফ সকলের সঙ্গে আলোচনা করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে দল গঠন করা হয়েছে। ক্লাব একটা পরিবর্তনের মধ্যে যাচ্ছে। তাই চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলে আমাদের ব্যর্থ বলা যাবে না।'

সোমবার নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচ দিয়ে এবারের আইএসএল অভিযান শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। ফুটবলাররা হাসিখুশি মেজাজে থাকলেও কোচ অস্কার কিন্তু ভালোই চাপে রয়েছেন। নাওরেম মহেশ সিং, কেভিন সিবিল্লে, রাকিপের মতো ফুটবলারদের চোট রয়েছে। মুখে ইস্টবেঙ্গল কোচ যতই বলুন, 'আমার হাতে বিকল্প ফুটবলার রয়েছে', বাস্তবে দল সাজাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে তাঁকে। গোদের ওপর বিষফোড়া হিসেবে জুটেছে সাউল ক্রেসপোর চোট। গত তিন বছরে সাউল নিয়ে অস্বস্তি কাটেনি ইস্টবেঙ্গলের। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথম ম্যাচের আগে অনুশীলনে অনুপস্থিত তিনি। অস্কার অবশ্য আশা করছেন, সাউল প্রথম ম্যাচ থেকেই খেলতে পারবেন।

নর্থইস্টের বিরুদ্ধে গোলরক্ষক হিসেবে প্রভসুখান সিং গিল শুরু করবেন। কিন্তু চার ডিফেন্ডার হিসেবে কাদের খেলাবেন অস্কার? সিবিল্লে, রাকিপের চোট ইস্টবেঙ্গল কোচের পরিকল্পনা ঘেঁটে দিয়েছে। আপাতত জিকসন সিংয়ের সঙ্গে আনোয়ার আলির শুরু করার সম্ভাবনা বেশি। সেক্ষেত্রে লালচুংনুঙ্গা ও জয় গুপ্তাকে দুই সাইড ব্যাক হিসেবে দেখা যেতে পারে। এছাড়াও নুঙ্গাকে আনোয়ারের সঙ্গে স্টপারে রেখে প্রভাত লাকড়াকে দলে আনতে পারেন অস্কার।

মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদ শুরু করছেন। ক্রেসপো অনিশ্চিত। তিনি একান্তই না খেললে সৌভিক চক্রবর্তী তাঁর জায়গায় আসতে পারেন। প্লে-মেকারের ভূমিকায় মিগুয়েল ফিগুয়েরা। দুই উইংয়ে পিভি বিষ্ণু-বিপিন সিং নাকি নন্দকুমার শেখর-বিপিন জুটিকে খেলাবেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেছেন অস্কার। স্ট্রাইকারে নবাগত বিদেশি ইউসেফ এজেজ্জারির শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা না হলে ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে শুরু করিয়ে পরে ইউসেফকে আনতে পারেন লাল-হলুদ কোচ।

প্রথম ম্যাচ যে কোনও দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। তার ওপর এবার আইএসএলে ম্যাচ সংখ্যা কমেছে। ফলে একটা ম্যাচ হারা মানেই অনেকখানি পিছিয়ে যাওয়া। তাই ঘরের মাঠে জয় দিয়েই এবারের আইএসএল অভিযান শুরু করতে চায় ইস্টবেঙ্গল। দলের তারকা মিডিও রশিদ বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সূচনাটা ভালো করতে হবে। এখনই খেতাব নিয়ে ভাবছি না। ম্যাচ বাই ম্যাচ এগোতে চাই।'

প্রতিপক্ষ নর্থইস্ট ইউনাইটেডের গতিকে বাড়তি সমীহ করছে ইস্টবেঙ্গল। অ্যালাডিন আজারেই না থাকলেও পার্থিব গগৈ, জিতিন এমএস, থোই সিং সমন্বিত নর্থইস্টের আক্রমণভাগ বাড়তি চাপে ফেলবে ইস্টবেঙ্গলকে। মাঠে নামার আগে নর্থইস্ট কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি কার্যত হুংকারের সুরেই বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল ঘরের মাঠে খেলবে। ফলে ম্যাচটা কঠিন হবে। তবে আমরা কিন্তু ছুটি কাটাতে আসিনি, লড়াই করতে এসেছি। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে পুরো দল তৈরি রয়েছে।'

সব মিলিয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে বেশ চাপে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

বল দখলের লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গলের মিগুয়েল ফিগুয়েরা, ইউসেফ এজেজ্জারিরা।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস ও ফ্যানকোড অ্যাপে

নামিবিয়াকে হারিয়ে আশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-১৯৯/৪
নামিবিয়া-১৬৮/৬

চেন্নাই, ১৫ ফেব্রুয়ারি : টানা দ্বিতীয় জয়। যার সুবাদে পরবর্তী পর্বে পা রাখার আশা বাঁচিয়ে রাখল ভারতের গ্রুপে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত ম্যাচে নামিবিয়াকে ৩১ রানের ব্যবধানে হারাল ভারত-পাকিস্তান বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ।

প্রথমে ব্যাটিং করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪ উইকটে ১৯৯ রান তোলে। টপ অর্ডারে প্রায় প্রত্যেকেই রান পাওয়ায় বড় ইনিংস গড়তে সমস্যা হয়নি তাদের। অধিনায়ক মোনাঙ্ক প্যাটেল ওপেন করতে নেমে ৩০ বলে ৫২ রানের কার্যকর ইনিংস খেলেন। সেরা ইনিংস অবশ্য উপহার দেন সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তি। ৩৩ বলে ৬৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। চারটি চার ও হাফ ডজন ছক্কায় নামিবিয়াকে কার্যত বেলাইন করে দেন। ডেথে মিলিন্দ কুমার ২৮ রান করেন। জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে নামিবিয়াকে ভরসা জোগাচ্ছিলেন ওপেনার লরেন স্টিনক্যাম্প (৫৮)। জেজে স্মুটও ৩১ রান করেন।

কিন্তু দুশোর টার্গেটে পৌঁছোতে যে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং দাপট দেখানোর দরকার ছিল, তা পাওয়া যায়নি নামিবিয়া ব্যাটারদের থেকে। চলতি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ শিকারি মার্কিন পেসার শ্যাডলে ভ্যান স্কালউইক (মোট ১৩ উইকেট) এদিন দুটি উইকেট নেন। শেষপর্যন্ত ১৬৮/৬ স্কোরে আটকে যায় নামিবিয়ার ইনিংস।

অভিমান ভেঙে মাঠে ফিরলেন রোনাল্ডো

রিয়াধ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে অভিমান ভাঙল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। সব ভুলে মাঠে ফিরলেন তিনি। শুধু তাই নয়, গোলও করলেন।

ক্লাবের প্রতি ক্ষোভের কারণে আল নাসেরের হয়ে গত দুই ম্যাচে খেলেননি তিনি। শনিবার অবশ্য অভিমান মিটিয়ে আল ফাতেহর বিরুদ্ধে মাঠে ফেরেন পর্তুগিজ মহাতারকা। নিজের প্রত্যাবর্তনটাও রাঙিয়ে রাখেন গোল করে। ম্যাচের ১৮ মিনিটে সাদিও মানের ক্রস থেকে গোল করে যান পর্তুগিজ মহাতারকা। ৪১ বছর বয়সে পা রাখার পর এটাই প্রথম গোল তাঁর। ৭৮ মিনিটে আল নাসেরের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি আয়মানের।

সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (পিআইএফ) ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন রোনাল্ডো। পিআইএফ তাদের মালিকানাধীন ক্লাবগুলির মধ্যে আল নাসেরকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিচ্ছে, এমনটাই মনে করেছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। এর মধ্যে পিআইএফ মালিকানাধীন আল হিলাল করিম বেঞ্জিমাকে সই করানোর পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন রোনাল্ডো। যে কারণে গত দুটি ম্যাচে খেলেননি তিনি। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, রোনাল্ডোর সঙ্গে আলোচনায় বসেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তারপরেই মাঠে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

আপাতত শনিবার আল ফাতেহর বিরুদ্ধে জয়ের সুবাদে ২১ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে লিগে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আল নাসের। সমসংখ্যক ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে আল হিলাল।

আজ জিতলেই শেষ আটে ইংল্যান্ড

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রবিবার। ছুটির দিন।

দুপুরে রাস্তাঘাট তুলনায় ফাঁকা। ইডেন গার্ডেন্সের ছবিটা যদিও কিছুটা আলাদা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, ক্রিকেটীয় ব্যস্ততা, ব্যাট-বলের আওয়াজ শূন্য গ্যালারিতে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে। প্রথমে ইতালি পুরোদমে অনুশীলনে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালকে হারিয়ে টি২০ বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে।

নীল জার্সির আজুরি ব্রিগেডের প্র্যাকটিসেও সেই উৎসাহের ছাপ। মূলত কৃত্রিম ঘাসের পিচে খেলে অভ্যস্ত। বিশ্বকাপে সেখানে প্রাকৃতিক ঘাসের মাঠ। মানিয়ে নেওয়ার তাগিদ পাওলো মালদিনির দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যেও। ইতালি মাঠ ছাড়ার পর দুপুর তিনটে নাগাদ উপস্থিত ইংল্যান্ড।

গতকাল ম্যাচ খেলেছে। আজ ঐচ্ছিক অনুশীলন। মূল দলের তারকাদের বিশ্রাম দিয়েই রিজার্ভ বেঞ্চ সহ ৫-৬ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে সাপোর্ট স্টাফরা হাজির নন্দনকাননে। কড়া নজরদারিতে চলল অনুশীলন। বিশ্বকাপ লম্বা টুর্নামেন্ট। ব্যাকআপ তৈরি রাখার প্রয়াস প্রত্যাশিত।

শনিবার স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে টম ব্যানটনের ৬৩ রানের ইনিংস ভরসা দিচ্ছে ইংল্যান্ডকে।

অঘটনে চোখ ইতালির

তিন ম্যাচে জোড়া জয়ে সুপার এইটের রাস্তা মোটামুটি পরিষ্কার করে ফেলেছে হ্যারি ব্রুকের দল। সোমবার ইউরোপীয় প্রতিবেশীকে হারালে শেষ আটের টিকিটও নিশ্চিত। ইতালির জন্য সেখানে বিশ্বকাপে আরও ছাপ রেখে যাওয়ার ম্যাচ।

সাংবাদিক সম্মেলনে সেই কথাই শোনালেন ইতালির অধিনায়ক ওয়েন ম্যাডসেন। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময় কাঁধে চোট পেয়েছিলেন। তারপর থেকেই মাঠের বাইরে। আগামীকাল ফিরবেন কি না প্রশ্নে কিছুটা ধোঁয়াশা রাখলেন (সম্ভাবনা ক্ষীণ)। দাবি করলেন, যেই দলই খেলুক, চাপমুক্ত হয়ে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত।

নেপাল ম্যাচে ওপেন করতে নেমে যে দায়িত্বটা সামলেছেন দুই ভাই—আন্তোনি ও জাস্টিন মোস্কা। অবিচ্ছিন্ন সেঞ্চুরি জুটিতে ইতিহাস গড়েছিলেন। ইতালির প্লাস পয়েন্ট হারানোর কিছু নেই। তবে নেপাল-বধেই থেমে থাকতে নারাজ তাঁরা। দেশে ফেরার আগে বিশ্বকাপে আরও ছাপ রেখে যেতে চান।

ইংল্যান্ড বনাম ইতালি মানে, ক্রীড়াবিশ্বের কাছে ফুটবল দ্বৈরথ। ইতালি অধিনায়কের সাংবাদিক সম্মেলনে যে প্রশ্নও উড়ে এল। চোখ অবশ্য ক্রিকেট, কালকের ম্যাচেই রাখতে চান ম্যাডসেন। বলছিলেন, দেশে ক্রিকেট পরিকাঠামো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। কৃত্রিম টার্ফে খেলতে হয়। শুরুতে তাই মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল। সমস্যা কাটিয়ে ১০ উইকেটে নেপাল-বধ।

ইংল্যান্ড সেখানে বাকি বিশ্বকে ক্রিকেট শিখিয়েছে। ধারেভারে কয়েক যোজন এগিয়ে। নেপালের বিরুদ্ধে নড়বড়ে হাল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে শুক্রবার ইডেনে স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছে। ইতালি ম্যাচে জয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংয়ের ফাঁকফোকর মেরামতি সেরে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ থাকবে ব্রেন্ডন ম্যাককুলামদের জন্য।

স্কটল্যান্ড ম্যাচ শেষে শুক্রবার অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক যে কথা স্বীকারও করে নেন। জানান, শেষপর্যন্ত লাইনটা ক্রস করতে পেরেছেন, তাতে খুশি। তবে আরও উন্নতি দরকার। সমস্যাগুলি দ্রুত মিটিয়ে নিতে চান। চোখ আপাতত সোমবারের ইডেনে ইতালি-বধে।

আগামীকাল ইংল্যান্ডের সেই লক্ষ্যটা ইতালি বিগড়ে দিতে পারে কি না, সেটাই দেখার। এদিনের সন্ধেটা অন্যরকমভাবে কাটাতে চান। চোখ টিভিতে! ইডেন ছাড়ার আগে আজুরি অধিনায়ক বলছিলেন, হোটেলে ফিরে তাড়াতাড়ি টিম মিটিংয়ে কালকের ম্যাচের পরিকল্পনা সেরে ফেলে টিভির সামনে বসে পড়বেন ভারত-পাক দ্বৈরথ দেখতে।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

আফগানিস্তান বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
সকাল ১১টা, নয়াদিল্লি

ইংল্যান্ড বনাম ইতালি
বিকাল ৩টা, কলকাতা

অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, ক্যান্ডি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ডিএলএসে জয় হরমনপ্রীতদের

সিডনি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপের আগে ছন্দে হরমনপ্রীত কাউরের ভারত।

জুন মাসে মহিলাদের কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপের আসর বসবে ইংল্যান্ডে। তার আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছে ভারত। সিরিজের প্রথম টি২০ ডিএলএস নিয়মে ২১ রানে জিতল তারা। এদিন টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নেন হরমনপ্রীত। শুরুতে ব্যাট করে ১৮ ওভারে ১৩৩ রানে অল আউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া মহিলা দল। বল হাতে দাপট দেখান অরুন্ধতী রেড্ডি। ২২ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন।

রান তাড়া করতে নেমে ১১ বলে ২১ রানে আউট হন শেফালি ভার্মা। ৫.১ ওভারে ভারতের রান তখন ১ উইকেটে ৫০। ঠিক সেই সময়ে শুরু হয় বৃষ্টি। আর খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। ডাকওয়ার্থ লুইস স্টার্ন নিয়মে তখন ২১ রানে এগিয়ে ছিল ভারত। সেটাই শেষপর্যন্ত ভারতের জয়ের ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়।

৪ উইকেট নেওয়া অরুন্ধতী রেড্ডিকে অভিনন্দন হরমনপ্রীতের।

সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নেপাল-১৩৩/৮ ওয়েস্ট ইন্ডিজ-১৩৪/১ (১৫.২ ওভারে)

মুম্বই, ১৫ ফেব্রুয়ারি : একদিন আগেই নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সুপার এইট কার্যত নিশ্চিত করে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে জায়গা করে নিল ওয়েস্ট ইন্ডিজও। রবিবার নেপালকে ৯ উইকেটে হারাল ক্যারিবিয়ানরা। একইসঙ্গে এই হারের পর নেপালের বিদায়ও নিশ্চিত হয়ে গেল।

এদিন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শুরুতে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৩৩ রান তোলে নেপাল। জবাবে ১৫.২ ওভারে মাত্র ১ উইকেট খুইয়েই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেন ক্যারিবিয়ানরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে সেরা বোলিং জেসন হোল্ডারের। ৪ ওভারে ২৭ রানের বিনিময়ে ৪ উইকেট নেন তিনি। ম্যাচের সেরা হোল্ডারই। নেপালের ব্যাটারদের মধ্যে দীপেন্দ্র সিংহ আইরি (৪৭ বলে ৫৮) ছাড়া কেউই ৩০ রানের গণ্ডি পেরোতে পারেননি।

ব্যাট হাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের নায়ক শাই হোপ। ৪৪ বলে অপরাজিত ৬১ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। এছাড়া ব্র্যান্ডন কিং ১৭ বলে ২২ রান করেন। শিমরন হেটমায়ার ৩২ বলে ৪৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জয় এনে দেন দলকে।

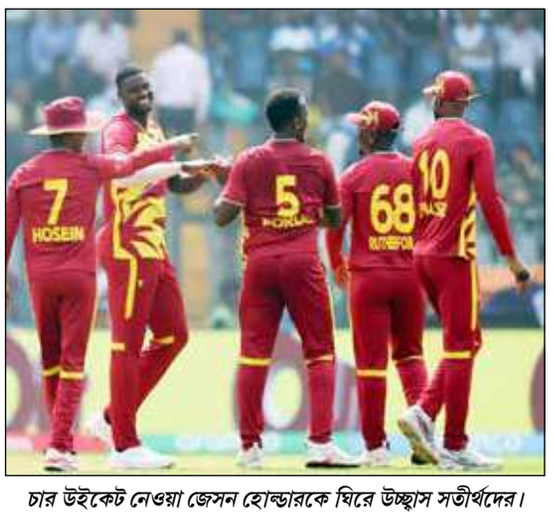

চার উইকেট নেওয়া জেসন হোল্ডারকে ঘিরে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

পাক-বধের নায়ক অবাধ্য ঈশানই

অর্ধশতরানের ইনিংসে পাকিস্তানের বোলারদের নাকানিচোবানি খাওয়ালেন ঈশান কিষান। কলম্বোয় রবিবার।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ঘড়ির কাঁটা তখন মধ্যরাত পেরিয়েছে। আর প্রেমাদাসার ফ্লাডলাইটগুলো একে একে নিভছে, কিন্তু কলম্বোর বাতাসে তখনও বারুদ-গন্ধ। ভ্যাপসা গরম আর সমুদ্রের নোনা হাওয়াকে ছাপিয়ে স্টেডিয়ামের বাইরে ভারতীয় সমর্থকদের গর্জন। প্রেস কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মনে হল, এই রাতটা আসলে এক 'প্রত্যাবর্তনের রাত'। এক 'অবাধ্য' ছেলের নায়কে উত্তরণের রাত!

টি২০ বিশ্বকাপের বিমানে তিনি আদৌ উঠবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনার শেষ ছিল না। সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে তীব্র লড়াই, তারপর নির্বাচক অজিত আগরকারের ভরসা—সবকিছুর প্রতিদান দিলেন তিনি। ঈশান কিষান। রবিবার রাতে কলম্বোর ২২ গজে যখন অভিষেক শর্মা প্রথম ওভারেই ডাগ-আউটে ফিরলেন, তখন গ্যালারিতে পিনপতন নিস্তব্ধতা। কিন্তু সেই চাপকেই যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন ঝাড়খণ্ডের 'পকেট রকেট'।

ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব যখন মাইক্রোফোন হাতে নিলেন, তখন তাঁর গলায় আবেগের বিস্ফোরণ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঈশান? যিনি শুধু লেগ সাইডেই দাপট দেখাতেন? কলম্বোর প্রেস বক্সে বসে এদিন এক নতুন ঈশানকে আবিষ্কার করা গেল। যিনি কভার দিয়ে মাখনের মতো ড্রাইভ মারছেন। ম্যাচের সেরা জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি। আর প্রেমাদাসার মতো বড় বাউন্ডারির মাঠে উইকেটের দুইদিকেই শট খেলা জরুরি। আজ সেই পরিশ্রমটাই কাজে এল।'

পিচ যে আদতে সহজ ছিল না, তা ম্যাচ শেষে বুঝিয়ে দিলেন সহ অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলও। তাঁর গলায় বিস্ময়, 'শুরুতে উইকেটটা বেশ স্লো ছিল, বল গ্রিপ করছিল। ওই পিচে দাঁড়িয়ে ঈশান যে শটগুলো খেলল, তা অবিশ্বাস্য।' পাকিস্তানের ড্রেসিংরুমেও তখন শুধুই ঈশান-আতঙ্ক। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে পাক কোচ মাইক হেসন মেনে নিতে বাধ্য হলেন, দুই দলের তফাত গড়ে দিয়েছেন ওই বাঁহাতিই। হেসনের কথায়, 'আমরা জানতাম ভারত চাপে থাকবে, কিন্তু ঈশান আমাদের হাত থেকে ম্যাচটা বের করে নিয়ে গেল।'

একটা সময় যাকে 'উচ্ছৃঙ্খল' বা 'অবাধ্য' তকমা দিয়ে বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেই ঈশানই আজ ভারতের ত্রাতা। কলম্বোর সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে আজ তিনি শুধু পাকিস্তানকেই হারাননি, হারিয়ে দিয়েছেন নিজের অতীতকেও। অফ সাইডের ওই এক-একটা ড্রাইভ যেন তাঁর সমালোচকদের জন্য পাঠানো এক-একটা কড়া জবাব।

টি২০ বিশ্বকাপের শুরুতেই এই জয় যে দলকে অনেকটা এগিয়ে দিল, তা বলাই বাহুল্য। তবে কলম্বোর রাত আজ মনে রাখবে একজনকে- যিনি নিজের দুর্বলতাকেই শক্তিতে বদলে দিয়ে দেশের জন্য জয় ছিনিয়ে আনলেন।

'এই জয় দেশের জন্য'

এই জয় যে শুধু ২ পয়েন্টের নয়, তা বুঝিয়ে দিয়ে স্কাই বললেন, 'এই জয় দেশের জন্য।' আর সেই জয়ের কারিগর হিসেবে তিনি বেছে নিলেন ঈশানকেই।

কিন্তু এই ঈশান কি সেই পুরোনো হয়ে নিজেই ফাঁস করলেন সেই রহস্য। ঈশানের অকপট স্বীকারোক্তি, 'দলের বাইরে থাকার সময়টা নষ্ট করিনি। বুঝেছিলাম শুধু অন সাইড দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেকা যাবে না। তাই অফ সাইডে শট খেলার

মহারণ শুরুর আগে জসপ্রীত বুমরাহদের টিপস দিলেন রোহিত শর্মা।

> দলের বাইরে থাকার সময়টা নষ্ট করিনি। বুঝেছিলাম শুধু অন সাইড দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেকা যাবে না। তাই অফ সাইডে শট খেলার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি।
>
> -ঈশান কিষান

করমর্দন 'বয়কট' জারি সূর্যদের

টসের পর মুখ ঘুরিয়ে দুইদিকে সলমন আলি ও সূর্যকুমার যাদব।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৫ ফেব্রুয়ারি : এত কাছে, তবু কত দূরে!

হাত বাড়ালেই দোস্তি। নেহি তো কুস্তি।

দোস্তি হওয়ার ছিল না। তাই কুস্তিই হল। ক্রিকেটমহল অবশ্য বলতে শুরু করেছে, ইয়ে তো হোনা হি থা। দুই প্রতিবেশী মহারণের মঞ্চে হাত মেলাবে না, এটাই তো এখন দস্তুর। দুবাইয়ে এশিয়া কাপের আসর থেকে শুরু হয়েছিল যে ধারা, কলম্বোতেও তার স্টান্স বদল হয়নি। মাঝের সময়ে শুধু দুই দেশের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়েছে।

পাকিস্তান বলেছিল, বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারত ম্যাচ বয়কট করবে। বাংলাদেশের সমর্থনে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তান। চাপে পড়ে সেই সিদ্ধান্তে বদল আনতে বাধ্য হয়েছে তারা। সূর্যকুমার যাদবের ভারত অবশ্য তাদের স্টান্স বদল করল না। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত অধিনায়ক বলেছিলেন, 'আর চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করে যান।' সেই চব্বিশ ঘণ্টা পর যখন পরীক্ষার ফল সামনে এল, দেখা গেল করমর্দন বয়কট অব্যাহত রেখেছে টিম ইন্ডিয়া।

পাকিস্তান-ভারত ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকেই জল্পনা চলছিল খেলা হলেও করমর্দন হবে তো। আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ যখন হনুমানকাইন্ডের ধুরন্ধর শো শুরু হল, তখনও একইভাবে আলোচনা চলছিল হ্যান্ডশেক নিয়ে। পাকিস্তানের সাংবাদিকরাও ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে বারবার জানতে চাইছিলেন, টিম ইন্ডিয়ার স্টান্স কী হতে পারে। বাস্তবে কিছুই বদল হয়নি। সলমন আলি আঘা ও সূর্যকুমার যাদব যখন টসের সময় পরস্পরের পাশে দাঁড়ালেন, কেউ কারও দিকে ঘুরেও তাকালেন না। টস জিতে পাক অধিনায়ক সঞ্চালকের সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন, তখন স্কাই একটু দূরে দাঁড়িয়ে। বিপক্ষ শিবির নিয়ে তাঁর কোনও হেলদোল ছিল বলে মনেই হল না। টস জিতে ভারতকে ব্যাটিং করানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর সলমন গটগট করে চলে গেলেন তাঁর সতীর্থদের দিকে। কেউ কারও দিকে এক মুহূর্তের জন্যও ঘুরে তাকালেন না।

টিম ইন্ডিয়ার করমর্দন বয়কটের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে চমকে দিয়েছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। টসের সময় প্রতিপক্ষের হাত মেলানোর সঙ্গে না 'খেলাটা' ভারতই চালু করেছে, দাবি করেছেন মঞ্জরেকার। সূর্যকুমারদের করমর্দন স্টান্স নিয়ে সমাজমাধ্যমেও ঝড় উঠেছে। সঙ্গে উঠেছে প্রশ্ন, এমন সিদ্ধান্ত কি শুধুই বর্তমান ভারতীয় দলের নিজস্ব? কারণ, টি২০ বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রোহিত শর্মাকে মাঠে প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রামের সঙ্গে হাত মেলাতে, জড়িয়ে ধরতে দেখা গিয়েছে। রোহিত-আক্রাম করমর্দন করলে সূর্য-সলমন কেন নয়? প্রশ্নটা কিন্তু উঠছে।

শুরুতেই দুই উইকেট তুলে পাকিস্তানকে চাপে ফেলে দেন জসপ্রীত বুমরাহ।

বৃষ্টিকে তুড়ি মেরে নায়ক ক্রিকেট

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৫ ফেব্রুয়ারি : এই ভারতের মহামানবেব সাগরতীরে!

কেউ নাচছিলেন। কেউ গলা ছেড়ে গান গাইছিলেন। কারও গায়ে ভারতের জার্সি। কারও গায়ে পাকিস্তানের।

অনেকে ঢোল বাজিয়ে ভাংরা নাচছিলেন। অনেকে আবার জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে নিজের দেশের জন্য গলা ফাটাচ্ছিলেন। ভারত মাতা কী জয় বা পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনিতে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার অবস্থা হচ্ছিল বারবার।

ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, কোথায় রয়েছি? কলম্বো না করাচি, নাকি কলকাতা-মুম্বইয়ে? অতীতে দুনিয়ার নানা প্রান্তে বহু ভারত-পাক মহারণের সাক্ষী থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু এই মহারণ যে বাকিগুলোর তুলনায় আলাদা। আলাদা কারণ, অতীতে কখনও ভারত ম্যাচ বয়কট করার কথা ঘোষণা করেনি পাকিস্তান। অতীতে কখনও ভারতের বিরুদ্ধে খেলব না বলার পরও সিদ্ধান্ত বদল করে খেলতে নামেনি পাকিস্তান।

এবার হয়েছে এমনই সব ঘটনা। প্রথমবার। আর কে না জানে, সব প্রথমেই লুকিয়ে থাকে নানা রহস্য। ক্ষেত্তরামা রোড থেকে ডানদিকে ঘুরে প্রায় দেড় কিলোমিটার হাঁটার পর যখন শেষপর্যন্ত প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের মূল প্রবেশদ্বারে পৌঁছানো গেল, মনে হল ক্রিকেট উৎসব বোধহয় একেই বলে। আট থেকে আশি, ক্রিকেট নিয়েই বাঁচি। উৎসবের আবহে আরও একটি বিষয় নজর কাড়ার মতো। নিরাপত্তা। প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে প্রায় আড়াই হাজার শ্রীলঙ্কার পুলিশের সঙ্গে ছিলেন এলিট কমান্ডোরাও। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার এতটাই কড়াকড়ি যে, মাঠে ঢুকতে ক্রিকেটপ্রেমীদের যথেষ্ট সময় দিতে হয়েছে। কিন্তু তাতে কী? ভারত-পাক মহারণের জন্য এইটুকু করাই যেতে পারে। বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও কিছু যায় আসে না। আর পূর্বাভাস মেনে বৃষ্টি হয়নি আজ। ফলে বৃষ্টিকে তুড়ি মেরে ক্রিকেটই তো আজ নায়ক।

প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা শুনিয়ে দিলেন দুবাই থেকে কলম্বোয় হাজির হওয়া রশিদ শেখ। আদতে লাহোরের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে থাকেন দুবাইয়ে। বলে দিলেন, 'এই ম্যাচের মজাই আলাদা। অন্যরকমের একটা ব্যাপার সবসময় থাকে। বৃষ্টি যখন হচ্ছে না, মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই।' দিল্লির অমিত মিশ্রেরও একই কথা। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে গতকালই এসেছেন দ্বীপরাষ্ট্রে। আগে থেকে বুক করে রাখা টিকিট সংগ্রহ করেই আজ বিকেলে সোজা মাঠে। বলছিলেন, 'ক্রিকেট আমার প্যাশন। আর ভারত-পাক ম্যাচ হল নেশার মতো। যার আছে, সেই জানে।' ক্রিকেট মহারণের মিলনমেলায় তারকার অভাব ছিল না আজ। আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন প্রতিযোগিতার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রোহিত শর্মাও। ২০২৪ সালে দেশকে টি২০ বিশ্বকাপ উপহার দেওয়া ভারত অধিনায়ক খেলা শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের উৎসাহ, পরামর্শও দিলেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মাঠে ছিলেন না আজ।

এ যেন হওয়ারই ছিল। বাবর আজমকে আউট করে অক্ষর প্যাটেল ও সূর্যকুমার যাদব। কলম্বোয় রবিবার।

হনুমানকাইন্ডের ধুরন্ধর সুরের মূর্ছনা যখন সন্ধ্যার প্রেমাদাসায় ক্রিকেট আবেগের হিল্লোর তুলেছিল, তখন দুই দলই নিজেদের ক্রিকেটীয় ফোকাস ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টা করে যাচ্ছিল। প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের প্রেস বক্সের ঠিক বাঁদিকে দুই দলেরই ডাগআউট। সেখানে দুই দলের টিম হার্ডলও হল সেই সময়ই। কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁর দলকে আগামীর বার্তা দিলেন। কোচ মাইক হেসনের তরফে পরামর্শ পেল পাকিস্তান। টসের সময় করমর্দন স্টান্স বজায় রেখে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বুঝিয়ে দিয়েছেন, পহলগাম কাণ্ডের কথা তাঁরা ভোলেননি। আসলে কিছু বিষয়, ঘটনা ভোলা যায় না। মনের অন্দরে কাঁটা হয়ে থেকেই যায়।

আসলে রক্তের দাগ যে সহজে মোছা যায় না।

ঠিক তেমনই প্রতিবেশী পাকিস্তানের সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার ঘটনা স্কাইয়ের টিম ইন্ডিয়া ভোলেনি। ভুলতে পারবেও না। প্রেমাদাসার গ্যালারিতে হাজির থাকা প্রায় ১৮ হাজার ভারতীয় সমর্থকও কি ভুলতে পেরেছেন ঘটনাটা। কে জানে?

কিরণচন্দ্র ট্রফিতে সেরা ওয়াইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তাপসকুমার চক্রবর্তী ও নীতীশ তরফদার ট্রফি কিরণচন্দ্র নৈশ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ওয়াইএমএ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। ওয়াইএমএ-র প্রতিনিধি সুদীপ বসুর থেকে জানা গেল, তাদের ক্লাব কিরণচন্দ্র ট্রফিতে এবার প্রথম চ্যাম্পিয়ন হল। ১৯৯৭ সালে শেষবার তারা এই প্রতিযোগিতায় ফাইনাল খেলেছিল।

এমন একটি সাফল্যের পর উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক। এসি টিম বাসকে সামনে রেখে স্টেডিয়াম থেকে ওয়াইএমএ-র সদস্যরা গাড়ির কনভয় করে তাঁদের ক্লাবে পৌঁছান। পুরো পথটায় তাঁদের সঙ্গী ছিল ব্যান্ড পার্টি। পোড়ানো হয় আতসবাজিও।

ম্যাচের সেরা ওয়াইএমএ-র কিরণ গুরুং নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিযোগিতার সেরা তাদেরই আদর্শ লামা তামাং। কিরণচন্দ্র ট্রফিতে সেরা ডিফেন্ডার হয়েছেন ওয়াইএমএ-র সোনম জাংপো ভুটিয়া। সেরা গোলরক্ষক, মিডফিল্ডার, স্ট্রাইকার ও মহার্ঘ ফুটবলার যথাক্রমে সরোজিনীর কল্যাণ রায়, অরুণ তামাং, করণ রাই ও দীপেশ মুর্মু। দ্রুততম গোলের জন্য সরোজিনীর হেমরাজ ভুজেল পুরস্কৃত হয়েছেন। পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহকারী সচিব বিশ্বজিৎ ভাদুড়ি, সিএবি-র প্রাক্তন সচিব তথা বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সচিব বিশ্বরূপ দে প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে ওয়াইএমএ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে। ছবি : সূত্রধর

শতরানে বাংলাকে টানছেন সুদীপ

- খবর এগারোর পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, Apollo Diagnostics and Life Style Ltd. 3A, 3B Crescent Court Building, Jhankar More, Burdwan Road, Siliguri, WB-734005, আগামী 22.02.2026 থেকে 1st Floor in Dwarika, R.N. Agarwal Signature Complex, Siliguri-734005, নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হচ্ছে।

Apollo Diagnostics
L.No.- 32754212
Ph.No.-9002897271

স্মৃতির উদ্দেশে

রাইধনী রায়
প্রাক্তন শিক্ষিকা, জলপাইগুড়ি
প্রয়াণঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১
'তুমি রবে নীরবে' মোদের সবার হৃদয়ে ব্যথা ভরা স্মরণে। আজ পঞ্চদশ প্রয়াণ বর্ষে তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায় - নিখিল, সায়ন্তনী, রাজর্ষি, রিশানী ও পরিজনেরা।
নিউ মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি।

এমবাপেকে ছাড়াই বড় জয় রিয়ালের

মাদ্রিদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আলভারো আরবেলোয়া দায়িত্ব নেওয়ার পর ছন্দে ফিরছে রিয়াল মাদ্রিদ।

লা লিগায় ঘরের মাঠে রিয়াল মাদ্রিদ ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে রিয়াল সোসিয়েদাদকে। চোট থাকায় কিলিয়ান এমবাপেকে প্রথম একাদশে রাখেননি রিয়াল কোচ আরবেলোয়া। কিন্তু তাঁকে ছাড়াই দাপুটে জয় তুলে নেন ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। ম্যাচের ৫ মিনিটেই এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের গোলমুখী ক্রসে পা ছুঁইয়ে দেন গার্সিয়া। ২০ মিনিটে বক্সে ফাউল করে প্রতিপক্ষকে পেনাল্টি উপহার দেন রিয়াল ডিফেন্ডার ডিন হুইসেন। পেনাল্টি থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি সোসিয়াদাদের মিকেল ওয়ারজাবাল।

২৪ মিনিটে আগুয়ান ভিনিসিয়াসকে আটকাতে ফাউল করেন সোসিয়েদাদের ডিফেন্ডার। পেনাল্টি থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি ভিনি। ৩১ মিনিটে বক্সের মাথা থেকে নিজের ট্রেডমার্ক শটে সোসিয়েদাদের জাল কাঁপিয়ে দেন অধিনায়ক ভালভের্দে। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৬ মিনিটে ফের ভিনিসিয়াসকে ফাউল করে সোসিয়েদাদের ডিফেন্ডার। এবারেও পেনাল্টি থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি ব্রাজিলীয় তারকা।

লড়ে হার মহমেডানের

জয় দিয়ে শুরু জামশেদপুরের

জামশেদপুর এফসি-১ (তালাল)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা ১৫ ফেব্রুয়ারি : লড়াইটা ছিল একেবারেই অসম। কিন্তু অ্যাডিসন সিং- মহিতোষ রায়দের লড়াই গর্বিত করবে সাদা-কালো সমর্থকদের। মাত্র ৯ মিনিটে গোল জামশেদপুর এফসি-র। হিরা মণ্ডলের পা থেকে বেরিয়ে যাওয়া বল পেয়ে যান প্রণয় হালদার। তাঁর বাড়ানো বল থেকে সরাসরি শট মাদিহ তালালের। যা গৌরব বোরার গায়ে লেগে গোলে যায়। শুভজিৎ ভট্টাচার্য ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি। এরপরেও ম্যাচ ছিল প্রায় এক তরফা। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর হাতে বিকল্প প্রায় নেই। আর জামশেদপুর কোচ ওয়েন কোয়েল ভারতীয় ফুটবলের এই দুঃসময়েও দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ৬ বিদেশি নিয়ে দল নামাচ্ছেন। তফাতটা বিশাল। তবু প্রথমার্ধের জলপান বিরতির ঠিক পরে পরেই নেওয়া মহিতোষের একটা

গোলের পর মাদিহ তালাল।

শটই যেন বদলে দিল মহমেডানকে। এরপরই চোখে চোখ রেখে লড়াই শুরু অ্যাডিসন-ফানাইদের। সুযোগ বিশাল কিছু আসেনি কিন্তু অন্তত বার তিনেক জামশেদপুর গোল লক্ষ্য করে শট সাদা-কালো শিবিরকে আগামী ম্যাচগুলোতে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। বিদেশিহীন হলেও একেবারে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ না করার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তাঁরা। উলটোদিকে, রাফায়েল মেসি বৌলির একটা গোল বাতিল হয় অফসাইডের জন্য। এছাড়া দ্বিতীয়ার্ধে ঋত্বিক দাশ একবার বক্সের মধ্যে গৌরবের বিরুদ্ধে ধাক্কা মারার অভিযোগে একটা পেনাল্টির আবেদন জানালেও রেফারি হরিশ কুণ্ডু তাতে কর্ণপাত করেননি। উলটে তাঁকেই হলুদ কার্ড দেখান।

তবে গোল না বাড়লেও প্রথম ম্যাচের তিন পয়েন্ট জামশেদপুরকে অনেকটাই এগিয়ে দিল। মাত্র ১৩ ম্যাচের লিগে প্রতিটি পয়েন্টই গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে মহমেডানের খালি হাতে ফেরাটা চিন্তায় রাখবে।

মহামেডান : শুভজিৎ, হিরা, মিতেই, গৌরব, সাজাদ, অমরজিৎ, ট্যাংভা, মহিতোষ (লালগাইসাকা), রেমসাঙ্গা (ইসরাফিল), অ্যাডিসন, লালথানকিমা (ফারদিন)।

আইএসএলের অন্য ম্যাচে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিকে ২-০ গোলে হারাল বেঙ্গালুরু এফসি। শিবাশক্তি নারায়ণ ও সুনীল ছেত্রী গোল করেন।

২৭ তারিখ শুরু আইএফএল

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ (আইএফএল)। এবারে আইএফএলে বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি ডায়মন্ড হারবার এফসি। ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিধি ডেকান এফসি ম্যাচ দিয়ে তারা অভিযান শুরু করবে।

পরীক্ষা দেবেন না বৈভব

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : সদ্যসমাপ্ত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন ১৪ বছরের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। বিশেষ করে ফাইনালে তাঁর মহাকাব্যিক ১৭৫ রানের ইনিংসের ঘোর এখনও লেগে রয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখে। তবে ঠাসা ক্রিকেটসূচির কারণে ঠিকমতো পড়াশোনা হয়নি বৈভবের। যে কারণে এবারের সিবিএসসি বোর্ডের অধীনে দশম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা দেবেন না ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় বালক। বিহারের তেজপুরের মডেস্টি স্কুলের ছাত্র বৈভব। পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ করে অ্যাডমিটও হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ঠিকমতো প্রস্তুতি না থাকায় পরীক্ষায় না বসার সিদ্ধান্ত ১৪ বছরের এই ক্রিকেটারের।

লিগ জয়ের শপথ লোবেরার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে স্বস্তি। তারপরও বাগান কোচ সের্জিও লোবেরার স্পষ্ট বার্তা, অনেকটা পথ পেরোতে হবে। নিজের দর্শনে বিশ্বাস রেখেই সেই পথটা অতিক্রম করতে চান সবুজ-মেরুনের নতুন স্প্যানিশ বস। সরাসরি না বললেও বুঝিয়ে দিলেন, চ্যাম্পিয়ন হতেই এসেছেন তিনি।

কেরালা বধের পর লোবেরা বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচ সবসময়ই কঠিন। সেই জায়গা থেকে ফলাফলে আমি খুশি। তবে উন্নতির অনেক জায়গা রয়েছে।' এরপর খানিকটা আত্মসমালোচনার সুরেই তিনি বললেন, 'ব্যবধান ধরে রাখতে, আরও গোল করতে হবে আমাদের।' ছোট্ট এই একটা মন্তব্যেই লুকিয়ে রইল লোবেরার ফুটবল দর্শন। ম্যাচের আগেও তিনি বলেছিলেন, '১-০ গোলে ম্যাচ জেতার চেয়ে ৬-২ ব্যবধানে জয় আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' আসলে বিপক্ষের কৌশল তছনছ করে দিলেও ম্যাচের শেষ দিকে ব্যবধান ধরে রাখতে রক্ষণে বাড়তি মনোযোগ দেন বাগান ফুটবলাররা।

বোলিং মেশিন উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার বোলিং মেশিনের উদ্বোধন করলেন সিএবি-র প্রাক্তন সচিব তথা বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সচিব বিশ্বরূপ দে ও মেয়র গৌতম দেব। এই বোলিং মেশিনটি সিএবি থেকে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদকে দেওয়া হয়েছে।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১কোটির বিজয়ী হলেন
পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা মধুসূদন প্রামানিক - কে 30.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 7 9 E 33057 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার মানসিক চাপ দূর হয়েছে যা আমাকে কোটিপতি করে তুলেছে। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে এই বড় জয় আমি সত্যিই উপভোগ করেছি এবং এই ভালো সুযোগটি ধরে রাখার জন্য আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ডিয়ার লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।